উপন্যাস কুসুম।

অর্থাৎ

(ফুলজানি বেগম, কনোজ কুসুম, কুসুমিকা, দেবী না পিশাচী, ভাই ভাই, আমার মৃণাল, স্বামীপূজা, লক্ষ টাকা ও অদ্ভুত রহস্য।)

এই নয়টী উপন্যাস।



১১৮ নং আপার চিৎপুর রোড আর্য্য পুস্তকালয় হইতে
শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।



কলিকাতা,

৫৪।২।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, আর্য্য-যন্ত্রে,
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৬ সাল।

আর্য্য-পুস্তকালয়

কলিকাতা, ১১৮ নং আপার চিৎপুর রোড।

এই বহুকাল প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বজনপরিচিত ভারত বিখ্যাত পুস্তকালয়ে নিম্নলিখিত এবং সর্ব্ব প্রকার ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কি স্কুলের পাঠ্য গ্রন্থ, কি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ, কি নাটক নভেল প্রহসন, কি ডাক্তারি ও কবিরাজি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ পুস্তকই বিক্রয়ার্থ প্রতিনিয়ত উপস্থিত থাকে। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর, ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত, ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ৺ দীনবন্ধু, মিত্র, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, মতিলাল রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, মনোমোহন বসু প্রভৃতি যাবতীয় খ্যাত-নামা সুলেখকগণের পুস্তক হইতে যাবতীয় অপরিচিত গ্রন্থকার-গণের পুস্তকই আমাদের নিকট পাওয়া যায়। (অর্ডার) কার্য্য পত্র পাঠ মাত্র অতি সুচারুরূপে সমাধা হইয়া থাকে। এজন্য মফঃস্বলের সর্ব্বত্রই আমাদের বিশেষ সুখ্যাতি আছে। পুস্তক সম্বন্ধে যখন যাঁহার যাহা আবশ্যক হইবে স্পষ্টাক্ষরে নাম ধাম ও কি কি পুস্তক আমাদিগকে লিখিলে তৎক্ষণাৎ ভ্যালুপেএবলেও পাঠাইয়া থাকি। অর্দ্ধ আনা ষ্ট্যাম্প সহ আবেদন করিলে আর্য্য-পুস্তকালয়ের বিস্তৃত তালিকা (ক্যাটালগ) পাঠান যায়।

জ্ঞানভাণ্ডার—১ম, বিংশতি খণ্ডে সম্পূর্ণ মূল্য ৬৲ স্থলে ১৷৷০। জ্ঞানভাণ্ডার—২য়, বিংশতি খণ্ডে সম্পূর্ণ মূল্য ৫৲ স্থলে ১৷৷০ সচিত্র গুপ্ত গৃহ—৮ খানি উপহার পুস্তক ও দুই খানি চিত্রসহ মূল্য ২৲ স্থলে ১৷০। কলিকাতা রহস্য তিন পর্ব্বে সম্পূর্ণ সুলভ

মূল্য তুই টাকা। সঙ্গীত কল্পতরু—নানাবিধ বাদ্য গীতাদি সর্ব্ব প্রকার সঙ্গীত শিক্ষার চূড়ান্ত পুস্তক প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠায় মূল্য ১॥০, সচিত্র গল্প পুষ্পাঞ্জলী সেক্সপীয়র, মিণ্টন, বায়রণ, স্কট প্রভৃতি ইউরোপীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের ১৮ খানি গ্রন্থের বাঙ্গালায় মূল্য ১॥০। রসভাণ্ড অর্থাৎ বোকাশিশুর আদিরস ঘটিত ৩০টী রসাল গল্প মূল্য ১॥০ স্থলে ॥•, রমণী ঐশ্বর্য্য—স্ত্রীশিক্ষার চূড়ান্ত পুস্তক ১॥৵০, প্রেমতত্ত্ব, (Science of love) প্রেমরঙ্গ, (Pleasures of love) প্রেমরহস্য (Tales of love) এই তিন পুস্তকের মূল্য ৩৶০ কিন্তু একত্রে লইলে ১॥৵০ দেওয়া যায়। বিশ্ব-চিকিৎসক—হোমিওপ্যাথিক, এলোপ্যাথিক, হাকিমি, পার্ব্বতীয় ও গাড়ুড়ি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মতের সর্ব্ব প্রকার সুলভ চিকিৎসা পুস্তক মূল্য ১॥০। মন্দারমালা—অর্থাৎ কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, মাঘ, ভারবি, ভর্ত্তৃহরি, চাণক্য, বিষ্ণুশর্ম্মা প্রভৃতি মহা-কবিগণের রচিত উদ্ভট ও খণ্ড কাব্য সংগৃহীত আদিরস ঘটিত এবং অন্যান্য নানাবিধ শ্লোক, তুলসীদাসের দোঁহা ও তদীয় বঙ্গানুবাদ মূল্য ১॥০ টাকা।

রবিশনক্রুশোর আশ্চর্য্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত ।০। কৌতুক চতুরঙ্গ বা সংরঙ্গ বিজ্ঞান মূল্য ১৲, পাঁচটী মেয়ে মূল্য ১॥০ স্থলে ৸০, ভূপরিচয় ৶১০, প্রণয়কাহিনী মূল্য ॥০, স্ত্রীর সহিত কথোপকথন ১ম ও ২য় ভাগ ১।০, প্রেমের দরবার ॥০, যৌবন রত্ন বা যুবক যুবতী ।৵০, দেবযানী নূতন উপন্যাস মূল্য ১৲।

১১৮ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক।

উপন্যা[illegible]

(১)

ফুলজানি বেগম।

আমেদাবাদের সন্নিকটে একটী ভগ্নাবশেষ উদ্যান এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবজীকে দমনে রাখিবার জন্য মহাপরাক্রান্ত আরঞ্জিব, বৎসরের অধিকাংশকাল দিল্লিতে না থাকিয়া আমেদাবাদে বাস করিতেন। আজ পর্য্যন্ত আমেদাবাদের নিকট তাঁহার সামান্য কবর দৃষ্টিগোচর হয়। যে উদ্যানের কথা বলিলাম, ঐ উদ্যান আরঞ্জিব বাদসাহের জনৈক বেগমের বাস ভূমি ছিল। ঐ উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী ভগ্নাবশেষ "ফুয়ারা" এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ ফুয়ারার নিম্নে একটু বিশেষ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটী শ্লোক পারস্যভাষায় লিখিত আছে। শ্লোকটী অনুবাদ করিলে প্রায় এইরূপ হয়।

"বালিকার হৃদয়ে এত প্রেম জানিতাম না,
জানিলে কখন এ ফুল ছিঁড়িতাম না।"

এই দুই ছত্র পাঠ করিয়া স্বভাবতঃই মন অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইল ও তৎপরে বিশেষ যত্নের দ্বারা এই শ্লোক কে

লিখিয়াছিল, কাহার জন্য লিখিয়াছিল, কেন লিখিয়াছিল জানিতে পারিয়াছিলাম। :পাঠকদিগের কৌতূহলও নিবৃত্ত করিব।

যে উদ্যান এক্ষণে ব্যাঘ্রাদির আবাসস্থল হইয়াছে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইহা ইন্দ্রের নন্দনকানন অপেক্ষাও সুন্দর ও মনোহর ছিল, যে "ফুয়ারা" এক্ষণে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বিষাদে কাঁদিতেছে ঐ "ফুয়ারা" একদিন গোলাপজল উদ্গীরণ করিত। যে অট্টালিকা এক্ষণে ভগ্নস্তূপ মাত্র, এক সময়ে ঐ অট্টালিকা বিলাস ভূমির আকর ছিল। যেখানে এক্ষণে দিবসে শৃগাল রব করিতেছে, এক সময়ে সেইখানে অপ্সরী বিনিন্দিতা রমণীগণ সঙ্গীত ও বাদ্যে মন মাতাইয়া তুলিত। সংসারের লীলাই এইরূপ ;— আজ সধবা কাল বিধবা।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে যখন আরঞ্জিব আমেদ নগরে বাস করিতেছেন, যখন এই উদ্যান বিলাস সাগরে ভাসিতেছে আমি সেই সময়ের কথা বলিতেছি। একদিন সন্ধ্যার ঠিক প্রাক্কালে উদ্যানের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ একটী মনোহর নিকুঞ্জ মধ্যে একটী যুবক একমনে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। যুবকের বয়স অষ্টাদশের কিছু উপর, শরীরে যথেষ্ট বল আছে, বেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায়, কোমরে কেবল একখানি ক্ষুদ্র ছুরিকা। হিন্দু-বীর কোন্ সাহসে আরঞ্জিবের বেগম মহলে প্রবেশ করিয়াছে? সহসা অলঙ্কারের মধুর শব্দ শ্রুত হইল, সহসা যেন চতুর্দ্দিক আলো করিয়া একটী চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া বালিকা ধীরে ধীরে সেই নিকুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিল। যুবক চমকিত হইয়া উঠিয়া রমণীর দিকে অগ্রসর হইলেন। যুবকের নিকট হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া সুন্দরী

কহিলেন, "পুরন্দর, আমি অস্পৃশ্য আমাকে ছুঁইওনা।" পুরন্দর সে কথা না শুনিয়া যুবতীর গণ্ডে পাগলের ন্যায় শত সহস্র চুম্বন করিলেন, উভয়ের গণ্ড বহিয়াই অবিরল ধারে নয়নাশ্রু ঝরিতেছিল। পুরন্দর বলিলেন "ফুল,—শরীর অপবিত্র হইয়াছে কিন্তু হৃদয় তো হয় নাই, তোমার হৃদয় আমার। শরীর তো কখনও দেখি নাই, চাহি নাই। আজ তোমারই অনুরোধে সে শরীর হইতে হৃদয় বিচ্ছিন্ন করিতেও তো আসিয়াছি।" পুরন্দর রাওয়ের হৃদয়ে মস্তক রাখিয়া ফুল কান্দিতেছিল, পুরন্দরও কান্দিতেছিলেন। এইরূপে নীরবে দুইজনে কতক্ষণ কান্দিলেন, তাহা দুইজনের কেহই জানিতে পারিলেন না। রমণী হৃদয়কে সকলে কোমল কহে, কিন্তু রমণীর ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু হৃদয়ও আর কাহারও নাই। ফুল প্রথম কথা কহিল, তখন আর চক্ষে জল নাই, ফুল বলিল "এ অপবিত্র দেহ রাখিব না স্থির করিয়াছি; যদি এ হৃদয় আমার হইত তাহা হইলে এতক্ষণ ইহাকে এ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতাম। কিন্তু পুরন্দর যখন ছেলে মানুষ তখন হইতেই এ হৃদয় তোমার, এ শরীরও তোমার ছিল। কিন্তু বলে মহাপাতকী এ শরীরকে কলঙ্কিত করিয়াছে। এ শরীর আর রাখিব না। তোমাকে ডাকিয়া বিপদকে আনিয়াছি, আর বিলম্ব কেন, চল যাই"। পুরন্দর ধীরে ধীরে কটিবন্ধ হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিলেন, "বলিলেন মায়া দয়া সকল বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি, মরিয়া দুইজনে মিলিব। তবু যে——।" ফুল একটু বিষাদপূর্ণ হৃদয় বিদারক হাসি হাসিয়া বলিল "ছি, তুমি আমাকে নরক যন্ত্রণা হইতে স্বর্গে লইয়া যাইবে ভাবিতেছ?" পুরন্দর ফুলকে হৃদয়ে লইয়া অসংখ্য চুম্বন করিয়া বিকট স্বরে কহিলেন

"চল, আর বিলম্ব কেন?" ফুল হৃদয় পাতিয়া দিল, শাণিত ছুরিকা উঠিল। সেই মুহূর্ত্তেই ফুল অপেক্ষাও কোমল ফুলের হৃদয়ে ছুরিকা আমূল বিদ্ধ হইত কিন্তু তাহা হইল না।

নিকুঞ্জ পার্শ্ব হইতে একজন মহা বলবান কৃষ্ণকায় খোজা এ ঘটনা দেখিতেছিল। যুবককে ছুরিকা তুলিতে দেখিয়া সে আসিয়া ক্ষিপ্র হস্তে যুবকের হস্ত ধরিল। উভয়ে চমকিত হইলেন। সহসা ফুলের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। সিংহিনীর ন্যায় ফুল খোজার দিকে ফিরিলেন, বলিলেন "মসরুর, জান আমি কে?" খোজা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া গম্ভীর ভাবে কহিল; "আপনি বেগম ফুলজানি।" ফুল বলিলেন "আমি আজ্ঞা করিতেছি তুমি এই মুহূর্ত্তে এই যুবকের হস্ত ত্যাগ কর ইনি আমার একজন আত্মীয়" "বেগম সাহেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া এই কাফেরের হস্ত ত্যাগ করিলাম, কিন্তু যে বেগম সাহেবের প্রাণ নাশে উদ্যত হইয়াছিল বাদসাহের হুকুম ভিন্ন তাহাকে ছাড়িতে পারি না।" "তবে পার বন্দীকর" এই বলিয়া ফুল সজোরে ভূমিতে পদাঘাত করিলেন, অমনি দেখিতে দেখিতে পুরন্দর যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি হাত মুক্ত পাইয়া খোজাকে আক্রমণ করিতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু সেই স্থানে তাহার পদ নিম্ন দিকে চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে পুরন্দর মৃত্তিকা নিম্নে অন্তর্ধ্যান হইলেন, দেখিতে দেখিতে আবার যেরূপ স্থান সেইরূপ হইল। তখন সিংহিনীর ন্যায় মন্দ গমনে ফুলজানি বেগম কুঞ্জ হইতে বাহির হইলেন। বাহিরে আসিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, যদি ইচ্ছা হয় এ সংবাদ বাদশাহকে দিও।

খোজা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়াছিল। বলিল "সে সাধ

বড় নাই; একটা বালিকা আমাকে ঠকাইল। স্বয়ং পেয়গম্বর স্ত্রীলোকের নিকট ঠকিয়াছিলেন আমি কোন্ ছার। যাহা হউক কাফেরকে ধরিতে হইবে।” এই বলিয়া খোজা মসরুর বংশী ধ্বনি করিল, অমনি দুই জন খোজা আসিয়া সেলাম করিল। মসরুর কহিল “তোমরা জান এখান হইতে কোন সুড়ঙ্গ পথ আছে কি না?” একজন খোজা কহিল “আছে, বাদসাহের শয়ন গৃহ হইতে নগর পর্য্যন্ত একটী পথ মাটির নীচে দিয়া আছে।” মসরুর বলিল “সত্বর যাও, এই সুড়ঙ্গ দিয়া একজন মার্হাট্টা গিয়াছে, তাহাকে ধরিতে হইবে।” তাহারা দ্রুত পদে চলিয়া গেল। তখন মসরুরও ভাবিতে ভাবিতে সে স্থান ত্যাগ করিল।

ফুল ও পুরন্দরের কিছু পরিচয় দিব। আমেদাবাদের পাঁচ ক্রোশ দূরে দেবীগাওন নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লি ছিল, এক্ষণে ইহার কোন চিহ্ন নাই। এই পল্লিতে নারায়ণ-রাও নামে একজন মধ্যবিত্ত লোক বাস করিতেন, পুরন্দর তাঁহারই একমাত্র সন্তান। ঐ গ্রামে একটী দুঃখিনী বিধবা রমণী বাস করিত, ফুলবাই তাঁহারই কন্যা। লোকে বলিত এই দুঃখিনী বিধবা কোন রাজপুত রাজার মহিষী, সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না; বোধ হয় ফুলের অনেক অসামান্য রূপ ও রাজরাজেশ্বরীর ভাব দেখিয়া লোকে এ জনরব রটাইয়াছিল। বাল্যকাল হইতে ফুল ও পুরন্দর একসঙ্গে থাকিত। কারণ পুরন্দরদিগের বাটীর পার্শ্বেই ফুলের মাতা বাস করিতেন। যখন ফুল প্রায় চতুর্দ্দশ-বর্ষে পড়িল, তখন পুরন্দরের পিতা পুরন্দরকে ফুলের সহিত বিবাহ দিলেন। বিবাহের দুইদিন পরে ফুলের মাতার প্রাণ

বিয়োগ হইল। সুতরাং প্রেমময় দুইটী হৃদয় মিলিয়াও বিমল সুখে থাকিতে পারিল না। কিন্তু যে দুইটী হৃদয় যেন পরস্পরের জন্যই জন্মিয়াছিল ও যাহা এই কয়দিন মাত্র একত্রিত হইয়াছে, হায়! সেই দুইটী হৃদয় আবার বিচ্ছিন্ন হইল। বিবাহের ঠিক এক মাস পরে একদিন আরঙ্গিব বাদসাহ শীকারে আসিয়া দেবীগাওনে ফুলকে দেখিলেন। তৎক্ষণাৎ হুকুম জাহির হইল, বাদসাহের হুকুম, অমান্য করে শিবজী ভিন্ন এমন ভারতবর্ষে আর কেহ জীবিত ছিল না। সুতরাং ফুল অবাধে বেগম মহলে প্রেরিত হইল। সেখানে ফুলজানি বেগম নামে অভিহিত হইয়া মনোহর বিলাস পূর্ণ হর্ম্ম্যে ফুল বাস করিতে লাগিলেন। ফুল ও পুরন্দরের মনের ভাব আমি বর্ণনা করিতে যাইব না, পুরন্দরের পিতা মাতার ক্রন্দনও লিখিব না, সমস্ত গ্রামবাসীর দুঃখ বর্ণনও করিব না।

এক মাস মতিবাগ নামক উদ্যানে ফুল বাস করিল। সেই শত্রুপুরেও তাহার একটী সখী জুটিল। এই রমণী একজন বাঁদি; সকলে ইহাকে "জুমেল" বলিয়া ডাকিত। ফুল জুমেলের সাহায্যে পুরন্দরকে একখানি পত্র পাঠাইল। ঐ পত্রে তাহার অবস্থা বর্ণন করিয়া তৎপরে সেইখানে আসিয়া তাহার প্রাণ নাশ করিতে তাহাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। সে লিখিয়াছিল, "যদি আমার প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র ভালবাসা থাকে, তবে আইস দুইজনে এক সঙ্গে মরি? মরিলে আর এ পাপ পৃথিবীতে থাকিতে হইবে না। স্বর্গে গিয়া দুইজনে সুখে থাকিব। এ নরক হইতে উদ্ধারের যখন অন্য উপায় নাই, তখন আইস, তোমার শাণিত ছুরিকা আমার হৃদয়ে বসাইয়া আমায় মারিয়া

ফেলিয়া বাঁচাও।” পুরন্দর তেজস্বী মাহ্‌রাট্টা। নিজ স্ত্রীকে পাপপঙ্কে মগ্ন হইতে দেওয়া অপেক্ষা তাহার প্রাণ নষ্ট করা ভাল বিবেচনা করিয়া ফুলের সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন। জুমেলের বুদ্ধি কৌশলে অজ্ঞাতসারে যে বেগম মহলে তিনি প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা পাঠক অবগত আছেন। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহাও জানেন।

সহসা মৃত্তিকা নিম্নে অন্ধকারময় গহ্বরে পতিত হইয়া পুরন্দর স্তম্ভিত হইলেন। এত শীঘ্র এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল যে, তিনি ব্যাপার কি ভাল বুঝিতে পারিলেন না। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিকক্ষণ ভাবিতেও হইল না। একটী কোমল হস্ত তাঁহার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। তিনি চমকিত হইয়া ফিরিলেন, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন “কে ?” যেন স্ত্রীকণ্ঠে উত্তর হইল “যুবক সত্বর পলায়ন কর, নিকটে শত্রু আছে। বেগম ফুলের একান্ত অনুরোধ: সত্বর পলাও। অন্য কথা জিজ্ঞাসা করিও না। যদি বাঁচিতে পার ফুলের সহিত দেখা হইবে। পলাও, সুড়ঙ্গ মুখে সুসজ্জিত অশ্ব দেখিবে।” স্বর ক্রমে অন্ধকারে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সুড়ঙ্গ মুখে আসিতে অনেক বিলম্ব হইল। কিন্তু বাহির হইয়া দেখিলেন যে একটী অশ্ব সত্য সত্যই দাঁড়াইয়া আছে। লম্ফ দিয়া অশ্বারোহণ করিয়া অশ্ব ছুটাইলেন।

কিছুদুর যাইয়া তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহাকে দুই জন অশ্বারোহী অনুসরণ করিতেছে। অশ্বকে আরও বেগে ছুটাইলেন, কিন্তু যেমন তিনি একটী পথ ফিরিবেন অমনি প্রবল বেগে দুইটী তীর আসিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বিদ্ধ হইল। তিনি সে দুঃসহ

যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া অশ্বকে পুনঃ পুনঃ পদতাড়না করিতে লাগিলেন। কিন্তু তত্রাচ দেখিলেন যে, তাঁহার পশ্চাতস্থ অশ্বারোহীদ্বয় ক্রমেই নিকটস্থ হইতেছে। তখন তিনি লম্ফ দিয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া অশ্বকে কষাঘাত করিলেন, অশ্ব প্রবল বেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল, তিনি অন্ধকারে এক গৃহ পার্শ্বে লুকাইলেন। দেখিতে দেখিতে পশ্চাতস্থ অশ্বারোহীদ্বয় আসিয়া পড়িল। সম্মুখস্থ অশ্বে যুবক আছেন ভাবিয়া তাহারা সেই অশ্বের অনুসরণ করিল। ক্রমে ক্রমে অশ্বের পদ শব্দ বাতাসে মিলাইয়া গেল।

যখন চতুর্দ্দিক নীরব হইল, তখন যুবক বাহির হইলেন। এ কোথায় আসিয়াছেন, কত রাত্রি হইয়াছে, ইহার কিছুই তাঁহার দেখিবার এতক্ষণ সময় হয় নাই। এখন দেখিলেন আমেদাবাদের একটী জনশূন্য স্থানে তিনি আসিয়াছেন, রাত্রি প্রায় নয়টা হইয়াছে। যুবক তখন সবলে বাহু হইতে তীরদ্বয় তুলিলেন, তীরের সহিত তীরবেগে রক্ত ছুটিল। নিজ উষ্ণীষ বস্ত্র দিয়া বাহু বেস মর্দ্দন করিলেন, কিন্তু রক্ত তাঁহার সমস্ত বস্ত্রাদি দেখিতে দেখিতে ভিজাইল। পুরন্দর তখন গৃহে যাইবার মনন করিয়া অগ্রসর হইলেন, কিন্তু অধিক দূর যাইতে হইল না। রক্তপাতে শীঘ্রই দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। মস্তক ঘুরিতে লাগিল, তিনি কষ্টে পড়িতে পড়িতে একটী পথ পার্শ্বস্থ গৃহ-সোপানে বসিলেন। বসিবামাত্র জ্ঞান শূন্য হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

যখন পুরন্দর সংজ্ঞালাভ করিলেন তখন তাঁহার বোধ হইল তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। এক সুবৃহৎ গৃহে তিনি হস্ত পদ রজ্জুতে দৃঢ় বদ্ধ পড়িয়া আছেন। গৃহে শত শত স্বর্ণদীপে সুগন্ধি তৈল পুড়িতেছে ও সেই গন্ধে গৃহ মাতাইয়া তুলিয়াছে। পুষ্প

হার প্রতি স্তম্ভে জড়িত, পুষ্প নির্ম্মিত সুবৃহৎ পাখা উপরে দুলিতেছে। সম্মুখে স্বর্ণ সিংহাসনের উপর দিল্লীশ্বর, পার্শ্বে—শত শত বৃশ্চিক তাঁহাকে দংশন করিল, পার্শ্বে তাঁহারই ফুল। তিনি বন্ধন ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। বাদসাহের সম্মুখে দ্বাদশ জন মনোমোহিনী সঙ্গীত ও নৃত্য করিতেছে। এই সকল দেখিয়া তাঁহার ঘাড় হইতে আবার প্রবল বেগে শোণিত নির্গত হইল, তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইলেন।

পুনরায় যখন তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইল, তখন দেখিলেন যে, তিনি বাদসাহের সিংহাসনের নিকট আনীত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট চারি জন খোজা শাণিত ছুরিকা হস্তে দণ্ডায়মান আছে, গীত বাদ্য বন্ধ হইয়াছে; রমণীগণ সারি দিয়া বাদসাহের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। এতক্ষণে তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার বিচার। যুবকের সরলমূর্ত্তি দেখিয়া কঠোর প্রাণ আরঞ্জিবের হৃদয়ও একটু নরম হইয়াছিল, নতুবা এতক্ষণ তাঁহাকে যমপুরে বাস করিতে হইত। আরঞ্জিব কহিলেন, "যুবক তোমার সাহস অতিশয়; যে বেগম মহলে পক্ষী পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে না, তুমি সেই স্থানে প্রবেশ করিয়াছিলে? যদি তুমি কাহার নিকট আসিয়াছিলে বল; তাহা হইলে তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি।" যুবার পক্ষে তাহা বলা অসম্ভব। তিনি মরিতেই সে দিন আসিয়াছিলেন—সুতরাং মৃত্যুভয়ে তিনি ভীত ছিলেন না। ইহাও বেস জানিতেন যে, তিনি মরিলে ফুলও মরিবে, আর এ বিশ্বাসও তাঁহার ছিল যে, মরিলে তাঁহারা দুই জনে স্বর্গে মিলিবেন। এই সকল কারণে পুরন্দর কহিলেন "বাদসাহ অপরাধ করিয়াছি প্রাণদণ্ড হইবে, প্রাণ

দণ্ড করুন; কিন্তু কিছুতেই কাহার নিকট আসিয়াছিলাম বলিব না। বাদসাহের সম্মুখে এরূপ কথা কেহ কখন বলিতে সাহস করে নাই। আরঙ্গজিবের মুখ লোহিত বর্ণ হইল, তিনি ক্রোধে কম্পিত হইতেছিলেন। খোজাদিগকে আজ্ঞা করিলেন "এখনি এই পামরের প্রাণ নাশ কর। এ মহলে যে যে বাস করে সকলেই এখানে দাঁড়াইয়া আছে। কোন্ বাঁদির প্রণয়ার্থে এ যুবক এখানে আসিয়াছিল?" কেহই উত্তর করিল না। তখন আরঙ্গিব আরও রাগত হইয়া উঠিলেন, রাগ হইলে আরঙ্গিবের জ্ঞান থাকিত না। আজ্ঞা করিলেন "এখানেই এই পামরকে নাশ কর, তাহার প্রণয়িণী দেখিয়া সুখী হউক।" আজ্ঞা মাত্র চারি খানি শাণিত ছুরিকা উঠিল, বিদ্যুতের মত চকিল, তৎপরে একটী হৃদয় বিদারক চীৎকারে গৃহ, উদ্যান ও আকাশ কম্পিত হইয়া উঠিল। বাদসাহ স্বয়ং অসি হস্তে সিংহাসন হইতে লম্ফ দিয়া নিম্নে নামিলেন। যাহা দেখিলেন,—যে লোমহর্ষণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিলেন—ফুলজানি বেগম গিয়া সেই শাণিত ছুরিকার সম্মুখে হৃদয় পাতিয়া দিয়াছেন। দুই খানি ছুরি তাঁহার হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও পুরন্দর বাঁচে নাই, আর দুই খানি পুরন্দরের হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছে। বাদসাহ যথার্থ ফুলকে একটু ভাল বাসিতেন, দুঃখে কহিলেন "ফুল করিলে কি?" ফুলের এজীবন পৃথিবীতে অধিকক্ষণ আর নাই, ফুল বাদসাহের দিকে চাহিয়া কহিলেন "দাসীকে ক্ষমা করিবেন। স্বামীকে বুক দিয়া স্ত্রীলোকের রক্ষা উচিত তাহাই করিয়াছি।" এই কয়টী কথা মুমূর্ষু পুরন্দরের কর্ণে গেল, তাঁহার বাক্‌শক্তি রহিত হইয়াছে, তত্রাচ কয়েকটী কথায় যেন তাঁহার শরীরে বল আসিল, তিনি

ফুলের মস্তক মুখের নিকট লইয়া গণ্ডে চুম্বন করিলেন, ফুল প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। উভয়ের চক্ষু মুদিত হইল; আর এ পৃথিবীতে খুলিল না। যাও ফুল যাও, প্রেমের যদি মাহাত্ম্য থাকে, তবে তুমি চির সুখে স্বামীসঙ্গে বৈকুণ্ঠে বাস করিবে।

বাদসাহের পাষাণ প্রাণও এই দৃশ্যে দ্রবীভূত হইল। আজ্ঞা করিলেন, "সাত দিবস আমেদ নগরের সকল লোকে শোক চিহ্ন ধারণ করুক। এই প্রাসাদের সম্মুখে ইঁহাদের দুই জনকে একত্রে কবর দেও। ঐ কবরের উপর শ্বেত প্রস্তরের অদ্যই এক ফুয়ারা নির্ম্মাণ কর। ঐ ফুয়ারা যেন দিবারাত্রি গোলাপ জল বর্ষণ করে, আর ঐ কবরের নিম্নে ইহাদের স্বর্গীয় প্রণয়ের স্মরণ লিপি স্বরূপে একটী শ্লোক লিখাও।" দিল্লীশ্বরের আজ্ঞায় এক দিবসে নগর হইয়াছে, এ সামান্য কার্য্য হইবে আশ্চর্য্য কি? পর দিবস সন্ধ্যাকালে ফুল ও পুরন্দরের কবরের উপরস্থ ফুয়ারা গোলাপ জল বর্ষণ করিতেছে, বাদসাহ আসিয়া স্বয়ং একটী গোলাপ বৃক্ষ কবরের উপর রোপণ করিলেন। প্রায় তিন শত বেগম ও তাহাদের প্রায় দেড় সহস্র বাঁদি ও সহচরী সেই সময়ে সকলেই এক একটী পুষ্প হার সেই কবরের উপর স্থাপন করিলেন। তখন বাদসাহ বলিলেন "শ্লোক পাঠ কর, কে রচনা করিয়াছে।" তখন একজন কহিল "জাহেনা জাহেন, ফুলজানি বেগমের বাঁদি জুমেল ইহা লিখিয়াছে।" বাদসাহ জুমেলকে পাঠ করিতে আজ্ঞা করিলেন, জুমেল পড়িল,

"বালিকার হৃদয়ে এত প্রেম জানিতাম না,
জানিলে কখন এ ফুল ছিঁড়িতাম না।"

কনোজ কুসুম।

—***-

সুনীল আকাশে পূর্ণশশী বিরাজমান; রজতনিভ উজ্জ্বল জ্যোৎস্নামালায় তমোময়ী-রজনী আজি সুচারুবেশে ভূষিতা; অপরাহ্নে পশ্চিম-গগনে দিনমণি যে মলিন-মুখখানি তুলিয়া অর্দ্ধ জগতে ক্ষণে ক্ষণে যে হীনপ্রভ-রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। কালস্রোতে সে সমুদয় ধৌত হইয়া গিয়াছে, নভোমণ্ডলের সর্ব্বত্র সমভাবে পরিদৃশ্যমান হইতেছে, তারকা-নিকর যথা সময়ে যথাস্থানে স্বাভাবিক প্রভায় প্রভান্বিত হইলেও, পূর্ণিমা যামিনীর সুচিকণ সুধাংশু কিরণে হীনপ্রভ ও নিস্তেজ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। চকোর চকোরী প্রীতি-প্রফুল্ল মনে চন্দ্র-সুধাপানে বিহ্বল হইয়া নিশাপতির চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

কনোজের দুর্গস্থ নিভৃত-কক্ষে এক অলৌকিক রূপ-লাবণ্যবতী বালিকা একাকিনী সুচারু পালঙ্কোপরি উপবিষ্টা; কবরী-বন্ধনের শৈথিল্য প্রযুক্ত সুদীর্ঘ কৃষ্ণকেশদাম গণ্ডস্থল, গ্রীবা ও স্কন্ধদেশের স্থানে স্থানে বিকীর্ণ হওয়ায় কুমারী মনমোহিনী ভাবে বসিয়া আছেন, অকস্মাৎ পরিধেয় বস্ত্রে অংশু-রেখা পতিত দর্শনে বিস্মিত হৃদয়ে তিনি গবাক্ষসমীপে উপনীতা হইলেন। তথা হইতে প্রকৃতির বিচিত্র শোভা সন্দর্শনে মৃগনয়না নয়নযুগল পরিতৃপ্ত করিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের দুর্গস্থিত বিবিধ বৃক্ষলতাদি-পূর্ণ উদ্যান দর্শনে অভিলষিতা হইয়া দুর্গের বহির্ভাগে প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য্য রাশি দেখিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া সেই সকল বিষয়েরই কল্পনা করিতেছিলেন।

আহা কি মধুর যামিনী! এ সময়ে মনোমত ব্যক্তি সহ সুশীতল চন্দ্রকিরণে ভ্রমণ কি তৃপ্তিজনক। এরূপ আবদ্ধাবস্থায় দিনাতিপাত আমার কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে; দিবা রজনী অলসভাবেই ক্ষেপণ করি। হায় এমন এক জনও আপনার লোক নাই যে, তাহার সহিত কথাবার্ত্তায় সময় অতিবাহিত হয়।

কুমারী এইরূপ গোপনে মনোবেদনা প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময়ে রাজমহিষী গৃহমধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া বলিলেন, "অনস্থয়ে! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে, আমি তোমাকে লইয়া বেড়াইতে যাইব।"

রাজকুমারী জননীকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া অভিলষিত ভ্রমণোদ্দেশে বেশ-ভূষায় সজ্জিতা হইলেন। মাতা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া নিশার সৌন্দর্য্য-দর্শনে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। যাইতে যাইতে কনোজ-কুসুম সুকোমল অঙ্গুলি দ্বারা চান্দ্রলোকচুম্বিত বিবিধ কুসুমদাম হইতে কয়েকটী গোলাপ চয়ন করিয়া সুবাস গ্রহণানন্তর কবরীদেশে সংস্থাপন করিলেন। অনন্তর উদ্যানভাগ অতিক্রম করিয়া ক্রমে উভয়ে ক্ষেত্রে উপনীতা হইলেন; তথা হইতে অদূরে স্রোতস্বতী জাহ্নবীর সলিলে তারকামণ্ডল পরিবেষ্টিত শশধরের মনোহর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত দর্শনে পরম প্রীত হইলেন। তাঁহারা যেরূপ নয়ন ও চিত্তবিনোদনার্থ পূর্ণিমার বাটী হইতে বহির্গত হইয়া ভাগীরথী তীরে বিচরণ করিতেছিলেন, সেইরূপ কত শত নরনারী সুশীতল সমীরণ

সেবন হেতু গঙ্গাতীরে আগমন করিয়াছিল। কোথাও বা বৃদ্ধগণের ঈশ্বরস্তোত্র, কোথাও বা যুবকবর্গের বিরহ সঙ্গীত, কোথাও বা শিশুদিগের উৎসব ধ্বনি, এইরূপ নানাস্থান হইতে নানা ভাবের কথাবার্ত্তা, মৃদুমন্দ সঞ্চারিত সমীরণ স্থানান্তরে বহন করিতেছিল। যে স্থানে রাজকুমারী ও তাহার মাতা বেড়াইতেছিলেন, তাহার অনতিদূরে দুইটী বৃদ্ধা নিম্নলিখিত ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল।

"দেখ্ বোন্! এত দিনে আমাদের পাড়ার সেই মুচিনীর বন্নু বলে মেয়েটার বর স্থির হয়েছে।"

"ওমা! এ কথা তুই আমায় বল্লি? কেন, মেয়েটা যে ষোল বছর পার হয়ে সতেরয় পা দিতেছে, তার আবার বর কোথায় জুটল? ওমা, ঘরে অত বড় মেয়ে আইবুড় তবু ত কর্ত্তা গিন্নির বে দেবার গা নাই?"

"থাম্ ভাই, আর কথায় কাজ নাই, বন্নুর জোর কপাল বল্‌তে হবে, এত দিনের পর সোনারচাঁদ বর পেয়েছে। আহা ছেলেটী দেখ্‌তে যেন কাত্তিক। তাহার চেহারা দেখে আমাদের বালিকা সাজ্‌তে ইচ্ছা হয়।"

"আমি তোমার কথা শুনে আশ্চর্য্য হলেম, কিন্তু বোন্ তুমি কি প্রকারে এ সব কথা জানতে পাল্লে?"

"এর আবার জানা জানি কি? পাড়ার সকলেই ত জানে যে, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একজন দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ ঐ মুচিনীদের বাটীতে আসিয়া রাত্রি যাপন করে এবং তার পর দিন প্রাতঃকালে তাহার নিজের কাজ কর্ম্ম করিতে বাহির হইয়া যায়; পুনরায় রাত্রিতে আসিয়া ঐ খানে থাকে। কেন চোক থাকিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার লোকের মুখে আমি

এমনও শুনেছি যে সেই যুবক এক জন রাজপুত্র, এখানে হীরা জহরত প্রভৃতি মণি মাণিকের বাণিজ্য করিতে আসিয়াছে।"

"আচ্ছা ভাই, তুমি যাহা বলিলে সমস্তই সত্য মানিলাম, কিন্তু তুমি কি করে জানিতে পারিলে যে সেই সুশ্রী যুবকের সহিত বন্নুর সম্বন্ধ স্থির হয়েছে?"

"যদিও স্থির না হয়ে থাকে, শীঘ্রই হইবে; ও একই কথা। যে হেতু এক রকম স্থির স্থার হইয়া গিয়াছে।"

"না ভাই, এক সঙ্গে বাস বা একত্রে রাত্রি যাপন করিলেই তাহাকে বিবাহ বলা যাইতে পারে না, আমি আশ্চর্য্য হচ্চি, মুচিনীই বা কি প্রকারে এরূপ কাজে সম্মত হয়েচে, লোকে জানিতে পারিলে তাহাকে যে এক ঘরে করবে।"

এই সময়ে অকস্মাৎ গম্ভীর নিনাদে সকলে স্তম্ভিত হইল। কোথা হইতে ঐ বিকট চীৎকার কর্ণগোচর হইল, কেহই তাহা অবধারণ করিতে না পারিলেও গায়কদিগের গীত ধ্বনি, বৃদ্ধদিগের মন্ত্র পাঠ, শিশুগণের আমোদ প্রমোদ সমস্তই ক্ষণকাল মধ্যে স্থগিত হইল। যে দুইটী বৃদ্ধা প্রতিবেশীর নিন্দাবাদে সময় ক্ষেপণ করিতেছিল তাহাদিগেরও কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল। রাজমহিষী ও কুমারী সহসা এইরূপ পরিবর্ত্তন দর্শনে চকিতের ন্যায় চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। গঙ্গাতীরে যাঁহারা এতক্ষণ সুখে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সকলেই যেন সন্দিগ্ধচিত্তে সতর্কতার সহিত কালক্ষেপ করিতে লাগিল। পুনরায় সেই বজ্রধ্বনি-সদৃশ ভীষণ চীৎকার শব্দ, তত্রস্থ নরনারীর হৃদয়ে আশঙ্কার সঞ্চার করিয়া প্রতিধ্বনিত হইল। জনৈক যুবাপুরুষ এতক্ষণ পবিত্র-সলিলা ভাগীরথী-তটে অঙ্গ বিস্তারিত করিয়া সুখে

নিদ্রা যাইতেছিলেন, তাঁহার পার্শ্বভাগে ইন্দ্রধনু-সদৃশ বৃহৎ ধনু-খণ্ড তূণাধার-সহ রক্ষিত ছিল, এই বিকট চীৎকারে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। অনন্তর লোক পরম্পরায় শ্রুত হইল যে, রাজাবাহাদুরের শ্বেতহস্তী কঠিন শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে করিতে সম্মুখে যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছে কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মহানিষ্ট-সংঘটন করিতেছে। অনতিবিলম্বে সেই মহাকায় মাতঙ্গ যথায় রাজ-কুমারী জননী-সহ দণ্ডায়মানা ছিলেন, তৎসন্নিকটে উপনীত হইল। ধনুর্দ্ধারী পুরুষ মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া অলক্ষ্যে তাহার প্রতি শরসন্ধান করিলেন, গভীরনাদী ধনুষ্টঙ্কার-শব্দে গঙ্গাতট কম্পিত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতেও হস্তী ভূতল-শায়ী হইল না দেখিয়া পুনরায় ধনুকে তীর যোজনা করিয়া সেই ভীষণ জন্তুর মস্তিষ্ক নির্দ্দেশ করিয়া অব্যর্থ তীরক্ষেপ করিলেন। বিষম ব্যথায় প্রপীড়িত হইয়া করী দুই চারি বার এদিক ওদিক পদক্ষেপ করিয়া ধরাশায়ী হইল, তাহার পতন-শব্দে তত্রস্থ সক-লেই ভয়াকুল হইয়াছিল। আমাদিগের রাজকুমারী জননী সহ-ইতিপূর্ব্বেই মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। অনন্তর বারণ-বিজয়ী সম্মুখে একটী রমণী-রত্ন নিস্পন্দাবস্থায় ধরাতলে পতিতা দর্শনে, তাহাদি-গের সন্নিকটস্থ হইলেন এবং অপরূপ রূপরাশি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ক্ষণকাল পুত্তলিকাবৎ নিস্পন্দ রহিলেন, পরিশেষে গঙ্গাতীর হইতে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ বারি আনয়ন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের মুখে প্রদান করায় ক্রমে ক্রমে উভয়ের চেতনা সঞ্চার হইল। রাজমহিষী সংজ্ঞা লাভানন্তর সম্মুখে জনৈক অপরিচিত ব্যক্তিকে তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত দেখিয়া ভয়-

কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় আপনি কে? কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন? এখানে কুমারীকেও দেখিতে পাইতেছি, এ কি স্বপ্ন?"

অনসূয়া। মা! স্বপ্ন নহে, ঐ দেখুন সম্মুখে পর্ব্বতাকৃতি হস্তীর মৃত দেহ পড়িয়াছে, উহার প্রতি এখনও দৃষ্টিপাত করিলে হৃদয় কম্পিত হয়।

কন্যার কথায় বাধা দিয়া মহিষী আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন; "তবে কি মহোদয় আমাদিগকে এই আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন? আপনার বলবীর্য্য প্রশংসনীয়, এক্ষণে আপনি আমাদিগের যে উপকার করিয়াছেন, কি রূপে তাহার প্রতিশোধ হইতে পারে?"

আগন্তুক। মাননীয়! আমি যে উন্মত্ত হস্তীর আক্রমণ হইতে আপনাদিগের উভয়কে রক্ষা করিতে পারিয়াছি, ইহাই আমার যথেষ্ট আনন্দের বিষয়, অন্য পুরস্কারের প্রত্যাশী নহি।

রাজমহিষী। না, তা কখনই হইতে পারে না। তাহা হইলে সমস্ত জগৎ আমাদিগকে কৃতঘ্ন বলিয়া ঘোষণা করিবে। অদ্য আপনাকে আমাদিগের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতেই হইবে, এবং তথায় আপনার সাহসের প্রশংসাস্বরূপ উপযুক্ত পারি-তোষিক প্রদত্ত হইবে। আমার কথা অগ্রাহ্য করিবেন না, তাহা হইলে আমরা ধর্ম্মাহত হইব।

"মহিলা, আপনার কথা আমার শিরোধার্য্য" এই কথা বলিয়া যুবক রাজকুমারীর প্রতি সংগোপনে কটাক্ষপাত করি-লেন। অনসূয়া রক্ষাকর্ত্তার প্রতি নয়ন উন্মীলন করিয়াই পরক্ষণে লজ্জাভরে অধোবদন হইলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে

কৃতজ্ঞতা ও বাধ্যতার লক্ষণ ক্ষণে ক্ষণে প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

রাজমহিষী, কন্যা সমভিব্যবহারে এক্ষণে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন, পুনঃ পুনঃ অনুরোধে অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহাদের অনুগামী হইলেন। অনন্তর তাঁহারা ক্রমে ক্রমে পথ ঘাট অতিক্রম করিয়া, যে পথ দিয়া গ্রামে উপনীত হইতে হইবে, সেই পথে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে অজ্ঞাত ব্যক্তি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কত দূর যাইতে হইবে, এই কথা শুনিয়া রাজমহিষী উত্তর করিলেন, "এই পথে আর গৃহাদি নাই, ওই যে সম্মুখে অট্টালিকা দেখিতে পাইতেছেন, উহাই আমাদিগের বসতি স্থান।"

যদিও আমি এখানে সম্প্রতি আসিয়াছি, তথাপি ঐ বাটীটী রাজপ্রাসাদ বলিয়া আমার অনুমান হইতেছে।

"হাঁ, রাজপ্রাসাদই বটে, এবং উহাই আমার ভর্তৃগৃহ।"

রাজমহিষীর পরিচয় জ্ঞাত হইয়া অপরিচিত ব্যক্তি কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন করিলেন না, কিন্তু কুমারীর প্রতি সতৃষ্ণ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া, রাজরাণীকে বলিলেন "আপনি অদ্য আমাকে বিদায় প্রদান করুন। বিশেষ কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে যাইতে হইবে; অন্য দিবস আসিয়া আপনাদিগের প্রাসাদে আতিথ্য স্বীকার করিব।"

রাজমহিষী এই কথা শ্রবণে তাঁহাকে বহুমূল্যের পারি-তোষিক প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া, অনুগামী হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি মহিষীর কথায় উত্তর করিলেন, "মহিষী! আমরা গৃহস্থ লোক, রাজসম্মানের

কদাচ উপযোগী হইতে পারি না ; অদ্য আমাকে ক্ষমা করুন, যেহেতু যে স্থানে যাইব বলিয়া পূর্ব্বে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে আমাকে সেই স্থানে যাইতেই হইবে, কোন মতে তাহার অন্যথা করিতে পারিব না। আপনারা যে আমাকে প্রীতি-প্রফুল্লভাবে সম্ভাষণ করিয়াছেন, তদপেক্ষা আমার আর গৌরবের বিষয় কি হইতে পারে ?"

অপরিচিত ব্যক্তির এইরূপ রাজসম্মানে বীতস্পৃহা দর্শনে রাজমহিষী সন্দিগ্ধচিত্তা হইলেন। অনন্তর কোন মতেই তিনি আতিথ্য গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না দেখিয়া, পরিশেষে তাঁহার সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

অপরিচিত ব্যক্তি কহিলেন, আমার নাম বেনশাপুর, বসতি ইরান প্রদেশে, আমি জনৈক বণিকপুত্র, বাণিজ্য হেতু পণ্য দ্রব্য লইয়া আপনাদিগের রাজধানীতে এক্ষণে অবস্থিতি করিতেছি।

অনন্তর রাজমহিষী কন্যাসহ গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বেনশাপুরও তথা হইতে গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন।

রাজকুমারী অনসূয়া প্রাণ-রক্ষকের সরলতা ও বদান্যতা দর্শনে পূর্ব্বেই তাঁহার প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে গৃহে যাইলে নিদ্রাবস্থায় দিবাভাগের ঘটনাবলী তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল।

পরদিবস প্রভাতে রাজদরবারে পথে ও ঘাটে সকল স্থানেই বেনশাপুরের বলবীর্য্য কাহিনী ঘোষিত হইল। কনোজাধিপতি বাসুদেও, ওমরাও, সচিব, অমাত্য ও পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসিংহাসনে সমাসীন হইয়া, সকল কার্য্য কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক

তাঁহার মহিষী ও কুমারীর রক্ষাকর্ত্তা সেই বেনশাপুরের গুণ-কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর যে ব্যক্তির অতুল সাহস ও বিক্রমে তাঁহার পরিবারবর্গ আসন্ন-মৃত্যু হইতে উদ্ধার হইয়াছেন, তাঁহাকে রাজসভায় প্রকাশ্যভাবে সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশে নগরপাল ও কোতোয়াল প্রভৃতি প্রহরীগণকে তাঁহার অনুসন্ধানার্থ নিযুক্ত করিলেন।

দেখিতে দেখিতে দুই চারি দিবস গত হইল, কেহই সে বীরপুরুষ সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রদান করিতে পারিল না। রাজা তাঁহার দর্শন লালসায় উৎকণ্ঠিত ভাবে কালক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে, জনৈক বৃদ্ধা আসিয়া, কোতোয়াল সমীপে নিবেদন করিল যে, সেই ব্যক্তিকে তিনি রাজসমীপে নীত করিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার মনে মনে সংস্কার ছিল যে, অবশ্যই বেনশা-পুর কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছে এবং নৃপতির তাহার প্রতি দণ্ডবিধান উদ্দেশেই এরূপ লোক জন দ্বারা সন্ধান লইতেছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ঐ বৃদ্ধা কোতোয়ালকে বলিলেন যে, সে ব্যক্তি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে হানিকার গৃহে আগমন করে এবং তথায় রাত্রি যাপন করিয়া পর দিবস প্রাতেই কাজকর্ম্ম ছলে বাহিরে চলিয়া যায়, সবিশেষ বিবরণ বন্ন, রমণীর নিকট জানিতে পারিবেন।

বন্ন্ কে?

সে ওই হানিকার অবিবাহিতা কন্যা, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ এবং স্বভাব চরিত্র বড় ভাল নহে।

বৃদ্ধার প্রমুখাৎ সবিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইয়া কোতোয়াল সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন। যে ব্যক্তি উন্মত্ত হস্তীকে শর বিদ্ধ করিয়া

ধরাশায়ী করিয়াছেন, যাঁহার সুখ্যাতি ধনী, গৃহস্থ ও দরিদ্র সকলের মুখেই প্রশংসার সহিত ঘোষিত হইয়া থাকে, তিনি কি এইরূপ হীনপ্রকৃতি হইবেন? যাহা হউক, তিনি বৃদ্ধাকে পারিতোষিক প্রদানের অঙ্গীকার পূর্ব্বক বিদায় প্রদান করিয়া, যে পল্লীতে সেই হানিকার বাটী ছিল, তাহার সন্নিকটেই ছদ্মবেশধারী দুই চারি জন প্রহরী রাখিয়াছিলেন এবং সন্ধ্যাকালে কোন অপরিচিত যুবক আসিয়া তথায় রাত্রিকাল অতিবাহিত করে কি না, সন্ধান লইতে বলিয়া দিলেন। রাজ্যের শান্তি বিধান, অত্যাচার নিবারণ প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যভার প্রহরীদিগের প্রতি ন্যস্ত থাকে, তাহাদিগকে সর্ব্বদা সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে হয়।

অনন্তর দুই তিন দিবস অনুসন্ধানের পরেই তাহারা সেই অপরিচিত যুবককে রাজদরবারে আহ্বান করিয়া আনিল। ভূপতি বাসুদেও দূর হইতে সেই দুহিতা ও ভার্য্যার রক্ষাকর্ত্তার যোগী তুল্য দিব্যকান্তি দর্শনে পরম পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রহরীদিগকে তাঁহার বন্ধনাদি খুলিয়া দিতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে সাদরসম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনার অনুগ্রহেই আমার পরিবারবর্গ উন্মত্ত হস্তীর আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইয়াছে, এক্ষণে অভিলাষমত পুরস্কার প্রার্থনা করুন, এইদণ্ডে তাহা পূর্ণ করিতে আমি বাধ্য আছি।"

বেনশাপুর রাজসমীপে দণ্ডায়মান হইয়া নৃপতির প্রতি যথাযথ ভক্তি সম্মানাদি কিছুই প্রদর্শন করেন নাই। অধিকন্তু তাঁহার মুখশ্রীতে গভীর অহঙ্কার ও প্রগল্‌ভতার চিত্র অঙ্কিত ছিল; এক্ষণে তাহার প্রতি ভূপতির আদেশ শ্রবণে স্মিতবদনে

উত্তর করিলেন, "রাজন্! আপনার নিকট আমার অভাবের কথা কি জানাইব? ধন, মান ও সম্ভ্রম আমার কিছুতেই প্রয়োজন নাই, তবে যদি একান্ত আমাকে পুরস্কার গ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধ করেন, তাহা হইলে, অন্যান্য অপরিচিত বণিকের প্রতি আপনি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহাই করুন, অন্য আবেদন কিছুই নাই।"

এত অতি সামান্য কথা। তুমি ইহা ব্যতীত অন্য বিষয়ের জন্য অনুরোধ কর। আমি পূর্ব্বেই অঙ্গীকার করিয়াছি যে, তোমার আবেদন অবশ্য পূর্ণ হইবে।

ভূপতির প্রমুখাৎ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বেনশাপুর সানন্দচিত্তে উৎসাহ সহকারে রাজসমীপে জ্ঞাপন করিলেন যে, যে রাজকুমারী তাঁহার হস্তে সে দিবস মহিষীর সহিত রক্ষা পাইয়াছেন, এক্ষণে তিনি তাঁহার পাণিগ্রহণে একান্ত অভিলাষী; অতএব যদ্যপি তাঁহার আবেদন পূর্ণ করিতে একান্ত মানস থাকে তাহা হইলে ললনাকে তাঁহার হস্তে প্রদান করিলে তিনি কৃতার্থ হইবেন।

বাসুদেও আগন্তুকের এইরূপ অহঙ্কার পূর্ণ বাক্য শ্রবণে প্রজ্জলিত অনলশিখাবৎ কুপিত হইলেন। সভাস্থ ওমরাওগণও তাঁহার প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কিন্তু উপকারকের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলে ধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে জানিয়া, ভূপতি ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক বেনশাপুরকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি স্বজাতীয় ধর্ম্মের ও আত্মীয় স্বজনের উপেক্ষা করিয়া, যদ্যপি কুমারীকে তোমার হস্তে সমর্পণ করি, তাহা হইলে, পরিণামে বালিকার দশা কি হইবে? পরিচয়ে

জ্ঞাত হইয়াছি যে, তুমি জনৈক বণিক পুত্র, রাজকুমারী লইয়া স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিবার তোমার ক্ষমতা কোথায়? উর্ব্বর ক্ষেত্রজাত লতিকা, স্থানান্তরিত করিয়া, মরুভূমিতে রোপণ করিলে, তাহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়?"

নৃপতির কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র, বেনশাপুর সদর্পে উত্তর করিলেন, "ভূপতি! মাননীয় ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের কথার স্থিরতা নাই, আপনি এই মাত্র আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, পরক্ষণে তাহার বিপরীতাচরণ করিলেন, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, রমণীরত্ন আমার হস্তে অর্পিত হইলে, তাঁহার চিত্ত-বিনোদনে কোন অংশেই ত্রুটি করা হইবে না। আর আপনার গৃহে সে যেরূপ সুখসচ্ছন্দে আছে, আমার নিকটেও সেইরূপ থাকিতে পারিবে। যাহা হউক এক্ষণে মহাশয়ের সমীপে আমার অন্য কোন প্রয়োজন নাই, স্থানান্তরে চলিলাম।"

এই কথা বলিয়া, বেনশাপুর রাজসভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া, ওমরাওগণ তাঁহাকে বাতুল বিবেচনায় দুই একটী পরিহাস-সূচক উক্তি প্রয়োগ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বাসুদেও যথাসময়ে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সভাস্থলে গীতবাদ্যাদির আয়োজন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। নৃপতির অনুমতিক্রমে বাদ্যকর, গায়ক ও নর্ত্তকী দলে সভাগৃহ পূর্ণ হইল। তৌর্য্যত্রিক আমোদ প্রমোদে সময় অতিবাহিত হইতেছে, মধ্যে মধ্যে রহস্য স্থলে দুই একটী কথার উত্থাপন হইয়া

সভাগৃহ বিকট-হাস্যের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এমত সময়ে নৃপতি, তাঁহার বৃদ্ধ পারিষদ-মণ্ডলীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া, শিওমন্ত নামক জনৈক সহচরকে সম্ভাষণান্তর জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আজি তাঁহার চিত্ত কিছুতেই প্রসন্ন হইতেছে না। সঙ্গীত বাদ্য প্রভৃতি আমোদ প্রমোদ সমুদায়ই তাঁহার বিরক্তি-জনক বোধ হইতেছে, এক্ষণে নূতন কিছু সংবাদ জানিতে উৎ-সুক হইয়াছেন।

ভূপতির প্রমুখাৎ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া শিওমন্ত নৃপ-সন্নিধানে গমনান্তর নিবেদন করিল যে, তাঁহার নিকট নূতন সংবাদ আছে, কিন্তু সকলের সম্মুখে সেই সকল কথা উল্লেখ করার তাঁহার ইচ্ছা নাই।

বাসুদেও এই কথা শুনিয়া, তদ্দণ্ডে সভাভঙ্গের আদেশ প্রদান করিলেন। ওমরাও সচিব, অমাত্য, পারিষদ প্রভৃতি সভাস্থ পুরুষবর্গ সকলেই তথা হইতে, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল; এক্ষণে কেবল মাত্র সভাগৃহে রমণীবর্গ ও শিওমন্ত রাজসমীপে উপস্থিত রহিল।

অনন্তর নৃপতি শিওমন্তকে গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতে অনু-রোধ করিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ে পরস্পর কি কথা বার্ত্তা হইল, সভ্য মণ্ডলী তাহার বিন্দুমাত্রও জ্ঞাত হইল না; দুই এক জন সচিব সবিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য উৎসুকচিত্তে রাজ-সমীপস্থ বার্ত্তাবহদিগকে নিকটে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তাহারা যে দুই চারিটী কথা তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিল, তাহাতে কোন বিষয়ের সমস্ত বিবরণ প্রকাশ পাইল না; তাঁহারা এই মাত্র জানিতে পারিলেন যে কোন ব্যক্তির পরিচয় নৃপতি

শিওমন্তকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই সময় হইতে মধ্যে মধ্যে সংগোপনে ভূপতির সহিত শিওমন্তের প্রায় কথাবার্ত্তা হইত; এক দিন তাঁহারা নিভৃত গৃহে পরস্পর কথা কহিতেছেন এমত সময়ে নগরপাল গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। রাজা তাঁহার এবম্বিধ গর্হিত কার্য্য দর্শনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া ক্রোধান্বিত ভাবে নগর পালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। নগরপাল অতীব অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে ভূপতির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় কৃতঅপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সভয়চিত্তে নৃপতি সন্নিধানে জ্ঞাপন করিলেন যে, একজন বিধর্ম্মী পুরুষ মহাদেবের মন্দির মধ্যে রাত্রিতে শয়ন করিয়াছিল এবং রাজলক্ষ্মীর পূজার কারণ যে, প্রস্রবণ নির্ম্মিত আছে, তাহার জলধারায় হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়াছিল; এক্ষণে জনৈক প্রহরীর হস্তে তাহাকে সংরক্ষণ করিয়া রাজসমীপে এই সংবাদ প্রদান করিতে সত্বর বেগে উপস্থিত হইয়াছি।

নৃপতি নগরপালের কথায় ক্রোধান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন নরাধম! তুই সেই পাপিষ্ঠকে এখনও জীবিত রাখিয়াছিস্, আচ্ছা এই দণ্ডে তাহাকে আমার সম্মুখে লইয়া আয়, আমি অসি প্রহারে তাহাকে ও তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া হৃদয়ক্ষোভ নিবৃত্ত করি।

বাসুদেওর কথায় নগরপাল তথা হইতে তড়িতের ন্যায় প্রস্থান করিয়া অনতিবিলম্বে সেই অপরাধীকে ধৃত করিয়া নৃপতি সন্নিধানে উপনীত হইল। অনন্তর রাজা দূর হইতে অপরাধীকে তাঁহার সেই উপকারী ব্যক্তি জানিতে পারিয়া বন্ধন উন্মোচন করিতে আদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে সন্নিকটে লইয়া আসিতে

বলিলেন। অপরাধী নৃপসমীপে নীত হইলে, তিনি তাঁহাকে সম্ভাষণান্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যবন! হিন্দুর পবিত্র দেবমন্দিরে কি নিমিত্ত রাত্রিকাল অতিবাহিত করিলে? আমরা লক্ষ্মী-দেবীকে ভাগ্য দেবী বলিয়া পূজা করিয়া থাকি, তাঁহার পূজার কারণ যে জল সঞ্চিত ছিল, তাহাতে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া অপবিত্র করিবার কারণ কি?

বেনশাপুর কহিল রাজন্! আপনি নিগ্রহগ্রহসমর্থকারী; যাহার প্রতি যেরূপ আদেশ বিধান করিবেন, তদ্দণ্ডে তাহা সাধিত হইবে। ইচ্ছা করিলে আমাকে এই দণ্ডে কাল গ্রাসে নিক্ষিপ্ত করিতে পারেন, কিন্তু আমি মৃত্যু ভয়েও শঙ্কিত নহি; যেহেতু ইহসংসারে এই নশ্বর দেহের পতন হইবে, পরমাত্মার লয় নাই; এক্ষণে কৃপা করিয়া সবিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইয়া আমার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা করুন, আমি প্রসন্ন চিত্তে এ জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছি।

নৃপতি এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা! তোমার এই গর্হিত কার্য্য করিবার কারণ নির্দ্দেশ কর, আমি তোমার প্রতি যথাযথ প্রতিবিধান করিব। তজ্জন্য চিন্তিত হইও না।"

বেনশাপুর কহিলেন, "রাজন্ রাত্রি যাপনের স্থান লাভে বঞ্চিত হইয়াই আমি সেই পবিত্র মহাদেবের মন্দিরে শয়ন করিয়াছিলাম, আর লক্ষ্মীদেবীর পূজার নিমিত্ত যে সলিলরাশি সঞ্চিত ছিল, তাহা আমি জ্ঞাত ছিলাম না, তাহা হইলে কদাচ তাহা স্পর্শ করিতাম না; এক্ষণে কৃতাপরাধের কারণ অনুতাপিত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

বেনশাপুর এইরূপ ভাবে কাতরোক্তি করিতেছেন, দেখিয়া জনৈক প্রহরী তাঁহার কথায় আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিল—"রাজন্! আপনি ও মহাপাতকীর কথায় বিশ্বাস করিবেন না।"

কিন্তু বাসুদেও তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অনন্তর মন্দিরের পুরোহিতকে ডাকাইয়া গঙ্গাসলিলে মন্দির ও প্রস্রবণের সমস্ত ভাগ ধৌত ও তথায় বেদ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি অধ্যয়ন এবং মহাদেব ও লক্ষ্মী দেবীর অভিষেক করণে আদেশ প্রদান করিলেন।

বেনশাপুর এতাবৎকাল সন্দিগ্ধচিত্তে কালক্ষেপ করিতেছিলেন, এক্ষণে নৃপতি পুনরায় তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, শুনিয়াছি তুমি এখানে আসিয়াবধি জনৈক মুচির বাটীতে রজনী যাপন করিতে, এক্ষণে কি নিমিত্ত এরূপ হইল।"

বেনশাপুর। রাজন্! সকলই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে, যে স্থানে এ কয়েক দিন রাত্রিকালে থাকিবার নিমিত্ত আশ্রয় পাইয়াছিলাম; গতকল্য হইতে সে আশ্রয়ে বঞ্চিত হইয়াছি, গৃহস্বামী আমাকে তথায় যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

এইরূপ কথা বার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে যে ব্যক্তির গৃহে বেনশাপুর গত কয়েক দিবস নিশাকালে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, সেই হানিক, ভূপতি সমীপে উপনীত হইয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! বেনশাপুর নিরীহ ভদ্রলোক, তিনি বাণিজ্য সূত্রে এই স্থানে আগমন করিয়া আমার বাটীর একটী গৃহ ভাড়া লইয়া রাত্রিকালে তথায় শয়ন করিয়া থাকিতেন, কিন্তু পল্লীস্থ লোকদিগের কুচক্রে তাঁহার পবিত্র নামে কলঙ্ক অর্পিত হইয়াছে।

লোকে এইরূপ ঘোষণা করিয়াছে যে, উক্ত ব্যক্তি আমার কন্যা বন্নুর প্রতি আসক্ত, স্ত্রীলোকের চরিত্র দর্পণের সদৃশ, একবার ভঙ্গ হইলে তাহার সংস্কারের আর সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে যথাযথ বিচার করিয়া রাজধর্ম্ম পালন করুন।"

নৃপতি সবিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইয়া কাহারও প্রতি কোনরূপ দণ্ড বিধান করিলেন না; জনমানবের সমাগম অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইয়া পড়িল; এই সময়ে বেনশাপুর নৃপসন্নিধানে বিদায় গ্রহণানন্তর প্রস্থান করিবার উদ্‌যোগ করিতেছিলেন, এমত সময়ে শিওমন্ত রাজাকে সম্ভাষণানন্তর বলিল, "মহারাজ! আর বেনশাপুর সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, তৃতীয় সাপুরের পুত্র বায়রাম ঘোর পারস্যে অবস্থিতি করেন, ইনি সেই মহাপুরুষ। আপনার পিতার কার্য্য নিবন্ধন কতবার আমি উহাঁর সমীপে গমন করিয়াছিলাম, তৎকালে বেনশাপুর দশ বার বর্ষ বয়স্ক বালক মাত্র, বহু দিন পরে সাক্ষাৎ হইল বলিয়া এতাবৎকাল জানিতে পারি নাই।

শিওমন্ত প্রমুখাৎ বেনশাপুরের বিবরণ জ্ঞাত হইয়া কনোজাধিপতি সিংহাসন হইতে অধিরোহণানন্তর স্বীয় উষ্ণীষ ও পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া বেনশাপুরকে সিংহাসনারূঢ় করাইয়া যথেষ্ট প্রীতি সন্দর্শন করাইলেন; এক্ষণে আনন্দ উৎসবে রাজধানী প্রতিধ্বনিত হইল।

কিন্তু কনোজকুমারী বহুকালাবধি বেনশাপুরের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইবেন মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া অবশেষে পিতার অনুমতি অনুসারে সাশানিয়ান বংশীয় জনৈক যুবককে পতিত্বে বরণ করিলেন। দম্পতীর পরস্পর কিরূপ সদ্ভাবে দিনাতিপাত হইয়াছিল, তাহার সবিশেষ পরিচয় ইতিহাসে উক্ত নাই।

কুসুমিকা।

—০০০—

প্রথম পরিচ্ছেদ

গোবিন্দপুরের প্রান্তরের মধ্য দিয়া একদিন চৈত্রমাসের তৃত
প্রহরে দুই ব্যক্তি যাইতেছিলেন। দুইটীই যুবক, বয়স আন্দাজ
২৫।২৬ বৎসর। একজনের পরিধান রেলির থান, একটা সদ্য-
ধৌত কামিজ, উহাতে হাতের ও গলার বোতাম নাই, গায়
সংক্রান্তের মোটা মুড়ি সেলাইকরা চাদর, পায় চটী। অপরের
পরিধান পেণ্ট্লান, আল্লাকার চাপকান ও চোগা। উভ
য়েরই শ্মশ্রু বিলম্বিত, চক্ষে চসমা।

একজনের নাম বিনোদ, অপরের নাম গোপাল। উভয়েই
স্বদেশ উদ্ধারব্রতে জীবন দান করিয়া বহুদিন হইতেই গৃহত্যাগী
বিনোদ বাবু ভারতে সত্য নিরাকার ব্রহ্মের পূজা প্রচার মানসে
বহুকাল হইতেই হিন্দুর পুতুলদিগের যথেষ্ট কুৎসা গাইয়া
আসিতেছেন। গোপাল বাবু দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন
উত্তোলিত করিয়া ভারতকে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত
কম্পিত করিবেন, তাঁহার হুঙ্কারে ইংরেজগণ তটস্থ হইবে অব
শেষে ভারতের উদ্ধার হইবে—এই কঠিন ও মহৎব্রতে তিনি
জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

চৈত্র মাসের রৌদ্র,—দারুণ উত্তাপ। জীব জন্তু বৃক্ষ-ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে। প্রান্তরে একটী কৃষকও নাই, কেবল দূরে একটা প্রান্তরে একজন কৃষক চাষ করিতেছে। গোপাল বাবু ছাতির অভাবে রৌদ্রে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া বলিলেন, "একটা ছাতি থাকিলে ভাল হইত।" এই কথা শুনিয়া বিনোদ বাবু একেবারে চমকিত হইয়া বলিলেন, "ছি! ছি! গোপাল, ওকথা বলিও না। যে ভারত উদ্ধারব্রতে ব্রতী হইয়াছ তাহাতে রৌদ্রের ভয় করিলে চলিবে না। এইরূপ রৌদ্রে কত যুদ্ধ করিতে হইবে" গোপাল লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আমি ঠিক তা বলিতেছিলাম না।" বিনোদ তাঁহার কথায় কর্ণ-পাত না করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই দেখ না, ঈশ্বরের কার্য্যেই আমরা এমনই নিমগ্ন হইয়াছি যে, আমাদের আর শীত গ্রীষ্ম বোধ নাই। আমরা যে সাধনায় সিদ্ধ হইয়া গিয়াছি। গোপাল! যদি ভারত উদ্ধার করিতে চাও, তবে আমাদের মত শরীরের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাও।"

গোপাল। তুমি যা বলিলে, বিনোদ, সকলই সত্য। ভারত উদ্ধারে আমি সক্ষম কি না, আইস পরীক্ষা কর। আস্তেন গুড়াও, কম অন ফাইট। যুদ্ধং দেহি। এই দুপুর রৌদ্রে দেখ আমি কেমন ফাইট লড়িতে পারি।

বিনোদ। বাখানি সাহস তোর, রে ভাবী গৌরব,
ভারতের ধন্য সুত, বিনোদবিহারি।

কিন্তু বিবাদে প্রয়োজন নাই, আমরা যুদ্ধ করিব না। আমাদের ধর্ম্মের মূল মন্ত্র "অহিংসা পরমং ধর্ম্মং" তখন দুইজনে অদূরস্থিত গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গ্রামের নিকট আসিয়া গ্রাম

বাসীদিগকে দেখিয়া গোপাল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বিনোদ, দেখ দেখ, অভাগাদের দুর্দ্দশা দেখ। এদের দুঃখ দেখে বুক ফেটে যায়! কারও গায়ে জামা নাই, কোট পেণ্টুলানের কথা তো দূরে থাক—কারও পায় জুতা মোজা নাই। আহা, লেডীদের সুহু পায় চলে যেতে না জানি কি কষ্ট হচ্চে? ইংরেজ, রে পাষণ্ড ইংরেজ, তোরা দেশের কি সর্ব্বনাশ করেছিস্ দেখে যা। বিনোদ! ভারত হতে ইংরেজকে না দূর কর্ত্তে পাল্লে। আমার আর নিদ্রা নাই।" এদিকে বিনোদ বাবু ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ভাই গোপাল, দেশের লোকের কুসংস্কার দেখ; ঐ দেখ একটা বট গাছের গায় সিঁদুর লাগাইয়া ঐ গাছটাকে দেবতা ভাবিয়া পূজা করিতেছে। সয়তানের পূজা করিতেছে, আর আমার বাবার কথা একবারও ভাবিতেছে না। আমার করুণাময় পিতাকে ভুলিয়া আছে। একি আমার প্রাণে সয়। নাথ, আমার হৃদয়ে বল দেও, দীনবন্ধু, তুমি কোথায়! দীন দয়াল, একবার দেখা দাও"। এই বলিয়া বিনোদ বাবু চক্ষু মুদিত করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে সেই পথ দিয়া একটী পল্লিবাসিনী অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিয়া চলিয়াছেন দেখিয়া, গোপাল বাবু বিনোদ বাবুকে ধাক্কা মারিলেন, তিনি চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

গোপাল। একজন লেডী এই দিকে আসিতেছেন।

বিনোদ। পথ ছাড়িয়া দাও, পথ ছাড়িয়া দাও। লেডীর সম্মান সর্ব্বদা রক্ষা করিতে হইবে।

গোপাল। লেডীকে ডান দিকের পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে না বা দিকের পথ ছাড়িতে হইবে।

বিনোদ। এই যে আমার পকেটে বিটনসের এটিকেটের বই খানা রয়েছে। দেখে এখনই বলিয়া দিতেছি।

বিনোদ বাবু পকেট হইতে বই খুলিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রমণীও তাঁহাদের নিকটস্থ হইলেন।

গত রজনীতে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। পথের মধ্যে একস্থানে একটু কর্দ্দমও জমিয়াছিল; দেখিয়া গোপাল বাবু দুঃখিত স্বরে কহিলেন, বিনোদ, লেডী এই কাদার উপর দিয়া কেমন করিয়া যাইবেন? তাও কি কখন সম্ভব? তবে আমরা এখানে উপস্থিত আছি কেন? আমরাতো অসভ্য গ্রাম্য পশু নই। যদি গেলাণ্ট্রি শিখিলাম না, তবে র‍্যালের লাইফ পড়িয়াছিলাম কেন? সার ওয়ালটার র‍্যালে, রাণী এলিজাবেথকে দেখিয়া যাহা করিয়াছিলেন, আমি আজ তাহাই করিয়া অমর হইব। এই বলিয়া গোপাল বাবু সত্বর পদে সেই কর্দ্দমের নিকটস্থ হইয়া দাঁড়াইলেন। যেমন রমণী কর্দ্দমের সম্মুখে আসিলেন, অমনি মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজ চোগা খুলিয়া সেই কর্দ্দমের উপর পাতিয়া দিয়া বিনোদ বাবু বলিলেন; "ঐ চোগার উপর দিয়া যান। আসুন, আমি হাত ধরিয়া আপনাকে পার করিয়া দিতেছি। আর যদি অনুমতি করেন, তাহলে আমি মোষ্ট গ্লাড্লি আপনাকে এসকর্ট ক'রে বাড়ী রেখে আসিব।"

রমণী পরপুরুষ কর্ত্তৃক এরূপ ভাবে সম্ভাষিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে গ্রামবাসী চাষাগণ লগুড় হস্তে সেই দিকে ছুটিল। তাহারা নির্দ্দয়ভাবে বিনোদবাবু ও গোপাল

বাবুকে গোবেড়েন করিল। বিনোদ বাবু চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বন্ধু সকল, সভ্য মহোদয় সকল, আমরা আপনাদের বন্ধু,—আমরা আপনাদের কষ্ট দূর করিতে আসিয়াছি।" গোপাল বাবু নিরুপায়! কেবল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

"শালারা, মেয়েছেলের সঙ্গে ন্যাকরা?" এই বলিয়া চাষারা দুই স্বদেশ হিতৈষীকে বেদম প্রহার দিয়া গৃহে ফিরিল। সেই দিনই প্রচার কার্য্য ত্যাগ করিয়া বন্ধুদ্বয় সন্তপ্ত হৃদয়ে কলিকাতায় পলাইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সিমলার হেদোর ধার। একটী মধ্যম গোছের অট্টালিকা। এই বাটীতে বৃদ্ধ রাম বাবু বাস করেন। রাম বাবুর একটী ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেটীর নাম প্রফুল্ল, মেয়েটীর নাম কুসুমিকা। বৃদ্ধ রামবাবু যদি স্বাধীন হইতেন তবে ছেলে মেয়ের এরূপ ঔপন্যাসিক নাম হইত না। তাঁহার স্ত্রী শিক্ষিতা, তিনি 'রাম মাণিক্য" বা "ত্রিপুরাসুন্দরী" নাম প্রাণ থাকিতেই রাখিবেন না। যাহাই হউক, যাহবার তা হইয়া গিয়াছে,—এখন রাম বাবুর স্ত্রী স্বর্গে গিয়াছেন, সুতরাং তাহার উপর রাগ করা কর্ত্তব্য নয়।

রাম বাবু সুখী নন। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য, কিন্তু তাতেও তিনি সুখী নন,—কারণ তাঁহার মেয়েটী অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে, ছেলেটী হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়া গিয়াছে। উপায় নাই, উপায় থাকিলে রাম বাবু বৃদ্ধ বয়সে এত কষ্ট পাইতেন না। বলা বাহুল্য দাদার দেখাদেখি কুসুমিকাও সভ্যতার আলোক পাইয়াছে, তাহার বয়স এই ১৫।১৬ মাত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদের উল্লিখিত ঘটনার এক সপ্তাহ পরে এক দিবস দুই প্রহরের সময় গোপাল বাবু আসিয়া রাম বাবুর বাড়ী দেখা করিলেন। রাম বাবু তখন অহিফেন সেবনে ফুরসির নল মুখে করিয়া সুখে নিদ্রাদেবীর অর্চ্চনা করিতেছিলেন। দেখিয়া গোপাল বাবু টিপিয়া টিপিয়া প্রফুল্লের বসিবার ঘরে চলিয়া গেলেন।

প্রফুল্ল বাড়ীতে ছিলেন না। কুসুমিকা এক খানা ইজি চেয়ারে বসিয়া দুই দিকে পা তুলিয়া দিয়া ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজ পড়িতেছিলেন। গোপাল বাবু গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া গুড মর্ণিং বলায় কুসুমিকা মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, “ওয়েল কাম্, ডিয়ার ফ্রেণ্ড। কোথায় ছিলে এতদিন ?” গোপাল বাবু হস্ত বিলোড়ন করিয়া পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, “আপনি কি শুনেন নাই, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড ?”

কুসু। কই কিছুই না। আপনিই তো আমাকে বন্ধু বলে মনে করেন না।

গোপাল। আপনার ও নির্দ্দয় কথায় আমার বুকে যেন তীর বিদ্ধ হ’ল। আপনাকে আমি কিছু বলি না। এ সংসারে তবে আর কাহাকে বলিব ?

কুসু। আমি জানি আপনি আমাকে ভাল বাসেন। হৃদয় যদি দেখাবার হ'ত তো দেখাতেম।

গোপাল। আমার বোধ হইতেছে যেন, আপনার কথার সঙ্গে সঙ্গে আমি স্বর্গে যাচ্চি।

কুসু। যাহক, এখন কোথায় গিয়াছিলেন, তাই বলুন।

গোপাল। এবার পল্লিগ্রামে মিসনে গিয়াছিলাম। আহা পাড়াগেয়ে লোকের কি দুর্দ্দশা। মাইডিয়ার ফ্রেণ্ড তাদের দুর্দ্দশা বর্ণনা করা যায় না।

কুসু। আপনার গায়ে এসব দাগ কিসের?

গোপাল। আপনাকে সে এডভেনচারের কথা এখনও বলি নাই? পথে প্রায় দুইশত ডাকাত আমাদের উপর পড়ে। আমি প্রায় দুঘণ্টা সেই নর রাক্ষসদের সঙ্গে লড়াই ক'রে, তবে তাদের দূর করেছি।

কুসু। আমার একটী বন্ধুর এরূপ বীরত্বের কথা শুনে আমার প্রকৃতই এক্‌স্‌টাসি (আনন্দ) হচ্চে।

গোপাল। হবার কথাও বটে। প্রফুল্ল বাবু কোথায়?

কুসু। তিনি বোধ হয় লেডী স্কুলে পড়াতে গেছেন।

গোপাল। তা হ'লে, বন্ধু এখন যাই।

মৃদু। যাই বলিবেন না, আসি বলুন।

গোপাল বাবু প্রস্থান করিতে না করিতে বিনোদ বাবু সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। কুসুমিকা তাঁহার হস্ত বিলোড়ন করিয়া সাদর সম্ভাষণের পর বলিলেন "আসুন, আসুন, আমার ভেরি ডিয়ার ফ্রেণ্ড আসুন। আপনাকে এই কদিন না দেখে To speak the truth আমার হৃদয়ে একরূপ বেদনা হয়েছিল।"

বিনোদ। কি সৌভাগ্যবান্ পুরুষ! কি সৌভাগ্যবান্ পুরুষ আমি! ভগিনী, আমায় অনুমতি কর, আমি একবার করুণা-ময়কে ইহার জন্য ধন্যবাদ দি।

এই বলিয়া বিনোদ বাবু সেই খানে জানু পাতিয়া বসিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া বিধাতাকে ধন্যবাদ দিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় তথায় আর একজন প্রবেশ করিলেন, ইনি প্রফুল্ল বাবু।

বাবু টলিতেছেন। তাঁহার মুখ হইতে সুরার কঠোর গন্ধ নির্গত হইয়া সমস্ত গৃহ দুর্গন্ধময় করিল। তিনি বিনোদ বাবুকে দেখিয়া সানন্দে তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। তৎপরে বলিলেন, "কোথায় ছিলে, আমার নয়নের মণি?" বিনোদ বাবু চমকিত হইয়া চক্ষু মেলি-লেন। দেখিয়া প্রফুল্ল হাসিয়া বলিলেন, কুসুম,—সেই বোতলটা বার করে ফ্রেণ্ড বিনোদকে একটু ঢেলে দাও।"

বিনোদ। প্রফুল্ল বাবু, আমি তো সুরাপান করি না।

প্রফুল্ল। ইউ ষ্টুপিড,—আমরাও কি খাই?

কুসুম বোতল গ্লাস বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। দেখিয়া বিনোদ বাবু প্রলোভিত হইয়া বলিলেন, "ডিয়ার ফ্রেণ্ড কুসুম। আমার আজ একটু অসুখ হয়েছে?"

প্রফুল্ল। বটে? তবে মেডিসিন ডোজে খাও।

বিনোদ বাবু কুসুমিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কি বলেন। মেডিসিন ডোজে খেলে কি দোষ আছে? শাস্ত্রেও বলে ঔষধার্থে সুরাপান, ন দোষায়ঃ।"

কুসুম। না, তাতে আর দোষ কি?

বিনোদ। তবে আপনি অনুগ্রহ করে গ্লাসে ঢাল্‌তে পারেন।

কুসুম আউন্সটাক গ্লাসে ঢালিল, দেখিয়া বিনোদ বাবু বলিলেন "মেডিসিন ডোজ হয়েছে কি? বোধ হয় না। একটু কম হয়েছে বলে বোধ হয়। কি বল প্রফুল্ল?

প্রফুল্ল। ঠিক বলেছ? আরও ঢাল।

কুসুম প্রায় অর্দ্ধ গ্লাস ঢালিল। বিনোদ বাবু গ্লাসটী তুলিয়া লইয়া দূরে ধরিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিলেন "এও ঠিক মেডিসিন ডোজ হয় নি? কি বল প্রফুল্ল? একটু কম হয়েছে না?"

প্রফুল্ল কুসুমের হস্ত হইতে বোতল কাড়িয়া লইয়া গ্লাস পূর্ণ করিলেন; পরে নিজের গ্লাসও পূর্ণ করিলেন। তৎপরে দুই জনে পান করিয়া নাচ আরম্ভ করিলেন। কুসুমিকা পিয়ানো বাজাইতে লাগিল।

নৃত্যের গোলযোগে বৃদ্ধ রাম বাবুর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ছেলের বাপান্ত করিতে করিতে চাকরকে তামাক দিয়া যাইতে বলিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গোপাল বাবু নিজ বাটীতে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। তিনি ভাবিতেছেন, "আর দেরি করা নয়? কি জানি শেষ কি হইবে। বিনোদটাও আমার হৃদয়ের রত্ন কুসুমিকাকে কোর্ট সিপ কচ্চে। শেষ যদি ও আগেই প্রপোজ করে ফেলে! যদি তাহলে

আমার হৃদয়শশী ওরই পাণিগ্রহণে সম্মতা হইয়া পড়েন! তা হ'লে তো আমি আর বাঁচিব না। কেমন করে প্রপোজ কর্ত্তে হয়, তাও যে ছাই জানি নে? এত নভেল নাটক পড়লেম,—সকলই কি বৃথা হ'ল। এত এটিকেটের বই আনিলাম, কিছু-তেই কিছু হ'ল না। এই যে এই যায়গাটা মুখস্থ করে গিয়া তার সম্মুখে ঠিক ঠিক বল্‌তে পাল্লেই হবে।"

এইরূপ ভাবিয়া গোপাল বাবু বিবাহের প্রস্তাব কালে যে রূপ কথা কহিতে হয়, বিটন সাহেবের পুস্তক হইতে তাহা মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিলেন।

গোপাল বাবুর বিবাহ হয় নাই। গোপাল বাবুর দিন দিন মতের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে দেখিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহার বিবাহের জন্য তৎপর হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা জানিতেন যে, ভারত উদ্ধার রোগের একমাত্র ঔষধ বিবাহ। বিবাহ দিলে ছেলে ক্রমে সিদে হইয়া যায়। এইরূপ ভাবিয়া তিনি ছেলের বিবাহের জন্য ঘটক লাগাইয়া দিয়াছিলেন,—ছেলে যে বিধবা কুসুমিকাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল তাহা বিন্দু মাত্র ও জানিতে পারেন নাই।

যখন গোপাল বাবু নিজ প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া কুসুমিকার নিকট কিরূপে বিবাহের প্রস্তাব করিবেন তাহাই মুখস্থ করিতে ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁহাকে দেখিবার জন্য বাগবাজারের মিত্র মহাশয়েরা আসিয়াছেন। তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। পিতা ডাকিতেছেন শুনিয়া নিতান্ত বিরক্তভাবে পুস্তক খানি বন্ধ করিয়া বৈঠকখানায় আসিলেন, কিন্তু তথায় অপরি-চিত লোক দেখিয়া কিছু স্তম্ভিত হইলেন। তিনি ফিরিয়া যাইবার

উপক্রম করিতেছিলেন,—এমন সময়ে তাঁহার পিতা বলিলেন, "গোপাল, এস, বসো এঁরা তোমাকে দেখ্‌তে এসেচেন।" গোপাল ভ্রূকুটী করিয়া বসিলেন।

যাঁহারা দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজির নাম?" এই কথা শুনিয়া গোপাল বাবু একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া গেলেন। এ ভারতবর্ষে তাঁহার নাম কে না জানে? তিনি ক্রোধিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ দেশের লোক? বোধ হয় তুমি ভাঙ্কোবার দ্বীপের লোক,—না, তাও নয়। সেখানকার লোকেও যে আমার নাম জানে।" সকলে শুনিয়া অবাক্। গোপালের পিতা লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, গোপাল, তোমার বুদ্ধি স্বুদ্ধি কি একেবারে গেছে?" গোপাল পিতার ইম্পার্টিনেণ্ট প্রশ্নে রাগে ফুলিতে লাগিলেন,—কোন উত্তর দিলেন না।

কন্যার পিতা যাহাই হউক, বরের গুণ আর একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য বলিলেন, "আপনার পড়া শুনা কতদূর করা হয়েছিল?" গোপাল বাবু একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন। তৎপরে বলিলেন, "আপনি আমার পড়া শুনার কথা বলিলে কি বুঝিবেন? আপনি বেকন পড়িয়াছেন? আপনি সেক্সপিয়ার বুঝিতে পারেন?" এই বলিয়া গোপাল পিতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ডিয়ার ফাদার, অনুগ্রহ করিয়া ঐ ক্যাণ্টোর ফিলজফি খানা এই দিকে দিন।" পিতা ত্রস্ত হইয়া পুস্তক খানি দিলেন। "থ্যাঙ্কইউ, শ্যাম বাবু" বলিয়া গোপাল বাবু পুস্তক খানি খুলিয়া কন্যার পিতার দিকে

চাহিয়া বলিলেন, "ইগো, আর নন ইগোর থিওরি আপনি কিছু বুঝিতে পারেন?"

কন্যার পিতা একেবারে দণ্ডায়মান হইয়া উঠিলেন, বলিলেন "মহাশয়, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার কন্যা মূর্খা, আপনার ন্যায় পণ্ডিতের সঙ্গে তাহার বিবাহ কিরূপে হইবে।" শুনিয়া গোপাল বাবু ক্রোধে লম্ফ দিয়া উঠিলেন, বলিলেন "ইউষ্টুপিড্, কে তোমার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহে। এখনই তুমি এ বাড়ী হইতে গেট আউট হও,—নতুবা এখনি ঘুসা মারিয়া তোমার নাক ভাঙ্গিয়া দিব।"

তাঁহারা বিনা বাক্য ব্যয়ে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। তখন গোপালের পিতা শ্যাম বাবু ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "দূরহ, কুলাঙ্গার; আমার সম্মুখ থেকে দূর হ। আমি তোর মুখ দেখিতে চাহি না।" গোপাল বাবু আস্তেন গুড়াইলেন, বলিলেন, "আমরা ভারত উদ্ধার ব্রতে ব্রতী সিংহ, আমাদের রাগাইও না।"

শ্যাম বাবু। চুপ্ কর্, গাধা।

গোপাল। হোল্ড ইওর টং, ইউ ওল্ড ফুল।

শ্যাম। বেটা, পাজি— এখনই তোমাকে——

গোপাল। এখনই তোমাকে কি ফাইট করিব।

শ্যাম। রামা, রামা, পাজির গলাধরে বার করে দে তো।

গোপাল। ছো, ছো! কাউয়ার্ড। আবার লোক ডাকিতেছ, লজ্জা করে না? কাম অন ফাইট।

ক্রোধে শ্যাম বাবু সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কুসুমিকা বিনোদ বাবুর সহিত শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেনে বেড়াইতে গিয়াছেন। উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া বৃক্ষ কুঞ্জের মধ্যে পদচারণ করিতেছেন। বিনোদ বাবু কুসুমিকাকে বৃক্ষ শ্রেণীর শোভা দেখাইয়া বিধাতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বুঝাইতেছেন,—কুসুমিকা তাঁহাকে মৃদুমধুর কথা শুনাইয়া স্বর্গ-সুখ দান করিতেছে।

ক্রমে উভয়ে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সরোবর তীরে উপবিষ্ট হইলেন। তখনও বিনোদ বাবু কুসুমিকার হাত খানি ধরিয়া আদরে হাত লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। কি যেন বলিবেন বলিবেন করিয়া বলিতে পারিতেছেন না। অবশেষে বুক বাধিয়া বলিলেন, "প্রিয় বন্ধু, তোমাকে একটা বিশেষ কথা বলিতে ইচ্ছা করি।"

কুসুম। তাহার জন্য এত ভূমিকা কেন? কবে তোমার কথা আমি শুনি নাই?

বিনোদ। তা নয়,—তবে কিনা। কথাটা গুরুতর।

কুসুম। এমন কি কথা, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড! আমার যে বড় কিউরিয়সিটী হচ্চে।

বিনোদ। না,—এমন কিছু নয়।

কুসুম। বিনোদ বাবু শেষ কি আপনার উপর আমি রাগ করিব?

বিনোদ। আবার "আপনি" কেন?

কুসুম। আপনি বলিব না কেন? আপনি তো আমাকে বন্ধু বিবেচনা করেন না। করিলে কথনও কি কথা বলিবেন তাহা বলিতে এত বিলম্ব করিতেন না।

বিনোদ। রাগ করো কেন, বন্ধু। এথনই বলিতেছি।

কুসুম। তবে বল।

বিনোদ। এই—এই—এই কিছু নয়।

কুসুম। তবে আপনি আসুন, আমি চলিলাম। তথন মুহূর্ত্ত মধ্যে বিনোদ বাবু কুসুমিকার পদতলে জানু পাতিয়া বসিলেন,—কাঁদো কাঁদো স্বরে বলিলেন, "প্রিয়তমে কুসুম,—আমি তোমার জন্য পাগল। বল, বল, বিধুবদনী, তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া সুখী করিবে?"

কুসুম। বিনোদ বাবু, আপনি যে প্রস্তাব করিলেন, এ প্রস্তাব সত্যই বড় গুরুতর। আপনি যে দাসীকে এরূপে সন্মিলিত করিতে প্রস্তুত, ইহাতে আপনার মহৎ হৃদয়ের পরিচয়ই প্রকাশ করা হইল; কিন্তু আমাকে একটু সময় দিন,—আমি বিবেচনা করিয়া দেখি।

বিনোদ। যত সময় ইচ্ছা লও,—কেবল আমার আশা আছে কি না তাহাই বল।

কুসুম। আশা অবশ্যই করিতে পারেন,—তবে নিশ্চিত উত্তর এখন দিতে পারিতেছি না।

বিনোদ। ইহাতেই আমি চরিতার্থ হইয়াছি।

কুসুম। তবে চলুন, এখন বাড়ী যাই।

উভয়ে কলিকাতায় আসিলেন,—বিনোদ বাবু কুসুমিকাকে বাটীর দ্বারে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া গেলেন। বৈটকখানার

জানালা হইতে গোপাল বাবু এ দৃশ্য দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইলেন, ভাবিলেন, 'শালা বিনোদ আমার আগেই প্রপোজ করিল নাকি? যা থাকে কপালে, আজ এখনই আমি প্রপোজ করিব।" এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া গোপাল বাবু প্রকোষ্ঠ মধ্যে কুসুমিকার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তিনি গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া গোপাল বাবুকে দেখিয়া মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "গোপাল বাবু, আমায় একটু ক্ষমা করুন,—আমি কাপড় ছাড়িয়া এখনই আসিতেছি।" এই বলিয়া কুসুমিকা চলিয়া গেলেন। গোপাল বাবু ভাবিলেন "ভালই হইল, একটু সময় পাওয়া গেল! এই সময়ের জন্য আর একবার মনে মনে কথা গুলা আওড়াইয়া লইতে পারিব। যতক্ষণ না কুসুমিকা আসিলেন ততক্ষণ গোপাল বাবু মনে মনে মুখস্থ করিতে লাগিলেন। পাছে ভুলিয়া যান এই ভয়ে তিনি যেই আসিলেন, অমনি তথায় জানু পাতিয়া বসিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে বলিতে লাগিলেন, "আমার হৃদয়ের একমাত্র নক্ষত্র, আমার জীবনের দেবতা, তোমার প্রেমে আমি উন্মত্ত হইয়াছি। দেবি! দয়া করিয়া দাসের প্রতি কৃপা কর।" কি সর্ব্বনাশ,—এত দূর বলিয়া গোপাল বাবু থত মত খাইয়া বাকি কথা গুলি ভুলিয়া গেলেন,—তখন হতাশ হইয়া বলিলেন, "মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড কুসুম আমায় একটু সময় দেও,—আমি কথাগুলি ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু এখনই মনে পড়িবে।"

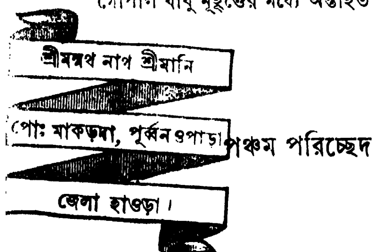
কুসুমিকা হাস্য সম্বরণে অক্ষম হইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিল, বলিল, "গোপাল বাবু, আপনি যে প্রস্তাব করিবেন তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আপনার কৃপাপূর্ণ প্রস্তাবে আমি

বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছি। কিন্তু আপনি তো জানেন যে বিষয়টী বড়ই গুরুতর। সহসা না ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহার একটা জবাব দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। আমায় ভাবিবার জন্য একটু সময় দিন।”

গোপাল। যত দিন ইচ্ছা সময় লও,—কিন্তু আমার আশা আছে কি ?

কুসুম হাসিয়া বলিল, “আশা না থাকিবে কেন ? যাহা হউক আমাকে এই চিন্তা করিবার অবসর দিন।

গোপাল বাবু মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।


শ্রীমন্মথ নাথ শ্রীমানি
পোঃ মাকড়দা, পূর্ব্বনওপাড়া
জেলা হাওড়া।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গোপাল বাবু ডাকের প্রথম ডিলিভারিতে নিম্নলিখিত পত্র পাইলেন।

“প্রিয় গোপাল বাবু,

আপনি গত কল্য অনুগ্রহ করিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সে বিষয় আমি বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি। অদ্য দুই প্রহরে সাক্ষাৎ করিলে যাহা স্থির করিয়াছি বলিব। ইতি।

আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিনী

কুসুমিকা।

ঠিক ঐ সময়ে ঠিক ঐরূপ আর এক খানি পত্র বিনোদ বাবু পাইলেন। প্রভেদের মধ্যে সময়ের। কুসুমিকা বিনোদ বাবুকে সন্ধ্যার পর সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছে।

উভয়ের আর আনন্দ ধরে না। দুই প্রহর হইতে না হইতে গোপাল বাবু কুসুমিকার সহিত সাক্ষাতে চলিলেন। সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদের উভয়ের যে কথোপকথন হইল তাহাই আমরা নিম্নে লিখিতেছি।

গোপাল। দাসের দরখাস্তে কি হুকুম হইল ?'

কুসুম। গোপাল বাবু, আপনি আমাকে অনাথিনী দেখিয়া যে আমার প্রতি দয়া করিয়া আমাকে আশ্রয় দিতেছেন, ইহাতে আমি চিরকালের জন্য আপনার নিকট কেনা থাকিলাম, আর অধিক বলিব কি ?

গোপাল। প্রিয়তমে, আমার আনন্দে যে বুক ফেটে যায়। তবে কি সত্যই তুমি আমাকে বিবাহ করিবে ?

কুসুম। আরও কি স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে, কিন্তু গোপাল,—

গোপাল। কিন্তু কি ?

কুসুম। কিন্তু দূর নয়,—তবে কথা এই বাবার তো এ বিবাহে মত নাই—তিনি কুসংস্কার পূর্ণ হিন্দু। তাঁহার কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। দাদারও এ বিবাহে মত নাই।

গোপাল। তা হলে কি হবে ?

কুসুম। আমি একটা উপায় ভেবেছি। আমাদের কেবল সিভিল বিবাহ করিলেই চলিবে। আজ রাত্রে আটটার সময় আপনি আমাদের বাটীর পেছনে গলির ভিতর অন্ধকারে

দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন,—আমি গিয়ে আপনার সঙ্গে মিশিব। তার পর গাড়ী করে রেজিষ্ট্রারের বাড়ী গিয়ে পরে রেজিষ্ট্রারি করে ক্রমেই হবে। একবার বে হয়ে গেলে আর কে কি করিবে? এক বার বিবাহ বন্ধন ঘটিলে কেহ আর তাহা খুলিতে পারে না।

গোপাল। ঠিক বলেছ। কুসুম, তোমার প্রস্তাবে আমার সম্পূর্ণ অভিমত আছে। আমার বাপ বেটাও ভয়ানক ওল্ড ফুল। কোন রকমে যদি রাস্‌কেল এই বের কথা জান্‌তে পারে, তবে কিছুতেই এ বে হতে দেবে না। এ বে খুব গোপনে হওয়াই উচিত।

কুসুম। তবে আমি যে প্রস্তাব কল্লেম, তাতে তোমার কোন আপত্তি নেই।

গোপাল। তোমার প্রস্তাবে কবে আপত্তি আমার আছে?

কুসুম। তবে সব ঠিক। শুক্রবার রাত্রি ৭টার সময় তোমার গলির ভিতর আসা চাই।

গোপাল। অবশ্য আসিব।

কুসুম। দেখ ভুল না।

গোপাল। এ কি ভুলবার কথা প্রিয়তমে?

কুসুম। তবে এখন যাও,—তোমার সঙ্গে আমাকে অনেক-ক্ষণ থাকৃতে দেখে লোকে সন্দেহ কর্ত্তে পারে।

গোপাল। তবে আমি চলিলাম।

গোপাল বাবু চলিয়া গেলেন। কুসুমিকা হাসিতে হাসিতে যাইয়া ইজিচেয়ারে বসিল। সন্ধ্যা হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে বিনোদ বাবু আসিয়া দেখা দিলেন।

উভয়ের সাক্ষাৎ হইল, উভয়ে কথোপকথন হইল। আমাদের সে কথোপকথন পুনরায় লিখিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতেছি না; কারণ সে কথোপকথনের সহিত পূর্ব্ব কথোপকথনের কোন প্রভেদ নাই।

কুসুম বিনোদ বাবুকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল। উভয়ের গোপনে বিবাহ হওয়াই স্থির হইল। কেবল মাত্র রেজিষ্টারি করিয়া সিভিল বিবাহ হইবে তাহাও ধার্য্য হইল। রাত্রে গলির ভিতর বিনোদ বাবু অপেক্ষা করিবেন, তাঁহার সহিত যাইয়া কুসুমিকা সম্মিলিত হইবে।

হায়! হায়! বৃদ্ধ রাম বাবু বা শ্যাম বাবু ইহার কিছুই জানেন না। এমন কি প্রফুল্ল পর্য্যন্ত এবিষয়ের সম্বাদ পাইলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শুক্রবার রাত্রি ৭টা বাজিয়াছে। রাম বাবুর বাটীর পশ্চাতস্থ ক্ষুদ্র গলি অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ইহা কোন প্রকাশ্য রাজপথ নহে, —এ পথে কেহ কখন চলিত না,—কেবল রাম বাবুর খিড়কির দরজাই এই গলির ভিতর ছিল। খিড়কীর দ্বারের উপরেই একটী গবাক্ষের ভিতর দিয়াই গলিতে আলো আসিবার সম্ভাবনা, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ গবাক্ষও রুদ্ধ। রাম বাবুর বাড়ী নিস্তব্ধ, যেন বাটীতে জন মানব নাই।

কিন্তু বাটীতে মানুষ নাই এরূপ নহে। একটী প্রকোষ্ঠের মধ্যে কুসুমিকা ব্যগ্রভাবে পদচারণ করিতেছিলেন। অবশেষে ঝিকে ডাকিলেন। ঝি আসিলে তিনি বলিলেন, "সে কাজটা করেছিস্ ?"

ঝি। হ্যাঁ, উনুনে উঠিয়ে দিয়ে রেখিছি।

কুসুম। দেখিস যেন খুব টগবগ করে ফুটে। আর এখন যেন উনুন থেকে নাবাস নে। যখন আমি আস্তে বলিব তখনই আন্‌বি।

ঝি। বেশ, আমায় ডেকো।

কুসুম। কোথাও যাসনে যেন ?

ঝি। আর কোথায় যাইব ?

ঝি চলিয়া গেল। কুসুমিকা আবার সেইরূপ পদচারণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে গোপাল বাবু হাতড়াইতে হাতড়াইতে অন্ধকারে গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন। এক হাত দূরে লোক দেখা যায় না, এমন অন্ধকার তো তিনি জন্মেও দেখেন নাই। এ অন্ধকারে তাঁহার হৃদয়ানন্দদায়িনী কেমন করিয়া আসিবেন ? যদি না আইসেন ? বিনোদ তো সন্ধ্যার সময় গিয়া তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়া দিল না! কি অন্ধকার!

বহুকষ্টে গোপাল বাবু অন্ধকারে চলিয়া খিড়কির দ্বারের নিকট আসিলেন। বহুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—কোথাও কোন শব্দ নাই। নানা চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল,—তিনি একবার ভাবিলেন, হয় তো কুসুম আর আসিল না। হয় তো সে আমার কথা ভুলিয়া গিয়াছে

হয়তো বিনোদ বদমাইস তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া অন্য কোন খানে গিয়াছে! আবার ভাবিলেন, "এই অন্ধকারে আমি একলা চোরের মত পরের বাড়ীর পাশে দাঁড়াইয়া আছি। যদি কেহ আমাকে চোর বলিয়া ধরে, তাহা হইলে আমি কি বলিব? আমি তো তাহা হইলে জেলে যাইতে পারি। না, এখানে থাকিয়া কাজ নাই। আমি পালাই।" এই ভাবিয়া গোপাল বাবু পলাইবার উদ্যম করিলেন। কিন্তু এই আবার অদূরে কাহার পদ শব্দ হইল।

তিনি উন্নত কর্ণে শুনিতে লাগিলেন। আর কে আসিবে? তাঁহারই হৃদয় রত্ন আসিতেছেন! ক্রমে পদ শব্দ নিকটস্থ হইল, তখন গোপাল বাবু দুই হস্ত বিস্তৃত করিয়া প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। অনতিবিলম্বে এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার বাহুবন্ধনে বদ্ধ হইল, তিনি সাদরে সপ্রেমে বলিলেন, "হৃদয় রত্ন, হৃদয়ে এস।" এই বলিয়া তিনি আত্মহারা হইয়া প্রেয়সীকে চুম্বন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু যেন তাঁহার মুখে সর্প দংশন করিল। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিলেন "এ যে সাপ!" যে ব্যক্তিকে তিনি বাহু পাশে বন্ধন করিয়াছিলেন, তিনিও বলিয়া উঠিলেন, "এ যে দাড়ী!" তখন গোপাল বাবু ক্রোধে কম্পিত হইয়া বলিলেন, "তুই কে শালা?" সে ব্যক্তি ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "তুই কে শালা?"

গোপাল। আমি গোপাল।

বিনোদ। আমি বিনোদ।

গোপাল। বিনোদ, ইউ ট্রেটর পাজি।

বিনোদ। শালা, আমার সঙ্গে বদমাইসি করে তোমার এই কাজ!

এখন অন্ধকারে দুইজনে ঘোর মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়ের শরীর রক্তাক্ত হইয়া গেল! এ যুদ্ধের বিরাম নাই।

এই সময় রাম বাবুর বাটীতে কুসুমিকা ঝিকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন। ঝি ছুটিয়া আসিল। কুসুমিকা কহিল, "শীঘ্র গরম জলটা নিয়ে আয়।" ঝি জল আনিতে ছুটিল। কুসুমিকা গরম জল লইয়া গিয়া গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া নিম্নে গলির ভিতর জল ঢালিয়া দিল। উত্তপ্ত জল যুদ্ধে প্রবৃত্ত বিনোদ ও গোপালের শরীরে পতিত হইয়া তাঁহাদের অঙ্গ দগ্ধীভূত করিল। "ও বাবা, পুড়ে মলুম, পুড়ে মলুম" বলিয়া উভয়ে উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

বাটীর পশ্চাতে মহা গোলযোগ শুনিয়া বৃদ্ধ রামবাবু, চাকর এবং দ্বারবান সঙ্গে লইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েকজনে যাইয়া গোপালকে ধরিল, কয়েকজনে বিনোদকে ধরিল। গোপাল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "ওরে পুড়ে মরেছি, আর মেরে হাড় ভাঙ্গিস নে। আর কোন্ শালা বিধবা বিবাহ কর্ব্বে। ঘাট হয়েছে বাবা, ছেড়ে দাও।" আর বিনোদ বাবু চক্ষু মুদিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন, বলিলেন, "দীনবন্ধু দয়ালহরি, পতিতপাবন, বিপদভঞ্জন, বিপদে আসিয়া রক্ষা কর নাথ! সন্তান যে কাতরে ডাকে, পিতা! তুমি না রক্ষা করিলে আর অবোধ সন্তানকে দয়া করে কে?"

রাম বাবু। শালা, অবোধ ছেলে। ছেলে যেন কিছু করেন নাই। পরের মেয়ে বার কর্‌তে এসেছেন, আবার বলেন

আমি অবোধ ছেলে। রাম সিং শালার কান মলে দে তো।

বিনোদ। প্রাণ দণ্ড করিতে চাও, কর, কিন্তু সময় দেও উপাসনাটী শেষ করিয়া নি।

রামবাবু। শালা, জেলে গিয়ে উপাসনা ক'রো।

এই সময়ে প্রফুল্ল গোলযোগ শুনিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি তখনও টলিতেছিলেন, বলিলেন, "কি বাবা, এখানে গোলমাল কেন? কামড়াব যে।"

গোপাল। ভাই, বিপদে রক্ষা কর।

বিনোদ। ভাই প্রফুল্ল! বন্ধুর কার্য্য কর। শাস্ত্রে বলে, বিপদে য তিষ্ঠতি স বান্ধব।

প্রফুল্ল। কুছ পরওয়া নাই বাবা, পালাও!

গোপাল। তা আর তোমায় বল্‌তে হবে না।

উভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে অন্তর্হিত হইলেন। পশ্চাতে সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

দেবী না পিশাচী।



"তুমি যা ইচ্ছা কর প্রভু। আমার তাতে কথা নাই। পাড়াশুদ্ধ তোমাকে দোষী বলে, কিন্তু তোমার দোষ কি তাত আমি জানি না। তুমি স্বামী আমি পত্নী। আমার চক্ষে তোমার গুণ দেখিতে পাই, অথবা তোমার দোষ দেখিবার আমার ক্ষমতা নাই। কিন্তু প্রাণাধিক! তুমি বড় নির্দ্দয়। তুমি যেখানে সেখানেই থাক তাহাতে আমার কষ্ট নাই। দিনান্তে তোমায় একবার দেখিতে পাইলেই আমি কৃতার্থ হই। প্রভু! এই এক মাস হতে তাও পাই না। অধিনীর প্রতি এত নিদয় কেন প্রভু?"

প্রভু কথাটা গায়ে মাখিলেন না। প্রভুর সময় বহিয়া যায়। এক মাসের পর আফিস ফেরৎ বাটী আসিয়াছেন। কার্য্য,—শ্রীমন্দিরে যাইতে হইবে, গাড়ীতে বোতল রহিয়াছে ছিপি আঁটা। কতক্ষণে শ্রীমন্দিরে পৌঁছিবেন, কতক্ষণে ছিপি খুলিবেন, কতক্ষণে পঞ্চমকার যোগে রত হইবেন সেই চিন্তায় আকুল। পত্নীর প্যান প্যানানী আর সহ্য হয় না। বলিলেন "আঃ। কি বিপদেই পড়লুম। তোমার হুকুম না হয় রাখা যাবে, এখন সুবিধা মতে আসা যাবে। এখন ছাড়।"

পত্নী হেমাঙ্গিনী আর আপত্তি করিলেন না। প্রভু তিনটী

পায়ে পড়ি আমাদের মাকে দোর খুল্‌তে বল। আমরা খেতে চাইনি মাকে দেখ্‌তে চাই।

বিনোদের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। চক্ষু মুছিলেন, দ্বারে আঘাত করিলেন,—উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, ডাকা বৃথা।

বলিলেন "তোরা এইখানে থাক্, আমি আস্‌চি। ভয়-নেই মাকে দেখ্‌তে পাবি এখন।"

বিনোদ থানায় খবর দিলেন। বাড়ী রাস্তা লোকে ভরিয়া গিয়াছে। ইনেস্পেক্টর বাবু শেষ দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহতলে একটী পরিষ্কার শয্যায় মশারী টাঙ্গা-ইয়া কে শুইয়া রহিয়াছে। মশারী খুলিয়া দেখিলেন শয্যোপরি এক স্বর্ণ প্রতিমা শয়ানা। মৃতা নহে জীবিতা; কিন্তু ক্লিষ্ট নিশ্বাস বহিতেছে সেই নিশ্বাসের বেগে সর্ব্ব শরীর কম্পিত। আর দেখিতে হইল না। রমণীর পার্শ্বে আধখানি শালপাতা পড়িয়া রহিয়াছে তাহাতে আফিমের গন্ধ। শালপাতার পাশে এক-টুকুরা কাগজ। তাহাতে লেখা "প্রভো! ক্ষমা করিবে। আপনার কষ্ট সহ্য হয়। কিন্তু মা হইয়া ছেলেকে আহার না দিয়া কেমন করিয়া থাকিব। আজ এক-পয়সাও আর নাই। তাই এই মহাপাপ করিলাম। প্রভু ক্ষমা করিও। তুমি ক্ষমা করিলে আমার পাপ খণ্ডিবে। জন্মে জন্মে যেন তোমায় পাই। —দাসী হেমাঙ্গিনী।" পুলিস ডাক্তার ডাকিতে গেল।

*　　*　　*

একটী রমণী গঙ্গাস্নান করিয়া গাড়ীতে বাটী ফিরিতে ছিল। দ্বারে গোলমাল দেখিয়া গাড়ী থামাইল। একটী

স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাস করিয়া সকলই অবগত হইল। তখন বলিল, "যাও। জল্‌দি বাড়ী যাও।" গাড়ী দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

*   *   *

বেলা দুই প্রহর। ডাক্তারের ঔষধে হেমাঙ্গিণীর উপকার হইয়াছে। হীরালালের অঙ্কে হেমাঙ্গিনীর মস্তক স্থিত। বিষম উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক চক্ষে হীরালাল পত্নীমুখ প্রতি চাহিয়া আছেন। সে গৃহে অন্য লোকের মধ্যে ডাক্তার বাবু ও ইনেস্পেক্টর বাবু। অকস্মাৎ দ্বার খুলিয়া গেল, একটী রমণী পাগলিনীর ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিল। সকলের দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। হীরালাল বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন রমণী বলিল "চীৎকার করিও না হীরালাল বাবু মনে করে দেখ, আমায় বলিতে তোমার স্ত্রী পুত্র কেহই নাই। না হলে আমি যে বেশ্যা আমারও প্রাণ আছে, তোমার মত পাপিষ্ঠ নরাধম নহি। এখন জানিলাম আমিই এই সতী স্ত্রীর এই বিড়ম্বনা,—এই প্রাণ-নাশের কারণ। কিন্তু ঈশ্বর জানেন, আমি নিরপরাধিনী। তবু এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আমি প্রস্তুত। এই লও আমি আমার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া অর্থ আনিয়াছি। হীরালাল! এ সকলই তোমার। কিন্তু ইহাই প্রায়শ্চিত্ত নয়। আমার প্রায়শ্চিত্তের কথা পরে শুনিবে। কথা শেষ না হইতে না হইতে রমণী উৰ্দ্ধশ্বাসে পলাইল। সকলে অবাক্ হইয়া রহিলেন।

*   *   *

পরদিন প্রাতে গঙ্গাকূলে একটী শব পাওয়া গেল,—শব স্ত্রীলোকের। অনুসন্ধানে স্থির হইল, শব হাড়কাটা গলির কোন বেশ্যার,—নাম কুসুম।

লম্ফে সিঁড়ি পার হইয়া রথারূঢ় হইলেন জল্‌দী যাও হারকাটা গলি।"

যতক্ষণ গাড়ী দেখা গেল, যতক্ষণ চাকার ঘড় ঘড় শব্দ শুনা গেল ;—হেমাঙ্গিনী ততক্ষণ জানালায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর চক্ষু মুছিলেন কি জ্বালা চক্ষু মুছিয়া ও মুছা হয় না। তারপর, গৃহকার্য্যে, রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। রন্ধন হইলে শিশু সন্তান গুলিকে খাওয়াইলেন তাহারা নিদ্রা গেল। হেমাঙ্গিনী সমস্ত রাত্র রোদন করিয়া কাটাইতে লাগিলেন।

গাড়ী হাড়কাটার গলি জল্‌দী পৌছিল ; কড় কড় কড় দরজা খুলিয়া গেল। আবার তিনটী লাফে সিঁড়ি উত্তীর্ণ হইয়া হীরালাল স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। তখন ইন্দ্রালয়ে লীলাতরঙ্গ খেলিতে লাগিল। মদ মেয়েমানুষ মৎস্য মাংস মুদ্রায় নিশার প্রতি পল হীরক খচিত করিল। "যে যাহারে ভাল বাসে সে যাইবে তার পাশে" মদন রাজার বিধি হীরালাল লঙ্ঘন করিলেন না।

"কুসুম! কুসুম! তোমা বই আর আমার কেউ নাই।"

আমার প্রাণের কথা চুরি করে বল্‌ছ "হীরু।"

প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিতে আর মন চাহে না। ছেলেরা মা! মা! করিয়া ডাকিয়াছে খাবারের জন্য। মা নিদ্রিত দেখিয়া মাকে আর বিরক্ত না করিয়া সকলে পাঠশালে গেল। মা কিন্তু ঘুমান নাই, কেবল চক্ষু মুদিয়া ছিলেন। ছেলেরা যাইলে ধীরে ধীরে উঠিলেন, উঠিয়া বাক্স খুলিলেন। বাক্সে আর কিছু নাই— আধলা পয়সাটীও না। তবু এ খোপ ও খোপ অনুসন্ধান করিতে

লাগিলেন,—যেন বিশ্বাস হইয়াও বিশ্বাস হয় না। নাই বটে, বাক্স ত্যাগ করিলেন, বাক্স খোলা পড়িয়া রহিল। গৃহের চতুর্দ্দিকে খর দৃষ্টি করিলেন কোন দ্রব্যই নাই। ভূষণ বাসন বসন যাহা কিছু ছিল, সকলই বিক্রীত। অদ্য প্রভাতে বিক্রী করিবার আর কিছুই নাই।

পেটরায় কেবল একখানি ধোয়া কাপড় ছিল; হেমাঙ্গিনী সেই কাপড় খানি পরিলেন, সিঁথার সিন্দূর উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। একখানা ফরসা বিছানার চাদর ছিল তাহা পাতিলেন। মশারি ফেলিলেন। তখন দ্বার বন্ধ করিয়া বিছানায় শুইলেন।

* * * *

"ওমা দোর খোল না মা। বড় খিদে পেয়েছে খাবার দেনা মা। সকালে যে কিছু খাইনি, মা খাবার দেনা, পেট যে জ্বলে গেল।"

"দরজা বন্দ করে কি করছিস, মা? খোলনা মা। খিদে পেয়েছে বল্লে যে, অমনি খাবার দিস্ আজ তোর কি হয়েছে। এত ডাক্‌চি এত করে খেতে চাচ্চি; তোর সাড়াও নেই।"

"ওমা আমাদের বড় ভয় কচ্ছে, তুই দোর খোল মা। আমরা খেতে চাই না তুই দোর খোল।"

দ্বার খুলিল না। তখন বালকবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। রোদন শুনিয়া সম্মুখের বাটীর একটী বাবু দৌড়িয়া আসিলেন। "কিরে কাঁদ্‌চিস কেন? কি হয়েছে?" এই মা ঘরে দোর দিয়ে কি কর্‌ছে, কত ডাক্‌ছি সাড়া দেয় না। আমরা আজ সকালে খাইনি, খাবার চাচ্চি তবুও মা দোর খুল্‌চে না। বিনোদ কাকা, তুমি একবার ডাক না। বিনোদ কাকা, তোমার

ভাই ভাই

-****-

দেবনারায়ণ ঘোষ শ্রীপুরের ধনাঢ্য প্রবল প্রতাপ জমীদার ; কমলাকান্ত বসুর দেওয়ান ছিলেন। কমল বসু যেমন সদাশয় প্রভু ছিলেন, দেবু ঘোষ তেমনই প্রভু ভক্ত ভৃত্য ছিলেন। বিশ বৎসর দেওয়ানী করিয়া চরিত্র গুণে প্রভুর নিতান্ত আত্মীয়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়া ছিলেন। কমল বোস সমস্ত বিষয় সম্পত্তি চক্ষু মুদিয়া দেওয়ানের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। দেওয়ানের কার্য্য দক্ষতাও অসাধারণ ছিল। প্রজাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া ও বিশ বৎসর মধ্যে জমীদারির আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইহাতে কোন্ প্রভুর না ভৃত্যের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মে? এক কথায় দেবু ঘোষ ও কমল বোসে সময়ে প্রভু ভৃত্য ভাব তিরোহিত হইয়া সখ্যভাব দাঁড়াইয়াছিল।

শোকে তাপে দেবু ঘোষের এরূপ চরিত্র গঠন হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। জীবনে দেবু ঘোষ শোক পাইয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে দেবু ঘোষের প্রথমা ভার্য্যা কাল কবলিত হন। তিন বৎসর কালে শোকাবেগের তীক্ষ্ণতা কমিলে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন।

কিন্তু বিবাহের চতুর্থ বর্ষ শেষ না হইতে যৌবনে পদার্পণ করিয়াই তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী অকস্মাৎ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে দেবু ঘোষের সংসারে বৈরাগ্য জন্মিল। সাত বৎসর গৃহ শূন্য হইয়া রহিলেন। শেষ প্রভুর বারম্বার অনুরোধে

আবার সংসার পাতিলেন। এবার যেন ঘোষজার বিবাহ বিভ্রাট একরূপ চুকিল বলিয়া বোধ হইল,—বুঝি এ বিবাহে তিনি সুখী হইবেন। দেবু ঘোষ বুক বাঁধিলেন।

কিন্তু মঙ্গলময়ের দুর্ভেদ্য লীলা কে বুঝিবে? রূপবতী ভার্য্যা ক্রমান্বয়ে চারিটী সুন্দর পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। কিন্তু চারিটীর মধ্যে একটীও বাঁচিল না। শোক সন্তপ্ত দম্পতি পুত্র ধনে হতাশ হইলে একটী কন্যা জন্মিল। কিন্তু বিড়ম্বনা দেখ! সূতিকাগারে দেবু ঘোষের তৃতীয়া পত্নী বিষম জ্বরে সংসারের কষ্ট এড়াইলেন। কন্যাটী বাঁচিল। নিরাশ পিতা কন্যার নাম রাখিলেন,—আশা।

মহা বৈরাগ্যে ও ধাত্রী রাখিয়া কন্যাকে সযত্নে লালিত করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু দেবু ঘোষ এবার পরম পুরুষের পদে চিত্ত অর্পণ করিলেন। কার্য্য ও পূজা দিতে তাঁহার জীবন কাটিতে লাগিল।

কমল বসুর দুই পুত্র সুরেশচন্দ্র ও যোগেশচন্দ্র। দুইটী পুত্রই রূপবান, বুদ্ধিমান, গুণবান। কমল বোসের আনন্দের আর সীমা নাই। কিন্তু সচ্চিদানন্দই সে আনন্দ কাল সীমা বদ্ধ করিলেন। সুরেশ যখন অষ্টাদশবর্ষীয় ও যোগেশ যখন ষোড়শবর্ষীয় তখন তাহাদের মাতার মৃত্যু হইল।

পত্নী কৈলাসমণির মৃত্যুতে কেবল কমল বসুই ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ই শোকান্বিত হইলেন না। আশা, আর একটী মা হারাইল। এই কারণে দেবু ঘোষের ও সন্তপ্ত হইবার কথা, কিন্তু শোক তাপ আর দেবু ঘোষকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি হরিপদপ্রসাদে আত্মাকে উন্নত করিয়াছেন। কৈলাশমণির

পতির সহিত শেষ কথা, "আশাকে যদি স্থরেশের বধূ করিয়া ঘরে না আনা হয়, তবে আমি মরিয়াও দুঃখ পাইব।"

কমল বসুর ও এই ইচ্ছা অনেক দিন হইতে বলবতী। এমন কি এই প্রস্তাব অনেকবার দেওয়ানজীর কাছে করিয়াছিলেন। দেওয়ানজীর এক উত্তর—"প্রভু আমি যেমন আপনার আশা ও তেমনি আপনার। আশার বিবাহের ভার আপনারই উপর। তবে আমার মৃত্যু নিকট। আমার মৃত্যু হইলে আশার বিবাহ দিবেন তদগ্রে নহে, কেবল এই অনুরোধ।"

মেয়ে যে বড় হইয়াছে, আরত রাখা যায় না। লোকে কি বলিবে? "প্রভু লোকের কথা ভাবিবেন না। আপনি এ স্থানে সর্ব্বে সর্ব্বা। আপনাকে কে কি বলিবে? আর বিলম্ব নাই, আমার দিন ফুরাইয়াছে। যোগ রত দেবনারায়ণ আপন মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত। মৃত্যু দিন আসিল, তিনি আশার শিরশ্চুম্বন করিয়া হরিনাম করিতে করিতে মহা নিদ্রিত হইলেন।"

আরও এক বৎসর কাটিল, আশা দিন দিন শশী কলার ন্যায় অপার্থিব সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিল। বিড়ম্বনা দেখ! এখনও শোকাঙ্ক শেষ হয় নাই, কমল বসু জরাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়িত হইলেন। মাসান্ত না হইতে হইতেই কমল বসু, পত্নী ও দেওয়ানজীর পথগামী হইলেন। মৃত্যুর সপ্তাহ কাল পূর্ব্ব হইতে বসুজা সংজ্ঞা হারাইয়া ছিলেন। সুতরাং বিষয় সম্পত্তি বা আশার বিবাহের কথা কিছুই বলিয়া যাইতে পারেন নাই।

মহাসমারোহে কমল বসুর শ্রাদ্ধ হইল। শ্রাদ্ধ শান্তির পর

ভ্রাতৃদ্বয় বিষয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে মন দিলেন। উভয়েই বুদ্ধিমান্ উভয়েই সদাত্মা, উভয়েই দয়াবান মিষ্টভাষী ;—প্রজাগণ, কর্ম্মচারীগণ বরাবর সুবিচার ভোগ করিয়াছে, সকলেই সন্তুষ্ট কৃতজ্ঞ।' সুরেশ ও যোগেশের বিষয় বুদ্ধিতে বিষয় কার্য্যে সম্পাদনে, অর্থ সংগ্রহে,— কোন গোল হইল না। পিতা ও দেওয়ানজীর পুণ্যে তাঁহাদের ধর্ম্ম সংসার। ধর্ম্মের সংসারে অশান্তি ঘটে না।

কিন্তু এই পার্থিব জগতে মনুষ্যের কোন ধারণারই নিশ্চয়তা নাই। আমরা যাহাই দৃঢ় মনে করি, দেবলীলা তাহা একদিন উল্টাইয়া পাল্টাইয়া আমাদের ভ্রম ঘুচাইয়া দেয়। ক্ষুদ্র কীটাণু-কীট মনুষ্যের ক্ষমতা পর্য্যালোচনা করিলে হাসিতে হয়। ছি, ছি, এত বড় জীবকে এত ক্ষুদ্র কেন করিলে প্রভু !

ভাইয়ে ভাইয়ে বড় স্নেহ অটল অনন্ত স্নেহ। গৃহে দুই ভাই—আর আশা। আশা ও তাহার ধাত্রী দেবু ঘোষের মৃত্যুর পর তাহাদের বাটীতে বাস করিয়াছে। আশা ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্তঃ-পুরের আলো। আশা না সুরেশের বধূ ?

কি জানি, আগেত তাহাই ঠিক ছিল, এখন যে সব বেঠিক হইতেছে ; নির্ব্বিবাদে সুদিন কাটিতে কাটিতে আজ একটী কুদিন আসিয়া উপস্থিত। আজ বড় ভাই জানিয়াছে, ছোট ভাই যোগেশ বহুদিন হইতে আশার প্রাণমন্দিরে নিজ বলি স্বরূপ অর্পিয়াছে। অর্থাৎ এক দেবীর সমক্ষে, এক দেবীর প্রসাদার্থে,—যুগ্ম বলি এককালে এক হাড়িকাষ্ঠে বহুদিন হইতে স্থাপিত। এই জোড়া বলি স্নেহময় সহোদর ভ্রাতৃদ্বয়। খাঁড়া ত উঠাই-য়াছে,—বিকট জয় ধ্বনি ও উঠিয়াছে, খাঁড়া পড়িবে কি ?

শৈশব হইতে উভয়ের হৃদয়ে আশার মূর্ত্তি গভীর ভাবে অঙ্কিত,—আশার রূপ প্রজ্বলিত। পিতা বা মাতা বা কেহই আশার বিবাহের কোন রূপ উদ্দেশ করেন নাই,—তাই আশার সে হৃদয়াগ্নি উত্তরোত্তর উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর,—আজি উজ্জ্বলতম। অগ্নি যেমন উজ্জ্বল হইয়াছে, তেমনি তাহার দাহিকা শক্তি ও বৃদ্ধি পাইয়াছে,—ভ্রাতৃ স্নেহে নৈরাশ্য আসিয়া আজ ফুৎকার দিয়াছে। আজ উভয়েরই জীবন রক্ষা সুকঠিন।

অন্তরের অন্তরে লুকাইয়া ভালবাসা বড় বিপদের কথা। শঙ্কা নাই, বিপদ নাই,—সুখ আছে। প্রাণ ভরিয়া, আশ মিটাইয়া জগৎ ব্যাপিয়া ভাল বাসার বাধা কোথায়? কিন্তু অনর্গল ভাল-বাসা মহাবলবান্ হইয়া পড়ে, তখন মন হৃদয় আত্মা সকল অভি-ভূত হয়। শেষ অবস্থা অতি ভয়ানক! হৃদয় ও কল্পনা কেমন বেগবান হয়, যে মনুষ্য নিমেষের মধ্যে ভীষণ সাংঘাতিক কার্য্য করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না,—কারণ আত্মত্যাগ একেবারে অসম্ভব। উভয় ভ্রাতার হৃদয়েরই এই দশা উপস্থিত।

বুদ্ধিমতী আশা তাহা বুঝিলেন। উভয়েই তাঁহার প্রণয়-প্রার্থী, কিন্তু তিনি অকস্মাৎ কোন রূপ নির্ব্বাচন করিলেন না। কাহাকেও আশা বা নিরাশার কথা বলিলেন না। উভয়কেই বলিলেন, "দেখ, তোমরা দুই জনে এক মায়ের পেটের ভাই;—সুধু তাহাই নহে,—তোমরা উভয়েই উভয়কে প্রাণাপেক্ষা স্নেহ কর, আমি হতভাগিনী! আমার জন্য উভয়ে বিবাদ করিও না,—ভ্রাতৃ প্রেম দুর্লভ পদার্থ! এ দুর্লভ পদার্থ হারাইও না। তোমরা দুজনে আপোষে ইহার মীমাংসা কর। মীমাংসার পর আমি তোমাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী।"

কবি বা দার্শনিক ঘটক ভাল। মিলাইতে মিটাইতে বড়ই সুপটু। মিলন মিটান কার্য্যে তাঁহারা কণামাত্র চিন্তা ব্যয় করেন না। স্বভাবতঃই কাজটা তাঁহাদের বড়ই সহজ বলিয়া বোধ হয়। কবির কল্পনারাজ্যে ও দার্শনিকের তর্ক রাজ্যে সকলই উদার,—সকলই বুদ্ধি সাপেক্ষ। কিন্তু দুঃখের কথা এই আমরা সকলেই কবি বা দার্শনিক নহি। বিপদের কথাটা এই যে, ঐ রাজ্য দুইটার সঙ্গে সংসার রাজ্যের কোন সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয় না ;—থাকিলে বুঝি সংসার স্বর্গ হইত।

কেহ কেহ বলেন, কামিনী ও কাঞ্চন একই মায়া। হইতে পারে,—কথাটা মন সই বটে, কিন্তু মায়াটা কামিনীতে যেন কিছু বেশী শক্ত ব্যাপার ঘটায়। আমরা কাঞ্চন ও ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু কামিনী ত্যাগ বড় দায়। কামিনী ত্যাগে যেন হৃৎ-পিণ্ড উপাড়িয়া যায়। ভ্রাতৃদ্বয় কেহই এই হৃৎপিণ্ড উপাড়িতে সক্ষম হইলেন না।

কিন্তু জ্যেষ্ঠ সুরেশ একরূপ মীমাংসা করিলেন। কবিও দার্শনিক মহাশয়েরা যদি এখানে কেহ না থাকেন, তবে চুপি চুপি বলি,—এ মীমাংসাটা এই আমাদের রামা কেব্‌লা হরের সংসারে বড়ই মহৎ দেবতার যোগ্য।

এক দিন সুরেশ যোগেশকে ডাকিয়া বলিলেন—"ভাই। জানিলাম আশার প্রতি তোমার ভাল বাসা ও হায়! আমার ন্যায় বলবান। এক রমণীকে উভয়েই প্রাণপাত করিয়া ভাল বাসিয়াছি। আমি তোমার কাছে জ্যেষ্ঠত্বের দাবি করিব না। আমি যদি আশার উপযুক্ত পাত্র হই, তুমিও অনুপযুক্ত নও। আমার যেমন প্রাণ আছে তোমার ও তেমনি প্রাণ আছে। আমি

একরূপ মীমাংসা করিয়াছি। যখন দুজনের কেহই আশার আশা ছাড়িতে অক্ষম, তখন বোধ হয় তুমি এই মীমাংসায় রাজি হইতে পার। তুমি গৃহে থাক, আমি আজ গৃহ ছাড়িয়া চলিলাম। আমি দেশে দেশে ফিরিব, দেশে দেশে ফিরিয়া আশাকে ভুলিতে চেষ্টা করিব। যদি ভুলিতে পারি, তবে তুমি আশাকে বিবাহ করিও। আশীর্ব্বাদ করিব ঈশ্বর যেন তোমাদের প্রণয়ে সুখী করেন। কিন্তু যদি আত্ম যুদ্ধে পরাস্ত হই তবে,—তুমি অঙ্গীকার কর,—আমি যেমন করিলাম তুমি ও তাহাই করিবে। তুমিও এই রূপে গৃহত্যাগ করিয়া এ রোগের ঔষধ খুঁজিবে,—আশাকে ভুলিবার চেষ্টা করিবে?"

যোগেশ তৎক্ষণাৎ মীমাংসায় মত দিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন সুরেশ শ্রীপুর ত্যাগ করিয়া গেলেন।

কাশীধামেই যান আর যেখানেই যান প্রতিমার মোহিনী মূর্ত্তি সুরেশের পাছু পাছু গেল। আশার প্রেম স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া,—আশার অস্তিত্বে যে স্থান সুখ ও আনন্দের বসন্ত কানন সে স্থান হইতে উদ্ভ্রান্ত হইয়া,—সুরেশের হৃদয় অশান্তি পূর্ণ হইল। তাঁহার মন, হৃদয়, স্মৃতি, কল্পনা শ্রীপুরেই বাস করিতে লাগিল,— কাশীতে কেবল দেহ বাস করে মাত্র। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, বুঝি শ্রীপুরে থাকিলেই মনুষ্য বাঁচে। যে স্থানে যান, বিষম জনতার মধ্যেও যেন তিনি একা,—যেন তিনি ভিন্ন আর আর মনুষ্যেরা সকলেই মৃত বা প্রেতাত্মা। গ্রীষ্ম প্রধান ক্ষেত্র হইতে বৃক্ষ লইয়া শীত প্রধান ক্ষেত্রে রোপিত করিলে যেমন, উষ্ণ বায়ু ও প্রখর রৌদ্র বিহনে বৃক্ষটী দিন দিন ক্ষীণ, শুষ্ক ও মলিন হইয়া যায়, সুরেশ ও সেইরূপ দিন দিন ক্ষীণ, শুষ্ক ও মলিন

হইতে লাগিলেন। কাশীধাম পুণ্য ভূমি, হিন্দুর ধর্ম্মক্ষেত্র, কিন্তু সুরেশের ধর্ম্মের দিকে আস্থা নাই। আশাই তাঁহার ধর্ম্ম, আশাই তাঁহার একমাত্র দেবতা।

কাশীধাম ত্যাগ করিয়া সুরেশ প্রয়াগে গেলেন,—সকলই বৃথা। তিনি আত্ম যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন, দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইলেন, শেষে এক দিন বিষম জ্বরাক্রান্ত হইলেন। পীড়া ক্রমে উৎকট হইল, বৈদ্য ডাক্তার তাঁহার প্রাণের আশা ত্যাগ করিলেন,—বিকারের ধমকে কেবল আশার নাম করেন,—বিকারের নিদ্রা বা স্বপ্নে কেবল আশার উজ্জ্বল ছবিই তাহার সম্মুখে প্রকটিত হয়। চিকিৎসকেরা তখন শেষ উপায় ভাবিলেন,—বলিলেন আশার সঙ্গে তোমার দেখা হইবে।" অমনি রোগের গতি ফিরিল। সেই দিন হইতে তিনি সুস্থ হইতে লাগিলেন",—আশার আশায় তিনি একেবারে আরোগ্য লাভ করিলেন।

প্রেতাত্মার ন্যায় কঙ্কাল সার, দুর্দ্দশার প্রতিকৃতি, সুরেশ আবার শ্রীপুরে আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে টলিতে টলিতে আশার গৃহে প্রবেশ করিলে যোগেশের সাক্ষাৎ পাইলেন। যোগেশ সুরেশের চেহারা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। সুরেশ তাঁহার হস্ত মধ্যে লইয়া কম্পিত স্বরে বলিলেন, "দেখ ভাই! আমি পরাস্ত হইয়া ফিরিয়াছি। হায়! যাইবার কালে আমার মন যা বলিয়াছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। কিন্তু ভাই,—ঈশ্বর জানেন,—আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নাই।" বলিতে বলিতে সংজ্ঞাহীন হইয়া সুরেশ পড়িয়া যান দেখিয়া, আশা বাহু বেষ্টনে তাঁহাকে ধরিলেন।

যোগেশ নিজ অঙ্গীকার পালনে কৃতসংকল্প হইলেন,—মাস পূর্ণ

না হইতে হইতে শ্রীপুর ত্যাগ করিয়া দেশ পর্য্যটনে আশাকে ভুলিতে প্রস্তুত হইলেন। যাইবার কালে বলিলেন, "ভাই তুমি প্রয়াগ পর্য্যন্ত যন্ত্রণার বোঝা বহিয়াছ, আমি আর ও দূরে চলিলাম। এখন বৃন্দাবন যাইব, প্রয়োজন হয় হিমালয় পর্য্যন্ত—না না আমি পৃথিবীর সীমান্তে যাইতে ও প্রস্তুত। কিন্তু ভাই! যতদিন আমার পত্র না পাও আশাকে বিবাহ করিও না। আমি পত্র লিখিব, তোমার কাছে এই অঙ্গীকারের খৎ চাহি না,—আমার প্রতি তোমার স্নেহই তোমার খৎ,—তোমার মুখের কথাই যথেষ্ট হইবে। যদি এ আত্মযুদ্ধে আমি তোমাপেক্ষা কৃতকার্য্য হই, ভাই! আশাকে তুমি বিবাহ করিবে। আমার সেই অনন্তময় তিনি আছেন, তিনি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন। কিন্তু যদি আমি ও পরাস্ত হইয়া ফিরি, তখন সেই অনন্তশক্তি ভিন্ন আর কে আমাদের মধ্যে মীমাংসা করিবে? এখন বিদায়। এই পত্রখানি রাখিও। পত্রখানি এখন খুলিও না,—আমি বহু দূরে না যাইলে এ পত্র খুলিও না। আমি এখন প্রেমধাম বৃন্দাবনে চলিলাম,—বিদায়।"

যোগেশ নৌকায় আরোহণ করিলেন, নৌকা বেগে উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইল।

অর্দ্ধ পাগলের ন্যায় সুরেশ ও আশা নৌকার দিকে চাহিয়া রহিলেন। নির্ব্বাসিত যোগেশ ও এই মুহূর্ত্তে সুরেশের হৃদয় ভাব ঈর্ষ্যা করিতে পারেন না। আশার প্রতি ভালবাসা ও যোগেশের প্রতি ভ্রাতৃ প্রেম এই দুই বৃত্তিই সুরেশের হৃদয় মধ্যে তখন ক্ষিপ্তের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছিল। যখন নৌকা ক্রমশঃ অদৃশ্য হইল,—তখন সুরেশ হৃদয় কতক স্থির করিলেন।

আর আশা,—আশার কি হইল, আশা কি করিল,—আশা না,—না, আশার কথা শেষে বলিল।

কিছুদিন পরে সুরেশ যোগেশের পত্র খুলিলেন। পড়িয়া দেখিলেন সেখানি দান পত্র। আশাকে ভুলিতে পারিলে যোগেশের জমিদারি ও সকল সম্পত্তিই সুরেশের হইবে।

কয়মাস পরে বৃন্দাবন হইতে যোগেশের পত্র আসিল। পত্র এই "ভাই! এই স্থানে—এই আনন্দধাম বৃন্দাবনে,—যেখানে রজে লুটাইয়া আমি সেই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্ব মঙ্গল ময়কে নিত্য প্রণাম করিয়া ধন্যবাদ দিই ;—এইখানে আমি একটী নূতন রাজ্য পাইয়াছি—নূতন আশ্রয়, নূতন বাস গৃহ পাইয়াছি। এই আনন্দ ধামে আসিয়া,—আনন্দধামে বসিয়া, আনন্দময়ের কৃপায় আমার আত্মত্যাগীর বিকট আনন্দের হৃদয়ে,—আমাদের উভয়ের জীবন ব্যাপী অবিচলিত ভ্রাতৃপ্রেমের নূতন আস্বাদ পাইয়াছি। এই স্বর্গ ধামে আজ অদৃষ্ট কৃপাবান। আমার হৃদয় প্রবাহ আজ অতি বিস্তৃত। হরি আমার হৃদয়ে বল যোগাইয়াছেন—আমি আজ দুর্ব্বল নহি। তাই আজ সবল হৃদয়ে জগতে যাহা আমার সার ঐশ্বর্য্য ছিল,—সেই ঐশ্বর্য্য ভাই! তোমার মঙ্গল ব্রতে উৎসর্গ করিলাম। আশা হায়! এ অশ্রু পড়িল কেন?—আর পড়িবে না। এই শেষ অশ্রু। * * * না—না * * * এই দেখ, আবার আমি সবল। আশা,—* * সে তোমারই হউক। ভাই, তুমি যখন আমাদের দুই জনকে রাখিয়া দূরদেশে আসিয়াছিলে, আমি তখন তাহাকে বিবাহ করি নাই, আমার অঙ্গীকার ভিন্ন তাহার অন্য কারণ ছিল। তাহার প্রকৃত কারণ এই যে পাছে, সে আমাকে লইয়া সুখী না হয়। যদি এক দিন ও একটী

কথার ইঙ্গিতে সে আমায় জানাইত,—আমার সে চিন্তা সে ভয় দূর করিত,—তাহাহইলে ভাইরে, আমি তোমাকে সেই রূপ বিশ্বাস করাইতে ছাড়িতাম না। ভাই, ভাবিও কি কষ্টে তুমি আশা—* * না না তাহাকে পাইয়াছ। তাই বলিতেছি, আমার তাহাকে যত্ন করিও, আদর করিও, ভালবাসিও,—এখন তোমার হৃদয়ে তাহার প্রতি যে আদর, যে ভালবাসা,—সেই ভাল-বাসা তাহাকে চিরদিন দিও। তোমাকে যে ধন সম্পত্তি দিয়াছি তাহা ছার মাত্র, রাখিতে হয় রাখিও,—ইচ্ছা হয় বিলাইয়া দিও। কিন্তু আমার এই সম্পত্তি—এই অপার্থিব ঐশ্বর্য্য—যাহা তোমাকে এই পত্রে দিলাম, তাহা ভাই! এই হতভাগ্য নির্ব্বাসিত পর-লোক গত ভ্রাতার প্রাণের সামগ্রী ভাবিয়া,—আমার প্রতি তোমার যে অনন্ত প্রেম তাহা স্মরিয়া এবং তোমার প্রতি আমার যে অনন্ত প্রেম তাহা স্মরিয়া,—তাহাকে যত্ন করিও, আদর করিও। তোমাদের বিবাহের সময় আমাকে পত্র লিখিও না। কারণ আমার হৃদয়ের ক্ষত এখনও শুখায় নাই,—আজ ও তাহাতে রক্ত পড়ে,—এখনও প্রবল স্রোতে পড়িতেছে। তোমরা যখন উভয়ে উভয়ের প্রণয়ে সুখী হইবে, তখন সেই সুখ সংবাদ লিখিও। আশীর্ব্বাদ কর ভাই! হরি যেন আমাকে আরও বল দেন,—যেন এই আনন্দ-ধামে আমাকে নিরানন্দ করেন না। তোমার ভাই যোগেশ।”

* * *

সুরেশে আশায় বিবাহ হইল। এক বৎসর সুরেশের পরম সুখে কাটিল। তখন অকস্মাৎ এক দিন আশা মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিলেন। কোরকে কীট কাটিয়া কাটিয়া শুষিয়া শুষিয়া আশা

কুসুমের সত্বা নিঃশেষ করিয়াছে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বামীর কর্ণে মুখ রাখিয়া আশা একটী ক্ষুদ্র কথা বলিলেন। সুরেশ চমকিয়া উঠিলেন—আশা যোগেশকে ভাল বাসিত।

আর জিজ্ঞাসার সময় নাই। চাহিয়া দেখেন চিরঘুমে আশার নেত্র নিমীলিত। আমার প্রাণ স্বর্গে উড়িয়াছে।

* * *

দুই বৎসর পরে সুরেশ আবার বিবাহ করিলেন। দ্বিতীয় বিবাহে পুত্র কন্যা লইয়া সুরেশ আবার সুখী হইলেন। সুরেশের পুত্র রমণীমোহন আজি শ্রীপুরের প্রতাপশালী জমিদার।

* * *

আর ঐ লক্ষ তীর্থ যাত্রীর জয়নাদে যে গিরি গহ্বরের পাষাণ ছাদ বিদীর্ণ হইতেছে,—ঐ যে গিরি গহ্বর দেখিতেছ,—ঐ গিরি গহ্বরের মধ্যে আমাদের যোগেশ বা তীর্থ যাত্রীর অটলানন্দ স্বামী অর্দ্ধ শতাব্দী সমাধিস্থ ছিলেন। অটলানন্দের মহাধ্যান দৃষ্টে ইন্দ্রাদি দেবগণের শঙ্কার সীমা ছিল না। অর্দ্ধ শতাব্দী পরে অটলানন্দ মনুষ্য কলেবর পরিত্যাগ করেন।

* * *

আজ ঐ ইন্দ্রাসনে কে!—উনি কি যোগেশ?

আমার মৃণাল।

—০০০—

এক বৎসর মাত্র আমার বিবাহ হইয়াছে। আমার মৃণালকে আমি ছেলে বেলা হইতেই ভাল বাসিতাম,—মৃণাল আমাদের পাড়ার মেয়ে, ছেলে বেলা থেকে তার সঙ্গে এক সঙ্গে খেলা করিয়াছি,—এক সঙ্গে দিন কাটাইয়াছি। আমি মৃণালকে কত ভাল বাসিতাম,—তাহা আমি বলিতে পারি না,—তাহা আমি নিজেই জানিতাম না। আমার সুখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্যই যেন তাহার সহিত আমার বিবাহ হইল। আমরা দুইজনে এক বৎসর কত সুখে কাটাইলাম তাহা বর্ণনা করিতে পারি না।

আমি এমে এ বি এল পাস করিয়াছিলাম, চাকরি জুটে নাই:—ওকালতিতে আজ কাল কিছু হয় না বলিয়া আমি বাটী বসিয়া ছিলাম,—মৃণালকে ফেলিয়া আমার কোথাও যাইতে প্রাণ চাহেনা। বাবা কত বলিতেন,—বন্ধুগণ কত উপহাস করিতেন। সকলেই বলিত, কলিকাতায় গিয়া চেষ্টা বেষ্টা কর, কিন্তু আমি কাহারও কথাই শুনিতাম না। আমি মুন্সেফির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলাম। কখন কখন মনে হইতে যে, কলিকাতায় গিয়া একবার তাহারই একটু তদবির করি, কিন্তু বাটী আসিয়া সেই মৃণালের হাসিমাখা সেই মুখ খানি দেখিতাম,—অমনি আমি জগৎ সংসার ভুলিয়া যাইতাম,—চাকরি বাকরির কথা বিস্মৃত হইতাম। ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয় তাহাও স্বীকার,—আমি প্রাণ থাকিতে কখন আমার মৃণালকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।

বিবাহের বৎসর প্রায় পূর্ণ হইয়াছে, এমন সময়ে একদিন ডাক পিয়ন আসিয়া আমার হস্তে এক খানি পত্র দিল। পত্রখানি দেখিয়াই আমার হৃদয়ে বড় আনন্দ হইল,—সরকারি পত্র দেখিয়া পত্র না পড়িয়াই—আমি বুঝিলাম আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। সত্বর পত্র খুলিয়া পাঠ করিলাম, দেখিলাম আমি মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়াছি,—আমাকে বরিসাল জেলায় ভোলা নামক মহকুমায় যাইবার জন্য আজ্ঞা হইয়াছে। প্রথম পত্র খানি পাইয়া বড় আনন্দিত হইয়াছিল,—কিন্তু সেই আনন্দের মধ্যে হৃদয়ে বিদ্যুতের ন্যায় আমার মৃণালের বিষাদপূর্ণ মুখ খানি বাঁকিল,—অমনি আমার হৃদয়ে যেন কেহ সহসা অগ্নি জ্বালিয়া দিল,—আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, "এ সংসারে কেহ কখন সুখী হয় না।"

এতদিন পরে মৃণালকে ছাড়িয়া যাইতে হইল। এ চাকরি তো ত্যাগ করা সম্ভব নহে। আমি সেই দূর দেশে গমনের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃণালকে বুঝাইতে লাগিলাম। সে যে কিছুতেই বুঝেনা,—সে যে প্রত্যহ রাত্রে কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোক ফুলাইয়া ফেলিল। সে আমাকে যাইতে বারণ করে না,—কেবল আমার গলা দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া, মুখ খানি আমার দিকে তুলিয়া, তাহার সজল নয়নদ্বয় আমার নয়নে সম্মিলিত করিয়া কাতর, স্বরে,—ব্যাকুল স্বরে বলে,—আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাও।" আমি কত বুঝাইলাম, "সে দেশ অনেক দূর, কত বড় বড় নদী দিয়ে যেতে হয়,—আমার নিজেরই সে দেশে যেতে ভয় কচ্চে,—তোমায় কেমন করে সেই দূর দেশে, অপরিচিত স্থানে নিয়ে যাব—বরং সেখানে গিয়ে সকল দেখে শুনে এসে

তোমায় নিয়ে যাব।” কিন্তু এত কথায়ও সে কিছুই বুঝে না, সে যে এখনও বালিকা,—তাহার বয়স এখনও চতুর্দ্দশ পূর্ণ হয় নাই।

অবশেষে আমার অসহ্য হইল, আমি বালিকা স্ত্রীকে লইয়া সেই বিদেশে যাইতে মনস্থ করিলাম। একথা শুনিয়া কত জনে কত বিদ্রূপ করিল,—পিতা কত রাগ করিলেন; কিন্তু আমি স্পষ্টই বলিলাম, “হয় মৃণালকে সঙ্গে লইয়া যাইব, নতুবা চাকরী করিতে একেবারেই যাইব না।” আমার ভাবগতিক দেখিয়া কেহ কিছু বলিলেন না,—কিন্তু সকলেই বিরক্ত ও দুঃখিত হইলেন। কেবল আমার মৃণালের আর আনন্দ ধরে না,—তাহার মুখে হাসি উৎফুল্ল হইয়া যেন বদন প্লাবিত করিতে লাগিল,—সত্য কথা বলিতে কি, এরূপ বিদেশে নূতন স্থানে স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া যে কত কষ্ট, কত অসুবিধা, কত বিপদ জনক তাহা সমস্তই আমি ভুলিয়া গেলাম। আমার হৃদয়েও বড় আনন্দ হইল। পথের অসুবিধা, কষ্ট আমরা উভয়ে উপলব্ধি করিতে পারিলাম না,— উভয়ে উভয়ের সঙ্গসুখ ভোগে সংসারের সকল কষ্ট বিস্মৃত হইলাম। নৌকায় করিয়া উন্মত্তা মাতঙ্গিনী সদৃশা পদ্মা ও অন্যান্য নানা নদীর মধ্য দিয়া আমরা প্রায় ৭ দিন গেলাম। এই সাতদিন যে আমাদের কি সুখে কাটিয়াছিল, তাহা এ জীবনে কখনও বিস্মৃত হইব না। কিন্তু আমরা যতই আমাদের গন্তব্য স্থানের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম,—আমার মৃণালের বদনে— ততই যেন কেমন একটী বিষাদের ছায়া পড়িতে লাগিল। যাহাতে সে আমার সঙ্গে না আইসে এইজন্য বাটীর মেয়েরা তাহাকে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিল,—বলিয়াছিল, সে দেশ ঝড়

ও জল হয়ে ডুবে যায়। একথা মৃণাল ভুলে নাই,—আমার সঙ্গে আসিবার জন্য সকল বাধা, বিপত্তি, ভয় ত্যাগ করিয়াছিল। এখন কয়দিন হইতে তাহার মনে এই ঝড়ের কথা স্বতঃই উদিত হইতে লাগিল। সে মধ্যে মধ্যে আমায় জিজ্ঞাসা করে, "ঝড় বোধ হয় হবে না, যদি ঝড়," আমি হাসিয়া তাহাকে সাহস দি, বলি, "ঝড় কি বছর বছর হয়, ক্ষেপী, ঝড় হবে? কেন আর ঝড় হলেই বা ভয় কি? আমি তোমার কাছে থাক্‌তে তোমার ভয় কি?" অবশেষে নানা বিপদ আপদ উত্তীর্ণ হইয়া আমরা সেই অগম্য ভোলায় উপস্থিত হইলাম। ভোলা একটী দ্বীপ,—যেখানে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র সম্মিলিত হইয়া সাগরে মিলিয়াছে—সেই স্থানে অবস্থিত। ইহার চারিদিকেই সমুদ্রবৎ উত্তাল তরঙ্গময়ী নদী।

আমরা একটী ক্ষুদ্র বাড়ী পাইলাম, সেই বাড়ীতে আমাদের দ্রব্যাদি উঠাইয়া বাস করিতে লাগিলাম। স্থলে আসিয়া যেন মৃণালের সে ভয় দূর হইল,—তাহার মুখ হইতে যেন সে বিষাদ মেঘ অপসারিত হইল,—সে গৃহ কর্ম্মে মন দিল,—কারণ এখানে সেই গৃহিণী।

কিন্তু রাত্রে সে দুই হস্তে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া শয়ন করিত,—নিদ্রিত হইলেও আমি তাহার বাহু পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিতাম না। এক দিন জিজ্ঞাসা করায় বলিল, "তুমি হাসিবে বলিব না।" আমি পাড়াপীড়ি করায় অবশেষে বলিল, "আমার কেমন মনে হয় তোমায় যেন হারাইব।" আমি বালিকার বালস্বভাবসুলভ কথায় সত্য সত্যই হাসিয়া উঠিলাম। এক দিন রাত্রে,—কত রাত্রে তাহা জানি না,—সহসা আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে পূর্ণ

মৃণাল আমার মাথা ধীরে ধীরে নাড়িতেছে ও বলিতেছে "উঠ উঠ, শীঘ্র উঠ, ঝড় এসেছে।" আমি লম্ফ দিয়া উঠিলাম, চারিদিকে যে প্রলয় কোলাহল উঠিয়াছে। একটা কি ভয়ানক শব্দে সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ হইয়াছে,— আকাশে মেঘ ডাকিতেছে, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, প্রবল বেগে পবন ছুটিতেছে,—প্রকৃতই ঝড় উঠিয়াছে। বাহিরে কি হইতেছে,—অপর সকলে কি করিতেছে, তাহা কিছুই জানিবার উপায় নাই,—ভয়ে মৃণাল আমার গলা দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়াছে। আমি তাহাকে সাহস দিবার জন্য বলিলাম, "ভয় কি ? আমি রয়েছি, ভয় কি ?" সে কাতরস্বরে কেবল মাত্র বলিল, "তোমার কাছে আমার ভয় নাই।" আমি বুঝিলাম, এ ঝড় সামান্য নহে। দেখিতে দেখিতে আমাদের ঘরের চাল উড়িয়া গেল, আমি পদে জল স্পর্শ করিলাম,—প্রথম ভাবিলাম বৃষ্টির জল, কিন্তু বৃষ্টির জল মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বৃদ্ধি হইবে কেন, তখন বুঝিলাম। শুনিয়াছিলাম ঝড় হইলে ভোলা সকলই ডুবিয়া যায়। এখন বুঝিলাম, আজ ভোলায় সেই ঝড় আরম্ভ হইয়াছে। আমি আমার জন্য ভীত নই,—আমার মৃণাল প্রতিমাকে কি এই দূরদেশে বিসর্জ্জন দিতে আনিয়াছিলাম ?

আমি মৃণালকে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "মৃণাল ভয় কচ্চে ? তুমি ব্যাকুল হলে কিছুই হবে না। দুই জনেই মরিব," মৃণাল কেবল বলিল, "কই, আমার তো ভয় কচ্চে না।" ততক্ষণে জল প্রায় কটি পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। একটা উপায় না করিলে উভয়কেই ডুবিয়া মরিতে হয়। আমি সত্বর বালিশগুলি একত্র করিয়া কাপড় দিয়া উত্তম করিয়া বাঁধিলাম, এক হস্তে বালিশগুলি ধরিলাম অপর হস্তে মৃণালকে টানিয়া বুকে লইলাম, তৎ-

পরে ভাবিলাম, "ছেলে বেলায় এত সাঁতার শিখিয়াছিলাম, জলে ডুবিয়া কখন মরিব না,—আর প্রাণ থাকিতে মৃণালকে কখন জলে ডুবিয়া মরিতে দিব না।"

সে প্রলয়কাণ্ড বর্ণনা করা যায় না। সমস্ত পৃথিবী যেন ধ্বংস কাণ্ডের মধ্যে,—আমরা দুইটীতে যেন ধ্বংসীভূত হইতেছি। অন্যের বিষয় ভাবিবার সময় নাই। কেবল বুঝিতেছি, প্রবলবেগে ঝড় উঠিয়াছে, সমস্ত দেশ জলমগ্ন হইতেছে, একটী ভয়ানক শব্দ কেবল কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। কি হইতেছে আর কি না হইতেছে তাহা আমার আর জ্ঞান নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে বুঝিলাম বালিশে ভর করিয়া আমরা ভাসিয়াছি, বায়ুবেগে কোন্ দিকে ভাসিয়া যাইতেছি;—প্রাণের আশা একেবারেই নাই। যদি মৃণাল হৃদয়ে না থাকিত তবে এতক্ষণে আমি ডুবিতাম। সহসা একটা বৃক্ষে আসিয়া আমার মস্তক আঘাতিত হইয়া ভগ্ন হইল। তখন তাহা দেখিবার সময় ছিল না। আমি বৃক্ষের একটী ডাল ধরিলাম, বুঝিলাম সেটী একটী নারিকেল গাছ; তখন বালিশ গুলিকে পায়ের সহিত আটকাইয়া বৃক্ষে ভর করিলাম। একবার আকুল হইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলাম "মৃণাল ? মৃণাল ? একবার কথা কও, তাহলে যে আমি আমার হৃদয়ে বল পাই।" মৃণাল কথা কহিল, সেই প্রলয়ের মধ্যে সে দুই হস্তে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আমাকে চুম্বন করিল,—"বলিল নাথ ? তোমার সঙ্গে আমার ভয় কি ?" এই সময় বায়ুর বেগে বৃক্ষশাখা ভগ্ন হইল, আমরা উভয়ে জলে পড়িলাম। আমি বৃক্ষশাখা পুনর্ব্বার ধরিতে গেলাম,—অমনি বাতাসের ঝটকা আসিয়া মৃণালকে হৃদয় হইতে বিছিন্ন করিয়া লইল। আমিও তৎক্ষণাৎ সেই অন্ধ-

কারে জলে ঝম্প দিলাম, দক্ষিণ হস্তে তাহার কেশগুচ্ছ ধরিয়া আবার তাহাকে হৃদয়ে লইলাম, বাম হস্তে আবার বৃক্ষ শাখা ধরিলাম। কত ডাকিলাম, "মৃণাল মৃণাল" করিয়া কত চীৎ-কার করিলাম, কিন্তু মৃণাল মূর্চ্ছিত হইয়াছে। সমস্ত রাত্রি সেই প্রলয়ের মধ্যে তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভাসিতে লাগিলাম। আমার হাত পা, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমে শীতল ও অবশ হইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, তত্রাচ মৃণালকে ত্যাগ করিতে পারিব না।

প্রভাত আর হয় না, আমার মৃণাল কি আর জীবিত নাই? তবে সে আমার কাতর স্বর শুনিতে পায় না কেন? সে তো কখনও আমার ডাক না শুনিয়া থাকে না। আমি তাহার অবশ দেহ হৃদয়ে আরও টানিয়া লইলাম।

অবশেষে সেই কাল রাত্রির অবসান হইল। ক্রমে পূর্ব্ব দিক পরিষ্কার হইল, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের ও অবসান হইল। ক্রমে পৃথিবীতে আলো দেখা দিল। আমি ব্যাকুল হইয়া আমার মৃণালের মুখের দিকে চাহিলাম;—সে আমার মৃণাল নয় অপর একটী স্ত্রীলোক।

স্বামী পূজা

স্নেহেতে বিমলে বড় ভাব। এই সবে এক বৎসর মাত্র তাহাদের বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের প্রথম বৎসর যেরূপ প্রেমের প্রবলতা থাকে, তেমনটী আর কখনও থাকে না। বিবাহের প্রথম বৎসর যেমন সুখে কাটে, তেমন সুখে পরে কাটিলেও সে সুখের মধ্যে সে মধুরতা টুকু থাকে না। স্নেহ ও বিমল বড় সুখেই আছে।

এ সংসারে সকল সুখেই বাদ পড়ে; এমন যে গোলাপ তাহাতেও কাঁটা আছে। স্নেহের যৌবন-লাবণ্য যত দিন দিন বাড়িতে লাগিল, বিমলের মনে ততই অশান্তি জন্মিতে লাগিল। স্নেহ তাহার দেবরের সহিত যেন অধিক ঘনিষ্টতা দেখায়, সে চারুর সহিত অধিকক্ষণ থাকিতে ভাল বাসে,—সে যেন আর বিমলকে তত ভাল বাসে না। হয়তো বিমলের হৃদয়ে বিদ্বেষ-রাক্ষস আসিয়া তাহার মনে এই সকল মিথ্যা বিভীষিকার উদয় করিয়া দিতেছিল। বিদ্বেষের মত মানবের সুখের শত্রু আর কেহ নাই। সুখের সংসারে বিদ্বেষ প্রবেশ করিলে সে সংসার ছারখার করিয়া যায়। বিমলের এমন সুখেও দুঃখের মেঘ উদিত হইল; তাহার হৃদয়ে দিন দিন বিদ্বেষ প্রবল হইতে আরম্ভ করিল,—তিনি দিন দিন মনে নানা কুভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নে কালিমার দাগ পড়িল, বদনে বিষাদের মেঘ দেখা দিল,—শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করিল।

যেন কি এক বিষাক্ত কীট তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হৃদয় তিল তিল করিয়া কাটিয়া ফেলিতে লাগিল।

স্নেহ ইহার কিছুই বুঝিতে পারে না। তাহার বিমল আর সে বিমল নাই, এই বুঝে। কেন তাহার বিমলের এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল,—তাহা ভাবিয়া পায় না। বিমলকে জিজ্ঞাসা করিলে চক্ষু আরক্ত হয়, তাঁহার মুখ হইতে যেন কি এক আগুণ বাহির হইতে থাকে। স্নেহ বিমলের সে মূর্ত্তি দেখিলে ভয় পায়,—সে ভয়ে আর কোন কথা কয় না। আদর করিতে গেলে,—কথা কহিতে গেলে,—স্বামী বিরক্ত হন দেখিয়া সে হৃদয়ের কষ্ট হৃদয়ে গোপন করিয়া মুখ লুকাইয়া শয়ন করে। উভয়েই উভয়কে বুঝিতে পারে না।

*　　　*　　　*

বিমলের হৃদয়ের প্রকৃত ভাব আর এক জন বুঝিল। সে বাটীর শ্যামী ঝি। শ্যামীর বয়স অল্প, সে বিধবা,—চিরকাল পাপে বর্দ্ধিতা। অনেক দিন হইতে তাহার বিমলের প্রতি দৃষ্টি ছিল। বিমল বড় ভাল ছেলে, তাই সে সাহস করিয়া বিমলকে কিছু বলিতে পারিত না। নিজের মনের ভাব মনেই গোপন রাখিত। এত দিন পরে সে দেখিল বড় সুবিধা। পাপ নিজ বিদ্বেষ-অস্ত্র দ্বারা বিমলের হৃদয়স্থ প্রেমকে নষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে সে হৃদয়ে পাপের সিংহাসন স্থাপিত হইবে। এই তো সুবিধা;—সে স্নেহের সর্ব্বনাশের আয়োজন করিল।

স্নেহ স্বামীর হৃদয়ের ভাব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া স্বামীকে নিজ হৃদয়ের দুঃখ জানাইয়া এক খানি পত্র লিখিতে বসিল। স্বামী যে মুখে বলিলে কিছু শুনেন না,—মুখে যে সকল কথা আসে

না। পত্র লিখিলে তিনি কি পড়িবেন? পড়িবেন বই কি,—তা না হইলে তাহার হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়া যায়। তাহার বিমলের এমন হইল কেন? কিন্তু কয়েক লাইন লিখিয়া সে আর লিখিতে পারিল না, কি লিখিবে ভাবিয়া পাইল না। অন্য সময়ে আবার লিখিবে ভাবিয়া পত্র খানি পুস্তকের ভিতর রাখিয়া দিল।

সর্ব্বনাশী শ্যামী সন্ধানে সন্ধানে ছিল; সে সেই পত্র খানি চুরি করিল। এত দিনে সেই পত্র খানি দ্বারা তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। সে কোন গতিকে এক দিন সেই পত্র খানি বিমলের সম্মুখে ফেলিল, যেন হঠাৎ হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া তৎক্ষণাৎ তুলিয়া লইল। বিমল সকল বিষয়েই এক্ষণে সন্দিগ্ধ। শ্যামীকে ত্রস্তভাবে পত্র খানি তুলিয়া লইয়া লুকাইতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শ্যামী ও কিরে?"

শ্যামী। ও কিছুই নয়, বড় বাবু।

বিমল। কার চিটি দেখি।

শ্যামী। ছোট বাবুর চিটি।

বিমল। কে দিয়েছে?

শ্যামী। সে আর আপনার শুনে কাজ নেই।

অমনি বিমলের হৃদয়ের মধ্য দিয়া যেন বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল,—বিমল লম্ফ দিয়া গিয়া শ্যামীর হাত ধরিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে পত্র খানি কাড়িয়া লইয়া পড়িলেন।

প্রাণনাথ,

তোমার স্নেহ কি অপরাধ করেছে যে তার উপর রাগ করেছ? বল কি কল্লে তোমার সন্তোষ হয়। যার জন্য প্রাণ দিতে পারি, তার বিষণ্ণ মুখ কি আমার সয় নাথ—

বিমল বিদ্বেষের তাড়নায় হিতাহিত জ্ঞান রহিত হইলেন,—পত্রে কাহারও নাম নাই, তবে স্নেহের হাতের লেখা। স্নেহ পত্র কাহাকে লিখিতেছিল—তিনি তাহাও বিবেচনা করিলেন না।—তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি রাগতসিংহের ন্যায় সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

* * * *

"দেখাতে পারিস ?"

বিমল এই কথা বলিয়া সবলে শ্যামীর হাত ধরিলেন। শ্যামীতো এই চায়। এই স্পর্শসুখ লাভের জন্য যে, সে সকলই করিতে পারে।

সে ধীরে ধীরে বলিল" "পারি বই কি।"

বিমল। তবে দেখা, আজই দেখা।

শ্যামী। আজ কেমন করে হবে ? কাল তুমি আমার ঘরে এসে লুকিয়ে থেক, সেই সময় আমি বৌ দিদি ডাক্‌চে বলে ছোট বাবুকে তার ঘরে ডেকে দেব।

বিমলের আর সহ্য হইল না। তিনি যে স্নেহকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিল। তিনি দুই হস্তে শ্যামীর গলা জড়াইয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

* * * *

স্নেহ স্বামীর পার্শ্বে নিদ্রা যাইতেছিল। সহসা কি স্বপ্ন দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। দেখিল বিমল গৃহ মধ্যে পদচারণ করিতেছে,—তাঁহার হাতে এক শাণিত ছুরিকা। প্রদীপের

আলোকে ছুরিকা মধ্যে মধ্যে ঝক ঝক করিয়া উঠিতেছে। সে স্বপ্ন দেখিতেছিল যেন তাহায় গলায় বিমল ছুরিকা বসাইতেছেন, তাই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াও স্বামীকে এইরূপ ভাবে পদচারণ করিতে দেখিয়া সে একেবারে স্তম্ভিত ও ভীত হইল। সে যে বালিকা মাত্র। বিমল ধীরে ধীরে তাহার নিকটে আসিলেন, বাম হস্তে তাহার চিবুক ধরিয়া তাহার মুখ খানি তুলিলেন, বহুক্ষণ একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে একবারে কাঁদিয়া উঠিলেন। এতক্ষণে স্নেহের কথা ফুটিল। সে বলিল, "বিমল? বিমল? তোমার কি হয়েছে আমায় বল।" অমনি লম্ফ দিয়া আসিয়া বিমল তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন, "রাক্ষসি! আর ছলনায় কাজ নেই, তুই যে এখনও শিশু। ছি! ছি! স্ত্রীলোক কে চেনা যায় না। কে ভাবিয়াছিল যে এই ক্ষুদ্র বালিকা এরূপ কুলটা, এরূপ শঠ, এরূপ বিশ্বাসঘাতিনী,—আর মুখ দেখ, যেন সরলতা মাখা। এ সংসারে স্ত্রীলোকের মায়া বুঝা যায় না। তোর কিছু প্রার্থনা থাকে, বল্।"

স্নেহ বহুক্ষণ স্বামীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিল; তৎপরে ধীরে ধীরে অতি কাতরে কহিল, হ্যাঁ একটী ভিক্ষা আছে। মরিতে আমি অনিচ্ছুক নই। তোমার যদি তাতে সন্তোষ হয়, তবে আমি মরিব বই কি! তবে এই ভিক্ষা আজ রাত্রিটা ক্ষমা কর; কাল প্রাতে স্নান করে, তোমায় পূজা করে আমি নিজেই মরিবার জন্য প্রস্তুত হব। এই আমার ভিক্ষা।

বিমল। আচ্ছা, তাই হবে। তোমার প্রাণের আশা ত্যাগ কর।

স্নেহ। প্রাণ আর কাহার জন্য রাখিব? দুইজনে নীরবে সে রাত্রি কাটাইলেন।

* * *

অতি প্রত্যুষে স্নেহ স্নান করিতে গেল। স্নান করিয়া সে বাগান হইতে নানা ফুল তুলিয়া আনিল। সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কাপড় খানি পরিধান করিল, বেশ করিয়া সিঁতায় সিন্দূর দিল,—তৎপরে মন্দ মন্দ গমনে ধীরে ধীরে স্বামীর সম্মুখে আসিয়া বসিল।

বিমল পালঙ্কে বসিয়া একদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন, স্নেহ কি করিতেছিল, তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। সে স্বামীর পদতলে সমস্ত ফুলগুলি অঞ্জলী দিল, স্বামীর পদধূলি মস্তকে লইল,—তৎপরে স্বামীর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল, "নাথ? ছুরিখানি দাও অভিষেক করিয়া দি।" এতক্ষণে বিমলের চৈতন্য হইল,—বা সম্পূর্ণ চৈতন্য হইল। স্নেহ কি করিতেছে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না,—কেমন আপনা আপনিই ছুরিকা খানি তাহার হাতে দিলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে স্নেহ পাগলিনীর ন্যায় লম্ফ দিয়া উঠিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে সে নিজের গলায় ছুরি বসাইল। শরীর হইতে মস্তক প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইল, তীব্র বেগে রক্ত ছুটিল,—সে স্বামীর চরণ-তলে রক্তে লুটিয়া পড়িল।

নির্ব্বোধের ন্যায় একদৃষ্টে বিমল এই ভীষণ লোম-হর্ষণ কাণ্ডের দিকে চাহিয়া ছিলেন। এতক্ষণে তাঁহার সংজ্ঞা হইল। তিনি বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—তাঁহার চীৎকার দূরে দূরে প্রতিধ্বনিত হইল। তিনি বলিলেন, "স্নেহ, স্নেহ, করিলে কি?"

স্বামীর সাদরসম্ভাষণে যেন স্নেহের ছিন্ন মস্তকে প্রাণ আসিল, তাহার বদনে হাসি দেখ দিল,—সে বলিল, "আমি তোমারই।"

পাগলের ন্যায় বিমল যাইয়া স্ত্রীর অবশ দেহ ক্রোড়ে করিয়া তুলিলেন,—স্নেহ আর নাই।



লক্ষ টাকা।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

—***—

দুই প্রহর, আকাশ হইতে সূর্য্যদেব অগ্নি বর্ষণ করিতেছেন,— চারি বন্ধুতে আসিয়া বিস্তৃত প্রান্তরস্থিত বটবৃক্ষনিম্নে উপবিষ্ট হইলেন,—একজন বলিলেন, "আঃ কি রৌদ্র!" অপরে বলিলেন, "ঐ বোধ হয় সে দুর্গ, কি বল, রাম?" রাম উত্তর করিলেন, "ঐ বোধ হয়, একজন চাষা এই দিকে আস্‌চে, ওকে জিজ্ঞাসা করা যাক।"

কিয়ৎক্ষণ পরে কৃষক নিকটস্থ হইলে রাম বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু ঐ টেই কি শৈলেশ্বরের গড়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ মশায়।"

বন্ধুদিগের মধ্যে একজন কহিলেন, "বাপু, যদি তোমার কাজ বেশী না থাকে তাহলে এই ছায়ায় বসে একটু জিরোও, আমাদের ঐ গড়ের বিষয়ে কিছু জান্‌বার আছে।"

"আচ্ছা, তা বস্‌চি, আপনারা কারা?"

রামবাবু। এঁর নাম অখিল বাবু, ওঁর নাম ভুবন বাবু, ওঁর নাম রমেশ বাবু, আর আমার নাম রাম। আমরা চারিটী বন্ধু ঐ গড়ের নানা কথা শুনে একবার দেখ্‌তে এসেছি।

কৃষক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "বুঝেছি, বাবুরা ঐ গড়ের টাকার কথা শুনে এসেছেন।"

রমেশ। তোমরা কি টাকার বিষয় জান?

অখিল। একথাটা কি সত্যি?

কৃষক। চিরকাল শুনে আসচি যে,—ঐ গড়ের মধ্যে বাহিরের একটা ঘরে অনেক টাকা আছে।

রমেশ। কত টাকা হবে?

অখিল। লাক টাকা, কি বল, লাক টাকা, এর কিছু শুনেছ?

কৃষক। ঐ রকম শুন্‌তে পাই।

রাম। আচ্ছা, তবে ঐ টাকা কেউ নেয়না কেন?

ভুবন। ওখানে ভূত আছে তাকি সত্যি?

কৃষক। বাবু, অত কিছু আমি জানি না, শুনেছি ওখানে টাকা আছে,—যক্ষির টাকা বলে আমরা কখন ওর কাছেও যাইনে।

অখিল। তোমরা চাষা লোক, তোমাদের ভয় পাইবারই কথা; কিন্তু আর কেউ টাকার সম্বন্ধে এসেছে দেখেছ?

কৃষক। একজন! তোমাদের মত কত বাবু এসেছে।

রাম। তারা টাকা নিতে পারে নি?

কৃষক। না।

ভুবন। কেন?

কৃষক। কেন! যে ওখানে যায় সে আর ফিরে আসে না।

অখিল। কোন লোক জন ওখানে আছে?

কৃষক। কেউ না, বাবু এখন আমি চল্লাম। আপনারা কেন ওখানে যাবেন, গেলে আর ফিরবেন না।

এই বলিয়া কৃষক প্রস্থান করিল। সে যাইতে না যাইতে

বন্ধুগণ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। ভুবন বাবু বলিলেন, "মানুষের কুসংস্কার!"

অখিল। আমি আশ্চর্য্য হচ্চি, মানুষ এখনও ভূতের ভয় করে?

রমেশ। দেখা যাবে ভূতের কটা হাত কটা পা।

রাম। সকলে এক সঙ্গে যাবে,—না, একে একে?

অখিল। একে একে যেতে হবে, তা না হলে লোকে আমাদের কাপুরুষ বল্‌বে।

ভুবন। সেই ঠিক কথা,—এক জন না পারে, তখন আর এক জন চেষ্টা কর্ব্বে।

রাম। তবে অখিল আগে যাও।

অখিল। বেশ আমিই যাব। তোমাদের আর কষ্ট পেতে হবে না। যখন লাক টাকা এনে সমুখে ফেলে দেন, তখন অন্য কথা,—এখন এই পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তখন অখিল বাবু মহাদর্পে উঠিয়া শৈলেশ্বরের গড়ের দিকে চলিলেন, বন্ধুগণ তাঁহার অপেক্ষায় সেই বৃক্ষনিম্নে বসিয়া রহিলেন।

গড়ের নিকট আসিয়া দেখিলেন সেটী একটী ভগ্নস্তূপ মাত্র। তাহাতে অসংখ্য বৃক্ষ জন্মিয়া জঙ্গলাকীর্ণ হইয়াছে। একটী

অর্দ্ধভগ্ন সিংহদ্বার, গড়ের চারিদিকে জলপূর্ণ খাল, কেবল দ্বারের সম্মুখে জল নাই। তিনি কষ্টে স্পষ্টে খাল পার হইয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি গড়ের বাহ্যিক ভাব দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে ইহার ভিতর জন প্রাণী নাই, কিন্তু ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার সে ভ্রম দূর হইল, তিনি দেখিলেন সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, মধ্যস্থানে নানা দোকানে সজ্জিত বাজার, অসংখ্য নর নারী কেনা বেচা করিতেছে। তিনি এই সকল দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চারিদিকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন, প্রথমে ভীত হইয়াছিলেন, প্রথমে ভাবিলেন এ সমস্তই মায়া, ভূতের কাণ্ড; কিন্তু তিনি ভূত বিশ্বাস করিতেন না, বিশেষতঃ এই সকল লোক স্পষ্টই মানুষ, মানুষের মত বেশভূষা, মানুষের মত কথাবার্ত্তা, তাঁহার সঙ্গে ইহাদের কোনই প্রভেদ নাই। তিনি তখন ভাবিলেন যে, গ্রামী লোক নিতান্ত মূর্খ বলিয়াই তাহারা ভয়ে এই স্থানে আসে না, আবার ভাবিলেন, গ্রামী লোকদিগকে দোষ দি কেন, এই সকল লোকের মধ্যে নিশ্চয়ই গ্রামী লোক অনেক আছে। কোন দুষ্ট কৃষক তাহাদিগের সহিত উপহাস করিয়াছে, তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে আবার যদি তাহার দেখা পান তবে তাহাকে উত্তম মধ্যম প্রহার দিবেন।

চারিদিকে ঘুরিয়া তিনি সকল দেখিলেন, তৎপরে টাকা কোথায় আছে তাহাই সন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি সত্বরই দেখিতে পাইলেন যে বাজারের মধ্যস্থলে এক স্থলে স্তূপাকার করিয়া টাকা ঢালা আছে এবং উহার নিকট এক প্রস্তর খণ্ডে লিখিত, "লক্ষ টাকা, যে পার লও।" অখিল বাবু ভাবি-

লেন, "এ লওয়া আর আশ্চর্য্যটা কি?" কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই টাকা বাজারের মধ্যে পড়ে আছে অথচ কেউ লয় নাই। আমি জানি একজন একটা দিব্য দিয়াছিল বলিয়া কেহ আর সে কার্য্যটা করিত না। "এ টাকা লওয়া আশ্চর্য্য কি? এখন মুটে ডেকে তুলে নিয়ে যাই।" এই ভাবিয়া অখিল বাবু মুটের সন্ধানে গেলেন। কিন্তু সমস্ত বাজার ঘুরিয়া একটীও মুটে দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায় এখানে মুটে কোথায় পাওয়া যায়?" তিনি চমকিত হইয়া ফিরিয়া বলিলেন, "আপনাকে এখানে নূতন আগন্তুক দেখিতেছি। বেলা গিয়াছে, এখন তো আর মুটে পাবেন না। যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলি।"

অখিল। বলুন না, তার জন্য আর এত কথা কেন?

ব্যক্তি। আপনাকে এখানে নূতন দেখিতেছি, আজ রাত্রে কোথায় থাকিবেন?

অখিল। আপনার কাছে বলিতে কি, গড়ের বাহিরে আমার কয়টী বন্ধু আমার জন্য অপেক্ষা কচ্চেন,—যেখানে থাকি আমরা সকলে এক সঙ্গে থাকিব।

ব্যক্তি। সন্ধ্যা হইয়াছে,—এখন এখান হ'তে একলা যাওয়া ভাল নয়—এ যায়গা বড়ই খারাব।

অখিল। আমি তার জন্য বড় ভীত নই,—তবে আজ কোন কাজ হ'ল না বলেই দুঃখিত হয়েছি।

ব্যক্তি। আপনার এখানে আস্‌বার উদ্দেশ্য কি শুনিতে পাই?

অখিল। আর গোপনের ফল কি? এখানে যে লাক টাকা আছে তাই নিতে আমি এসেছি।

ব্যক্তি। ওঃ—আপনার নাম কি অখিল বাবু?

অখিল। আপনি কেমন করে জানলেন?

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমার নাম রামনারায়ণ তর্কবাগীশ। আমিই যক্ষির ঐ টাকা রক্ষা কচ্চি—যক্ষি আমাকে বলেছিলেন যে আপনি এলে আপনাকে ঐ টাকা দিতে; ও টাকা আপনারই।

অখিল। আমাকে আপনি কেমন করে চিনিলেন?

তর্কবাগীশ। গণনার দ্বারা।

অখিল। ও টাকা আর কেউ নিতে পারে না কেন?

তর্কবাগীশ। যক্ষি টাকা আপনাকেই দিয়াছেন, অথচ প্রকৃত আপনি কে তাহা জানিবার জন্য আর আপনাকে এখানে আনিবার জন্য ঐ টাকা আমাকে বাজারের মধ্যে রাখিতে বলেন বাজারে লাক টাকা পড়িয়া আছে এ কথা শীঘ্রই দেশে দেশে রটিবে, আর সেই টাকার সন্ধানে আপনার আসা সম্ভব।

অখিল। আর কেউ টাকা নিতে পারে নি কেন?

তর্কবাগীশ। ব্যস্ত হইবেন না, সকল কথাই বলিতেছি যক্ষি এরূপ করিয়াছেন যে আপনি ব্যতীত আর যে কেউ ঐ টাকায় হাত দিবে অমনি তাহার হাত পুড়িয়া যাইবে।

অখিল। আমার প্রতি যক্ষি এত সন্তুষ্ট কেন বলিতে পারেন?

তর্ক। কারণ আপনি সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত ব্যক্তি, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এমন আর কেহই নাই।

নিজের প্রশংসা তাহাতে টাকা পাইবার আশা, অখিল বাবুর হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। তিনি ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "তবে মশায় চলুন, টাকা দিবেন চলুন। আপনি এতদিন আমার টাকা পাহারা দিয়া রাখিয়াছিলেন, আপনাকে অবশ্য উপযুক্তরূপ সন্তুষ্ট করিব।" ব্রাহ্মণ উত্তর না দিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন।

ব্রাহ্মণ বাজারের দিকে যান না দেখিয়া অখিল বাবু বলিলেন, "মশায়, কোথায় যান, টাকা যে বাজারে।"

তর্ক। সন্ধ্যার পর আর টাকা বাজারে থাকে না। আমার বাড়ীতে সিন্ধুকে রাখা হয়, আবার দিন হলে বাজারে রাখা হয়।

অখিল বাবু আর কোন কথা না কহিয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাটী সুন্দর একটী অট্টালিকা, চারিদিকে পুষ্পোদ্যান, বৃক্ষে বৃক্ষে বিহগিনীগণ সন্ধ্যার সঙ্গীত গাইতেছে।

অখিল বাবু স্ফীত বক্ষে গম্ভীরভাবে ব্রাহ্মণের সঙ্গে বাটী প্রবিষ্ট হইয়া একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যস্থ একটী লৌহসিন্ধুক উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন, "অখিল বাবু এই দেখুন, আপনারই টাকা।"

অখিল। বার করুন, বার করুন।

ব্রাহ্মণ। এখন কেমন করে নিয়ে যাবেন, এখন মুটে পাওয়া যাবে না, অপর রাত্রে এত টাকা নিয়ে যাওয়া কিছু নয়। এ যায়গা বড়ই খারাব।

অখিল। আপনি ঠিক বলেছেন। এত টাকা নিয়ে যেতে দিনের বেলায়ও আমার সঙ্গে জন কতক দরওয়ান চাই।

ব্রাহ্মণ। তা সমস্তই কাল ঠিক করে দিব। তাহা হ'লে অনুগ্রহ করে আজ রাত্রি আমার বাড়ীতেই থাকুন।

অখিল বাবু টাকা পাইয়া ভাবিয়াছেন বড় লোক হইয়াছেন, এক্ষণে তিনি ভাবিলেন যে তিনি যদি ব্রাহ্মণের বাড়ী থাকেন তবে সে চরিতার্থ হইবে। এই ভাবিয়া গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "তাই হবে, সকালে আমার মুটে লোক জন ঠিক থাকা চাই।"

ব্রাহ্মণ। যে আজ্ঞা তাই হবে।

ব্রাহ্মণ যথাসাধ্য অখিল বাবুর সাদর অভ্যর্থনা করিলেন; চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ আহারে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন, তাঁহার জন্য সঙ্গীত বাদ্য হইল, নৃত্য গীত হইল, নানাবিধ আমোদের আয়োজন হইল। অখিল বাবু মহা পরিতুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে ভবিষ্যতে স্মরণ রাখিবেন বলিতে লাগিলেন। নৃত্য গীত বন্ধ হইলে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এখনও অধিক রাত হয় নাই, যদি ইচ্ছা করেন তো খানিকটা খেলা যায়।"

অখিল। ক্ষতি কি, সময় তো কাটান চাই।

খেলা আরম্ভ হইল, কিন্তু দুই একবার খেলার পরই ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আর খেলায় কাজ নাই, আপনি খেলিতে জানেন

না।” ইহাতে অখিল বাবু মহা রাগত হইয়া বলিলেন, “কি বল্লি, বামন, আমি খেল্‌তে জানি নে!” অন্যান্য যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা অখিল বাবুকে স্থির হইতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, “গোলযোগে কাজ কি? বাজি রাখিয়া খেলুন, তাহা হইলেই জানা যাইবে কে খেলিতে পারে কেই বা না পারে?”

অখিল। খুব ভাল কথা। বামন, আমার টাকা থেকে দশ হাজার টাকা নিয়ে এস।—তোমার টাকা আছে?

ব্রাহ্মণ। টাকা না থাকিলে আপনার সঙ্গে খেলিতে চাই?

তর্কবাগীশ মহাশয় টাকা আনিতে উঠিয়া গেলেন; খেলায় মহা সমর হইবে প্রত্যাশা করিয়া অসংখ্য লোক সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে অখিল বাবু সম্রাটের ন্যায় বুক ফুলাইয়া বসিয়া রহিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

খেলার বাই এমন নহে! প্রথম প্রথম অখিল বাবু প্রতি হাতে জিতিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “তবে আর আমাকে পায় কে, আরও এক লাক টাকা অন্ততঃ জিতিব; তাদের সম্মুখে দু লাক টাকা দিয়ে ফেল্‌তে পার্‌লে তাহারা একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে—সকলই কপাল, ভাই, সকলই কপাল!” কিন্তু এই চিন্তার পর হইতেই

অখিল বাবু হারিতে আরম্ভ করিলেন, তিনি যত হারেন, ততই তাঁহার মন খারাব হইতে লাগিল, মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল, তিনি ক্রমেই বাজীও বাড়াইতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা হারিলেন; তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, "মহাশয়, আর খেলিবেন না, আপনার পড়তা খারাব হইয়াছে; আর যদি খেলেন তবে সমস্তই হারিবেন, বরং কাল আবার দেখা যাবে।" কোথায় দুই লাক টাকা লইয়া যাইবেন, না ৫০ হাজার! অখিল বাবু ভাবিলেন, "খেলায় হার জিত দুই আছে। কখনও বা হারিতে হয়, কখনও বা জিতিতে হয়, যা হউক আর একবার খেলে অদৃষ্ট পরীক্ষা করে দেখা যাক। আবার খেলা আরম্ভ হইল, একবার অখিল বাবু জিতিলেন, পর বারেও জিতিলেন, তিনি ভাবিলেন, "পড়তা আবার পড়িয়াছে, আর তাঁহাকে হারায় কে?" কিন্তু আবও ভাবিলেন, "কি জানি যদি পড়তা, আবার খানিক ক্ষণ পরে না থাকে, শীঘ্র শীঘ্র জিতে নেওয়াই আবশ্যক। এবারকার খেলাতো আমার—এই বারেই লাক টাকা জিতে নেওয়া যাক্।" এই বলিয়া তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এবার আমার বাজী লাক টাকা।" সকলে তাঁহার দিকে চাহিল; ব্রাহ্মণ এক্ষণে খেলায় নিরস্ত হইয়া বলিলেন, "মশায়, এত টাকা একেবারে ধরিলেন?" অখিল বাবু হাসিয়া উঠিলেন, "হা, হা, হা, বোঝা গেছে, ঠাকুর, তোমার এত টাকা বাজী ধরার যো নেই।"

ব্রাহ্মণ। সে জন্য নয়, এই দেখুন টাকা আছে। আপনার ভালর জন্যই বল্‌চি।

অখিল ! আমার জন্য তোমার মাথা খারাব করবার কিছু প্রয়োজন নেই।

অন্যান্য যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "মহাশয় ! হার জিত কারও হাত ধরা নয়। এত টাকা একেবারে ধরে ফল কি ?" অখিল বাবু রাগত হইয়া বলিলেন, "আমার পাটা আমি যদি লেজের দিকে কাটি তাতে তোমাদের কিহে বাপু ?" আর কেহই কোন কথা কহিলেন না, খেলা আরম্ভ হইল।

অখিল বাবু হারিলেন। তিনি একবার চারিদিকে চাহিয়া কপাল হইতে ঘর্ম্ম মুছিলেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে, মস্তকস্থ কেশ এক একটী যেন স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ব্রাহ্মণকে উঠিতে দেখিয়া তিনি উন্মত্তের ন্যায় তাঁহার হাত ধরিলেন বলিলেন, "যাও কোথা, খেল।" ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "টাকা কোথায় ?"

অখিল। টাকা নেই, আমি তো আছি। বসো, খেল, আমি এবার নিজেকে ধর্‌লাম, আমার দাম লাক টাকার নীচে নয়। যদি আমি জিতি তবে তোমাকে লাক টাকা দিতে হবে।

ব্রাহ্মণ। আপনার দাম কত কেমন করে জানিব ? লাক টাকা সামান্য টাকা নয় !

অখিল। তুমি ঠাকুর, তুমি তো জান পৃথিবীর মধ্যে আমি সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত লোক,—আমার দাম লাক টাকা ! কোটি টাকা, আমি সে কথা এখন না ভেবে লাক টাকারই বাজী রাখ্‌ছি।"

ব্রাহ্মণ আবার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তবে বসুন।" আবার নীরবে খেলা চলিল, অবশেষে অখিল বাবু হারিলেন।

তখন তিনি জুয়াচোরের হাতে পড়িয়াছেন বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং ব্রাহ্মণকে কটুকাটব্য বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার দুঃখে কেহই সহানুভূতি প্রকাশ করিল না, সকলে হাসিতে হাসিতে তথা হইতে চলিয়া গেল। আর টাকা পাইবার আশা নাই দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অখিল বাবুও ব্রাহ্মণের বাটী ত্যাগ করিতেছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁহার হাত ধরিলেন, বলিলেন, "বাপু, কোথা যাও, তুমি তো এখন আমার।" অখিল বাবু কোন কথা না কহিয়া সেই খানে বসিয়া পড়িলেন, তখন কৃষকের কথা মনে পড়িল, তখন ভাবিলেন কৃষক সত্য বলিয়াছিল এখানে যে আসে সে আর ফিরে না, হায়, হায়, তাঁহার অদৃষ্টে কি এই ছিল! তখন ব্রাহ্মণ তাঁহার কয়েকজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "একে এখান থেকে নিয়ে যাও।"

ভৃত্য। একে কি কাজ কর্ত্তে দিব?

ব্রাহ্মণ একটু ভাবিয়া বলিলেন, "মেথরের কাজ।" শুনিয়া অখিল বাবু ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; ভৃত্যগণ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—०●००—

দুই দিন গেল, তবুও অখিল বাবু ফিরিলেন না। বন্ধুগণ সে দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃক্ষনিম্নে বসিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আসিলেন না দেখিয়া নিকটস্থ গ্রামে এক দোকানে

বাসা লইয়াছিলেন, দুই দিন কাটিয়া গেল, তবুও অখিল বাবু ফিরিলেন না দেখিয়া ক্রমে বন্ধুত্রয় গ্রামবাসীদিগের কথা বিশ্বাস করিতে লাগিলেন; ভুবন বাবু বলিলেন, "এখানকার লোকেরা যা বলে তাই ঠিক, নিশ্চয়ই ওখানে ভূত আছে, যে যায় তার ঘাড় মটকাইয়া দেয়।"

রমেশ। ফু! ভূত! দেখ্‌লেও তো বিশ্বাস করিনে।

রাম। যখন বিপদ আছে, তখন কাজ কি ভাই আর টাকার লোভে একজনকে তো হারালেম।

রমেশ। তোমরা যদি এমনই কাপুরুষ হও, তোমরা যেও না,—কিন্তু আমি তো যাবই যাব। টাকার জন্যে না হয়, এই রহস্য ভাঙ্গিবার জন্য অন্ততঃ আমি যাব।

রমেশ বাবু বন্ধুদ্বয়ের বারণ শুনিলেন না, পর দিবস প্রাতে শৈলেশ্বরের গড়ের দিকে যাত্রা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি গড়ের নিকটস্থ হইয়া আসে পাশে চারিদিক বেশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, কোথাও কিছু নাই, কেবলই ভগ্ন স্তূপ ও জঙ্গল। তিনি ভাবিলেন, "অখিল এসেছিল রাতে রাতে, রাতে অনেকে তাকে মার্ত্তে পারে, সম্ভবতঃ ডাকাত এখানে আছে। কিন্তু আমার সঙ্গে সে চালাকি চল্‌বে না, আমি অখিলের মত হাবা নই, আমি একটা সাতনলা পিস্তল এনেছি, আর যদি সত্য সত্যই ভূত হয়, তবে এখন তো দিন, দিনে কখনই ভূতে আমার কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না।" তিনি এই ভাবিয়া অবশেষে বুকে সাহস বাঁধিয়া খাদ পার হইলেন, সিংহ দ্বারের মধ্য দিয়া গড়ে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তিনি দেখিলেন অনতি দূরে আর একটী তাঁহারই ন্যায় যুবক গড়ে প্রবেশ করিতেছে।

তাঁহাকে দেখিয়া যুবক দাঁড়াইলেন, এদিকে রমেশ বাবুও তাঁহার নিকটে আসিলেন, তখন সেই যুবক হাসিয়া বলিলেন, "আপনিও বোধ হয় আমার মত পাগল, টাকার সন্ধানে এসেছেন ?"

রমেশ। আজ্ঞে হাঁ, আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি ?

যুবক। অবশ্য পারেন বই কি ? কিন্তু আমিও আপনার নিকট সে অনুগ্রহের প্রত্যাশা করি। আমার নাম শ্রীযাদব চন্দ্র মিত্র।

রমেশ। আমার নাম শ্রীরমেশচন্দ্র বসু।

যুবক। এখন এ ব্যাপারটা কি বলুন দেখি ?

রমেশ। কিছুতো বুঝতে পারিনে। দেশশুদ্ধ লোক এ টাকার কথা বলে, সুতরাং বোধ হয় টাকার কথাটা মিথ্যে নয়। তবে এও শুনা যায় যে কেউ টাকা নিতে পারেন না, যে নিতে আসে সেও আর ফেরে না।

যাদব। সে সব বাজে গল্প বোধ হয়।

রমেশ। তাই বা কেমন করে বল্‌ব। আমরা চারবন্ধুতে এই টাকার সন্ধানে এসেছি। আমাদের একটি বন্ধু প্রথম টাকার সন্ধানে এই গড়ে আইসেন।

যাদব। তার পর ?

রমেশ। তার পর আজ তিন দিন হ'ল তাঁর আর কোন সন্ধান নাই।

যাদব। তিনি টাকা নিয়ে অন্য পথে সরে পড়েন নি তো।

রমেশ। না, মশায়, তা কখনই হতে পারে না। আমরা সব প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছি।

যাদব। টাকা ভয়ানক জিনিস, এর জন্যে ছেলেয় আর বাপে কাটাকাটি হয়। এখনই সত্য মিথ্যা জানা যাবে। চলুন সন্ধান করা যাক।

রমেশ। প্রথমেই একটা কথা হ'লে ভাল হয় না।

যাদব। বলুন।

রমেশ। দেখুন, আমরা দুজনেই লাক টাকার আশায় এখানে এসেছি, এখন ঘটনাক্রমে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হ'ল, দুজনে এক সঙ্গে যাচ্চি, পাই তো দুজনেই পাব, আগেই একটা ভাগের বন্দোবস্ত কর্‌লে হয় না? পরে বিবাদটা কিছু নয়।

যাদব। বেশ কথা, আপনিই বলুন কি রকম বন্দোবস্ত করা উচিত।

রমেশ। তবে আসুন, এখানে বসে সে বিষয়ের বন্দোবস্ত করা যাক।

যাদব। বেশ, খানিকটা বিশ্রাম করাও হবে এখন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুইজনে একটী ভগ্ন স্তুপের উপর উপবিষ্ট হইয়া ভাগের বিবাদ মিটাইতে লাগিলেন; অনেক তর্ক বিতর্ক বাগ্ বিতণ্ডা হইল। যাদব বাবু সমান সমান ভাগ করিতে চান, রমেশ বাবু তাহাতে রাজি নন, অবশেষে দশ আনা ছ আনাই ঠিক হইল।

তখন যাদব বাবু বলিলেন, "ঢের বেলা হয়ে উঠ্‌ল, কিছু খেয়ে নিলে হ'ত না? কতক্ষণ খুঁজে তবে টাকা পাইব তার তো কিছুই নিশ্চয় নেই।"

রমেশ। তা হ'লে ভালই হ'ত, কিন্তু—

যাদব। আমি আগে থেকেই সে কথাটা ভেবেছিলাম, তাই কিছু সঙ্গে করে এনেছি, আসুন দুজনে আহার করা যাক।

রমেশ। আপনার উপর অনেক অত্যাচার কচ্চি।

যাদব। কিছুই নয়, এত আমোদ!

এই বলিয়া যাদব বাবু একটা ব্যাগ খুলিয়া আহারীয় বহির্গত করিতে লাগিলেন, পরে একটা বোতলও বাহির করিলেন, দেখিয়া রমেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "এটা কি?

যাদব। আপনার নিকট আর গোপনের আবশ্যক কি? ওট খুব ভাল হুইস্কি। বোধ হয় মদের উপর কোন প্রেজুডিস নেই।

রমেশ। না, তবে আমি কখন খাই না। খাওয়াটা অন্যায়ও মনে করি।

যাদব। আমারও মত ঠিক ঐ, কিন্তু আমি বলি যে সময় বিশেষে মদ একটু দরকার, যেমন ব্যেম হ'লে।

রমেশ। সে কথা আমিও বলি।

যাদব। আর যেমন এই রকম কোন ডিস্কভারি কর্ত্তে হ'লে ইংরেজেরা মদ খায় বলেই এত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দেশ ডিস্কভার কর্ত্তে পেরেছে। এই আপনি বলেছিলেন এখানে ভূতের ভয় আছে। ভূত থাকুক আর নাই থাকুক, ভূতের কথা শুন্‌লে মানুষের কেমন একটা ভয় হয়। কিন্তু যদি একটু মদ খান তবে কোনই ভয় করে না।

রমেশ। সেটা ঠিক।

যাদব। আবার দেখুন, এ সব কাজে বড়ই পরিশ্রম, এ একটু না খেলে শরীর বয় না!

রমেশ। হাঁ এ ত আমি স্বীকার করি।

দুইজনে আহার আরম্ভ করিলেন। যাদব বাবু বোতল খুলিয়া দুইবার পান করিলেন, অবশেষে একটু গ্ল্যাসে ঢালিয়া রমেশ বাবুকে দিলেন, তিনি বলিলেন, "আমায় ক্ষমা করুন, আমি কখনও খাই না।"

যাদব। মেডিসিনাল ডোজে খান, এতে আর তো মাতাল হ'তে হবে না। মাতাল হওয়াটাই অন্যায়। সত্য কথা বলিতে কি রমেশ বাবুর সুরাপানে ইচ্ছা হইয়াছিল, বিশেষতঃ নির্জ্জন স্থান, কোথায়ও জন প্রাণী নাই তিনি ভূতের কথা ভাবিবেন না মনে করিতেছেন, তত্রাচ সেই কথাই তাঁহার মনে হইতেছে, একটু একটু ভয় হইয়াছে, একটু মদ খাইলে যদি এ ভয় যায় তবে ক্ষতি কি, একটু বই তো অধিক পান করিবেন না; সুতরাং তিনি যাদব বাবুর অনুরোধ রক্ষা করিয়া প্রকৃত পক্ষে মেডিসিনাল ডোজে পান করিলেন, কিন্তু এই রূপ ডোজ প্রায় ৫।৬ বার গ্রহণ করা হইল। তখন দুই বন্ধুতে উৎফুল্ল হৃদয়ে টাকার সন্ধানে উঠিলেন।

গড়ের চারিদিকে ঘুরিলেন, প্রতি ভগ্ন স্তূপ দেখিলেন কিন্তু কোথায়ও টাকা নাই। ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুইজনে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, এদিকে রমেশ বাবু মস্তকে সুরার প্রাদুর্ভাবেই হউক বা যে কারণেই হউক চারিদিকে ভয়ানক ও বিকট শব্দ সকল শুনিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার ভয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল,

তখন তিনি বলিলেন, "যাদব বাবু, আর একবার বোতলটা বার কর্‌লে হয় না?"

যাদব। আপনি ঠিক বলেছেন, বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়া গেছে।

এবার রমেশ বাবু আর মেডিসিনাল ডোজে পান করিলেন না। গ্ল্যাস গ্ল্যাস উড়িয়া গেল, দুই জনে বোতলটা শেষ করিয়া উঠিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তখন কম্পিত পদে, বিঘূর্ণিত মস্তকে উভয়ে চলিলেন। একটা ভগ্ন স্তূপ পার হইয়াই তাঁহারা দেখিলেন একটী লোকাকীর্ণ বাজার। কি আশ্চর্য্য, এতক্ষণ এ বাজার দেখিতে পান নাই।

বাজারে অসংখ্য লোক কেনা বেচা করিতেছে, এবং বাজারের মধ্যস্থলে একস্থানে রাশি রাশি টাকা ঢালা রহিয়াছে। এ টাকা অখিল বাবুও একদিন দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা দুই জনে টলিতে টলিতে টাকার নিকট আসিলেন, রমেশ বাবু আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন, "মার দিয়া বাবা, কুচ পরোওয়া নেই, যাদব ভায়া আয় বাবা তোকে একবার চুমো খাই।"

তখন তাঁহারা দুইজনে দুইজনকে আলিঙ্গন করিয়া টাকার চারিদিকে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে যত টাকা দুই

জনে লইতে পারিলেন লইলেন, তৎপরে বাজার হইতে দুইটা লোক ধরিয়া তাহাদের মাথায় টাকা তুলিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কিয়ৎদূর গিয়া যাদব বাবু বলিলেন, "বাবা, এত টাকা পেয়ে একটু আমোদ না করে যাওয়া উচিত হচ্চে না।"

রমেশ। ঠিক বলেছ। এখন কোথায় আমোদ করা যায় বল দেখি।

যাদব। আমার সন্ধানে একটা বেশ মেয়ে মানুষ আছে চল, তার বাড়ী যাই।

রমেশ। কুচ পরওয়া নাই, চল বাবা।

কিছু দূর আসিয়া দুইজনে একটী সুন্দর অট্টালিকা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কষ্টে টলিতে টলিতে ধরিয়া ধরিয়া উপরে উঠিলেন। তাঁহাদের দেখিয়া একটী সুন্দর সাজে সজ্জিতা যুবতী দ্রুতপদে তাঁহাদের নিকটস্থ হইল, বলিল, "আজ আমার কি সৌভাগ্য!"

যাদব। না সুন্দরী, সৌভাগ্য তোমার নয়, সৌভাগ্য আমাদের। আমার বন্ধু রমেশ বাবু তোমার গুণ শুনে তোমার সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে এসেছেন?

যুবতী। দাসীর প্রতি ওঁর বিশেষ অনুগ্রহ

রমেশ। না, না—হ্যাঁ,—তা—আমি আপনার কেনা গোলাম।

যুবতী। আসুন, বস্‌বেন।

যাদব। যাও রমেশ, আমি আর একটী আলাপী লোকের সঙ্গে দেখা করে আসি। রমেশ বাবুর হাত ধরে নিয়ে যাও, গোলাপ।

গোলাপ তাহাই করিল। এ দিকে যাদব বাবু অন্যত্র গেলেন। গোলাপের গৃহে আবার বোতল উন্মুক্ত হইল, রমেশ বাবু পুনঃ পুনঃ সুরাপান করিলেন, তৎপরে একেবারে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন। এইরূপে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। পর-দিনও কাটিল, তার পরদিনও কাটিল। গোলাপের নিঃস্বার্থ ভালবাসায় রমেশ বাবু একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়া সমস্ত টাকা তাহার চরণারবিন্দে উৎসর্গীকৃত করিলেন। চারি দিন যাইতে না যাইতে রমেশ বাবু কপর্দ্দকশূন্য হইলেন, তখন কি মোহিনী শক্তির বলে টাকার সঙ্গে সঙ্গে গোলাপের ভালবাসাও অন্তর্হিত হইল, যে তাহার বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া সামান্য ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করাইয়া পদাঘাত করিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে রমেশ বাবু বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন,—কিন্তু কিয়দ্দূর গিয়া তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, আর এ মুখ দেখাইতে লজ্জিত হইলেন, আবার গড়ে ফিরিলেন। দুই তিন দিন অনাহারে কাটিয়া গেল, পরে উদরের জ্বালায় ভিক্ষা আরম্ভ করিলেন, এবং ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন তাহাতে সুরা ক্রয় করিয়া ঐ বিষ অহো-রাত্র পান করিয়া হৃদয়ের ক্ষোভ ও যন্ত্রণার লাঘব করিবার চেষ্টা করেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যাদবকে পাইলে তাহার সহিত একবার বোঝা পড়া করিবেন কিন্তু সেই পর্য্যন্ত আর যাদবের সাক্ষাৎ নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বন্ধুদ্বয় রমেশ বাবুর প্রতীক্ষায় এক সপ্তাহ কাটাইলেন, কিন্তু রমেশ বাবুর সন্ধান নাই ; তখন তাঁহাদের কি করা উচিত তাহাই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। একবার বন্ধুদ্বয়ের অনুসন্ধান না করিয়া তাঁহারা কেমন করিয়া দেশে ফিরিবেন ? তাঁহাদের বাড়ী যাইয়া কি বলিবেন ? এই সকল ভাবিয়া রাম বাবু ও ভুবন বাবু উভয়ে একত্রে একবার শৈলেশ্বরের গড়ের দিকে চলিলেন। সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র ও লইলেন, গ্রাম হইতে দুই একজন লোক সঙ্গে লইতেও ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই যাইতে সম্মত হইল না, তখন তাঁহারা অগত্যা দুই জনেই চলিলেন। কোনরূপেই রাত্রে থাকিবেন না স্থির করিয়া তাঁহারা অতি প্রাতে গড়ের দিকে যাত্রা করিলেন, পথে কেহ কাহারও সহিত কথা কহিলেন না ; রাম বাবু প্রকৃতই বড় ধর্ম্ম প্রিয় ছিলেন, তিনি সমস্ত পথ কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকে ডাকিতে ডাকিতে চলিলেন, আর ভুবন বাবু, তিনি মনে মনে টাকার কথা ভাবিতেছিলেন—যদি সেই খানে একটী সুন্দর বাড়ী থাকে, আর বাড়ীর মধ্যে টাকাগুলি ঢালা থাকে, আর একটী পরমাসুন্দরী যুবতী ঐ টাকা গুলি আমাকে আনিয়া আমার হাতে দেয়, আহা তাহ'লে কতই সুখ ! তিনি মনে মনে কতই গড়িতেছিলেন, আবার ভাঙ্গিতেছিলেন, আবার ভাঙ্গিয়া গড়িতেছিলেন। যাহাই হউক অবশেষে দুই বন্ধুতে সেই গড়ের সিংহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন ; তখন উভয়ের মনেই

কেমন ভয়ের উদ্রেক হইতে লাগিল, রাম বাবু বলিলেন, "ভুবন, চল ফিরিয়া যাই, দরকার নেই। যদি এ গড়ে প্রবেশ কল্লে আমরাও না ফিরি।"

ভুবন। কিন্তু রাম, এও হ'তে পারে যে এই গড়ের মধ্যে ভাল ভাল সুন্দরী যুবতী অপ্সরী সব আছে, তারা পুরুষ মানুষ পেলে ছাড়ে না।

রাম। তাতে কি?

ভুবন। কেন তেমন একটা অপ্সরী পেলে কোন্ শালা আর বাড়ী ফিরে যায়। বাড়ীতে এমন সুখটা কি আছে।

রাম। ছি ভুবন, আমাদের স্ত্রী পরিবার আছে, মা বাপ আছেন, আমরা সামান্য রমণীর যৌবনের জন্য সে সব ভুলে এখানে থাক্‌বো? না, চল ফিরে যাই।

ভুবন। আর এমনও তো হতে পারে যে এখানে কোন মহাত্মা ঋষি আছেন, যে এখানে আসে তিনি তাকে শিষ্য করে যোগ শিখান।

রাম। ঠিক বলেছ, তাও হ'তে পারে।

ভুবন। সে ঋষিকে অন্ততঃ দেখে যাওয়া আমাদের উচিত।

রাম। হাঁ, তার জন্যে যদি আমাদের এখানে থাক্‌তে হয় তবে তাহাতেও ক্ষতি নেই। ধর্ম্মের জন্য স্ত্রী পরিবার ত্যাগ তো কত্তিই হয়।

ভুবন। তবে আর সময় নষ্ট করে কাজ নেই চল। উভয়ে গড়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বহুক্ষণ চারিদিকে ঘুরিলেন, কোথায়ও কিছু নাই, কেবলই ভগ্নস্তূপ ও জঙ্গল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া

দুই বন্ধুতে ক্লান্ত হইয়া এক স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ উপবেশনের পর তাঁহারা নিকটে রমণীকণ্ঠনিঃসৃত করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। শুনিয়া উভয়েরই হৃদয় কম্পান্বিত হইল, রাম বাবু ভয়ে বন্ধুর হাত ধরিয়া বলিলেন "ঐ শোন, প্রকৃতই এখানে ভূত আছে, এস এখনও পালাই।"

ভুবন। মানুষ তো হতে পারে।

রাম। কোথায়ও তো মানুষের থাক্‌বার স্থান দেখি লাম না।

ভুবন। যে হোক বোধ হয় নিকটই হবে, এস দেখি। এত ভয় করা কিছু নয়।

এই বলিয়া ভুবন বাবু উঠিলেন, রাম বাবুও ঈশ্বরকে মনে মনে ডাকিতে ডাকিতে উঠিলেন, তাঁহারা পার্শ্বস্থ ভগ্নস্তূপ উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে জঙ্গলের অপর পার্শ্বে একটা পরমাসুন্দরী বালিকা ক্রন্দন করিতেছে, দেখিয়া রাম বাবু বলিলেন, "এ মানুষ নয়, মানুষ এমন সুন্দর হয় না।"

ভুবন। ভূতও নয়, কারণ পেত্নী এমন হয় না।

রাম। হয়তো পরী।

ভুবন। হয়তো অপ্সরী।

রাম। তা যদি হয় তবে এস পালাই, অপ্সরীর মায়ায় শেষ হয়তো পড়ে আর বাড়ী যাওয়া হবে না।

ভুবন। যেই হয়, ভাই তুমি পালাও,—আমি একটু ভাল করে না দেখে যাচ্চি না। একে মেয়ে মানুষ, তাতে ছেলে মানুষ, আমায় খাবে না।

এই বলিয়া ভুবন ব্রাহ্ম বন্ধুর বারণ না শুনিয়া দ্রুতপদে বালি-

কার দিকে অগ্রসর হইলেন; তাঁহাকে দেখিয়া বালিকা যেন শঙ্কিত হইল, যেন একটু লজ্জিতও হইল, তাহাতে তাহার অনুপম রূপ সহস্রগুণ বৃদ্ধি হইল; তেমন রূপ ভুবন বাবু কখনও দেখেন নাই, তাঁহার হৃদয়ে সে রূপ যেন অঙ্কিত হইয়া গেল। তিনি আদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাঁদিতেছেন কেন?" বালিকা তাহার সজল বিশাল চক্ষুদ্বয় ভুবন বাবুর দিকে উত্তোলিত করিল, চারি চক্ষুতে সম্মিলিত হইল,—ভুবন বাবুর হৃদয়ে যেন সহসা বিদ্যুৎ ছুটিল। বালিকা বলিল, তেমন স্বর ভুবন বাবু কখন শুনেন নাই যেন মধুর বীণা বাজিল, বালিকা কহিলেন, "আমার হীরামন পাখীটী উড়ে গিয়ে ঐ দেখুন বসে আছে। আমি উটীকে বড় ভালবাসি। আমায় কে ধরে দেবে, এখনই ও উড়ে কোথায় পালাবে।"

ভুবন। এর জন্যে আর কান্না কেন? এখনই আমি ধরে দিচ্চি।

মুহূর্ত্ত মধ্যে ভুবন বাবু বৃক্ষে উঠিলেন, যে শাখায়, হীরামন বসিয়া ছিল সেই শাখায় আসিলেন, কিন্তু হায় পাখী উড়িয়া গিয়া আবার আর এক বৃক্ষে বসিল। ভুবন বাবু নামিয়া আবার সে বৃক্ষে উঠিলেন,—কিন্তু পাখী উড়িয়া আবার আর এক বৃক্ষে বসিল,—ভুবন বাবুও তাহার অনুসরণ করিলেন! এইরূপে প্রায় দুই ঘণ্টা পরিশ্রমের পর তিনি পাখীটীকে ধরিলেন, তখন মহানন্দে পাখী আনিয়া বালিকার হাতে দিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

পাখী পাইয়া বালিকা বড়ই সন্তুষ্ট হইল,—বলিল, "চলুন আমাদের বাড়ী, আপনাকে দেখিলে বাবা বড় সন্তুষ্ট হবেন।"

ভুবন। এখানে তো কারও বাড়ী দেখ্‌লাম না,—আপনাদের বাড়ী কোথায় ?

বালিকা। আমার বাবা সন্ন্যাসী, আমরা ঐ ভাঙ্গা বাটীটার মধ্যে থাকি।

ভুবন। আর এখানে কে আছে ?

বালিকা। কেউ না,—আমরা দুজনে থাকি।

ভুবন। আপনাদের ভয় করে না ?

বালিকা। ভয় কি ?

ভুবন। আপনার নাম কি ?

বালিকা। জ্যোৎস্না।

ভুবন। আপনার বেশ নাম।

সম্মুখে একটী ইষ্টক স্তূপ, উহার উপর দিয়া যাইতে হইবে। ভুবন বাবু সত্বর ইষ্টক স্তূপে উঠিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন, বালিকা তাঁহার হাত ধরিয়া উঠিল। সে কোমল নবনীত সদৃশ হস্তস্পর্শে ভুবন বাবু যেমন স্বর্গ সুখ উপলব্ধি করিলেন,—তিনি আর সে হাত ছাড়িতে পারিলেন না, বালিকাও আপত্তি করিল না, দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া চলিলেন,—বালিকা বালস্বভাব সুলভ সরলতার সহিত তাঁকে কত কথা বলিতে লাগিলেন

ভুবন বাবু, বন্ধু রাম বাবুর কথা, এমন কি টাকার কথা সমস্ত বিস্মৃত হইলেন।

উভয়ে একটী ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জটাজুট-ধারি এক সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। বালিকা ছুটিয়া গিয়া সন্ন্যাসীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "বাবা বাবা, ইনি আজ আমার পাখী ধরিয়া দিয়াছেন।" সন্ন্যাসী ভুবন বাবুকে অনেক প্রশংসা করিলেন, কিন্তু তিনি কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন, ইহার কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না, বলিলেন, "জ্যোৎস্না, এর আহারাদির বন্দোবস্ত কর গে।"

জ্যোৎস্না ছুটিয়া আসিয়া ভুবন বাবুর হাত ধরিল, তারপরে তাঁহাকে লইয়া অন্য প্রকোষ্ঠে আনিল; তথায় নানা প্রকার ফল মূলাদি ছিল, সে তাহা ভুবনকে আহার করিতে দিল। ভুবন বাবু আহারাদি করিলেন, তখন একবার তাঁহার বন্ধু রাম বাবুর কথা স্মরণ হইল, তিনি ভাবিলেন, "একবার তাঁহাকেও এখানে আনা উচিত।" এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "আমার সঙ্গে একটী বন্ধু ছিলেন, তিনি অপেক্ষা কচ্চেন," বালিকা কহিল, বেশতো, তাঁকে এখানে আনিবেন চলুন।"

ভুবন। আপনিও যাবেন?

বালিকা। চলুন না।

ভুবন। আপনার হয় তো কষ্ট হবে।

বালিকা হাসিয়া ভুবন বাবুর হাত ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

কিন্তু রাম বাবু যেখানে বসিয়াছিলেন, তথায় আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, রাম বাবু তথায় নাই। চারিদিকে তাঁহার অনেক

অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথায়ও তাঁহাকে পাওয়া গেল না। তখন বালিকা বলিল, "চলুন, বাড়ী ফিরে যাই,"

ভুবন বাবু দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া বালিকা বলিল, "আসুন, আমার পাখীর জন্যে ফড়িং ধরি।"

তখন দুই জনে ফড়িং ধরিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আকাশে চাঁদ উঠিল, দুই জনে হাত ধরা ধরি করিয়া গৃহের দিকে চলিলেন। ভুবন বাবু বালিকার সম্মুখে সকল কথা একবারে বিস্মৃত হইয়াছেন।

দশম পরিচ্ছেদ

—০০০০—

এই রূপে বালিকার সহিত ভুবন বাবুর এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল; বালিকাকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার প্রাণ চায় না, কেহ তাঁহাকে যাইতেও বলে না। বরং কখনও তিনি বালিকার সম্মুখে সে কথা বলিতে গেলে সে তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরে,—কিছুই বলিতে দেয় না। ক্রমে এক মাস কাটিল,—সমস্ত দিন নির্জ্জনে দুই জনে বসে, জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করে; ভুবন বাবু বালিকার জন্য পাগল হইলেন, এক মুহূর্ত্ত তাঁহাকে না দেখিলে চারি দিক তিনি অন্ধকার দেখেন। এইরূপে ছয়মাস কাটিয়া গেল এক দিন জ্যোৎস্নালোকে দুই জনে বসিয়া আছেন, দুই জনের হাত দুই জনের হাতে সম্বদ্ধ, দুই জনের চোক দুই

জনের চোকে সম্বন্ধ,—ভুবন বাবু ভাবিতেছেন, "জ্যোৎস্না ভিন্ন সংসারে যেন আর কোন কিছুই নাই।" কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব থাকিয়া অবশেষে ভুবন বলিলেন, "জ্যোৎস্না, একটী কথা বলিব, রাগ করিবে না?"

জ্যোৎস্না। আপনার কথায় কবে রাগ করেছি?

ভুবন। তুমি আমায় বে কর্‌বে?

বালিকা। কিয়ৎক্ষণ ভুবন বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "বে কি!" ভুবন বাবু অনেক কষ্টে বালিকাকে বিবাহ ও বে কি তাহা বুঝাইলেন, শুনিয়া বালিকা বলিল, "বাবার কাছে শুনেছি, বড় হ'লে বে হয়, কিন্তু আমি যে ছেলে মানুষ।"

ভুবন। তোমার বয়স ১৩।১৪ বৎসর হয়েছে। এই তো বিবাহের বয়স।

জ্যোৎস্না। আপনি যখন বলছেন, তখন তাই হবে।

ভুবন। বল, আমায় বিবাহ কর্ব্বে?

জ্যোৎস্না। বাবাকে বলুন।

ভুবন। যদি তুমি সম্মত হও, তবে তোমার বাবাকে বলিব। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু কর্ব্বেন না।

জ্যোৎস্না। বে কল্লে আমায় ভালবাসবেন?

ভুবন। তুমি আমার হৃদয়ের হৃদয়,—তোমাকে ভাল বাস্‌ব না?

এই বলিয়া ভুবন বাবু জ্যোৎস্নাকে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া শত সহস্র চুম্বন করিলেন।

পরদিবস দুই প্রহরের সময় ভুবন বাবু সন্ন্যাসীর নিকট

বসিয়া এ কথা ওকথার পর বিবাহের কথা তুলিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার সকল কথা নীরবে শুনিয়া বলিলেন, "ভালই প্রস্তাব—জ্যোৎস্নার বিবাহ দিবার জন্য আমিও পাত্র খুঁজিতে ছিলাম, তোমার মত সুপাত্র মিলা ভার, কিন্তু আমি জ্যোৎস্নাকে কিছুই দিতে পারিব না, একখানি অলঙ্কারও দিতে পারিব না।

ভুবন। জ্যোৎস্নার অলঙ্কারে দরকার কি? অলঙ্কার জ্যোৎস্নার অঙ্গে উঠিতে লজ্জিত হয়।

সন্ন্যাসী। যাক, তাই বলে আমি দরিদ্রও নই? আমার লক্ষ মুদ্রা আছে। কিন্তু আমার গুরুতর প্রতিজ্ঞা এই যে, যখন কেহ আমার জ্যোৎস্নাকে বে কর্ত্তে আসবে তাকে আমি ঐ লক্ষ টাকা দিতে চাহিব, তিনি যদি টাকা লয়েন, তবে আর জ্যোৎস্না পাইবেন না। আর যদি জ্যোৎস্না লয়েন, তবে টাকা পাইবেন না।

শুনিয়া ভুবন বাবু চিন্তিত হইলেন। তখন সন্ন্যাসী উঠিয়া বলিলেন, "বৎস, আমার সঙ্গে সঙ্গে আইস।" ভুবন বাবু নীরবে সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে এক গৃহে লইয়া টাকা দেখাইলেন। রাশি রাশি স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা পতিত রহিয়াছে, দেখিয়া ভুবন বাবুর টাকা লইতে মন বড়ই ইচ্ছুক হইল, মুহূর্ত্তের জন্য তিনি জ্যোৎস্নাকে ভুলিলেন। তখন সন্ন্যাসী কন্যাকে ডাকাইয়া টাকার নিকট দাঁড় করাইলেন, তৎপরে বলিলেন, "এখন বল, টাকা চাও কি জ্যোৎস্না চাও।" ভুবন বাবু জ্যোৎস্নার দিকে চাহিলেন, চারি চক্ষে সম্মিলিত হইল, তিনি বলিলেন, "আমি জ্যোৎস্নাকেই চাই। জ্যোৎস্নার কাছে কি স্বর্ণ রৌপ্য দাঁড়াইতে পারে?"

সন্ন্যাসী। বৎস, আমি তোমার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আজই তোমাদের বিবাহ হইবে।

তাহাই হইল। সেই পর্য্যন্ত ভুবন বাবু সেই শৈলেশ্বরের গড়েই থাকিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আর রাম বাবুর কি হইল? ভুবন বাবু প্রস্থান করিলে রাম বাবু শঙ্কিত হৃদয়ে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তৎপরে তিনি আর ফিরিলেন না দেখিয়া তিনি বড়ই ভীত হইলেন, তাঁহার বিশ্বাস হইল, যে বালিকা আর কেহ নয়, সই! বটে তাহারাই এখানে যে আসে তাহাকে ভুলাইয়া রাখে। আর এখানে এক মুহূর্ত্তও থাকা নয়। এই ভাবিয়া যেমন তিনি উঠিলেন, অমনি দেখিলেন তাঁহার পার্শ্বে এক জটাজুটধারি সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান। তাঁহার সাম্য মূর্ত্তি দেখিলে ভক্তির উদয় হয়, তাহাতে রাম বাবু চিরকালই ধর্ম্ম-পিপাসু, সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে আশীষ করিয়া নিকটে বসিতে বলিলেন, তৎ-পরে দুইজনে ধর্ম্মের কথা আরম্ভ হইল। যোগে কি কি ক্ষমতা লাভ হয়, পরে মুক্তি ও বৈকুণ্ঠ লাভে কি সুখ ইত্যাদি নানা কথা হইতে লাগিল; ক্রমে রাম বাবু সন্ন্যাসীর কথায় এতই মুগ্ধ হইলেন যে তিনি বন্ধুদিগের কথা ভুলিয়া গেলেন, স্ত্রী পরিবার, বাড়ীর কথাও ভুলিলেন, অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে

সন্ন্যাসীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "দেব, আমাকে দীক্ষিত করুন।"

সন্ন্যাসী। বৎস, যাহাকে তাহাকে আমরা দীক্ষিত করি না। দীক্ষার জন্য পরীক্ষা আবশ্যক।

রাম। যে পরীক্ষা আপনার ইচ্ছা তাহাই করুন।

সন্ন্যাসী। অধিক কঠিন পরীক্ষা কিছুই তোমায় করিব না। তুমি কিসের জন্য এখানে আসিয়াছ, তাহা আমি জানি।

রাম। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনি সকলই জানেন।

সন্ন্যাসী। এখানে লাক টাকা আছে শুনিয়া তুমি লইতে আসিয়াছ।

রাম। আজ্ঞে তাই বটে।

সন্ন্যাসী। সে টাকা প্রকৃতই আছে।

রাম। এই রূপই আমরা শুনিয়াছি।

সন্ন্যাসী। আইস, আমার সঙ্গে, সেই টাকা আমি তোমায় দেখাইব।

দুই জনে এক কুটিরে আসিলেন, তথায় কুটীর পার্শ্বে রাশি রাশি টাকা ঢালা রহিয়াছে দেখিয়া রাম বাবু আনন্দে বলিলেন, "এ টাকা সমস্তই আপনার ?"

সন্ন্যাসী। হ্যাঁ, তোমাকে এ সমস্ত টাকা দিলাম, লইয়া যাও।

রাম বাবু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। টাকার জন্য কি ধর্ম্ম পথ হারাইব, টাকা তো নশ্বর পদার্থ, থাকিবে না, কিন্তু একবার মোক্ষ লাভ হইলে তাহা অনন্তকালস্থায়ী। তিনি টাকার প্রলোভন ত্যাগ করিলেন। সন্ন্যাসীর উপদেশ সকল এখন

স্বর্গসুখ উপলব্ধি করিতেছেন। সহসা শিশু কাঁদিয়া উঠিল,—তিনি কত আদর করিলেন, সান্তনা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শিশু কিছুতেই প্রবোধ মানিল না, তখন তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, অমনি তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল,—কিন্তু তখনও তাঁহার কর্ণকুহরে বালকণ্ঠনিঃসৃত মধুর ক্রন্দন ধ্বনি প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তিনি উঠিয়া বসিয়া দুই হস্তে চক্ষু মুছিলেন,—কিন্তু তত্রাচ সেই ক্রন্দন ধ্বনি শুনিলেন। তখন তিনি স্ত্রীকে ডাকিলেন, "সরলা, একবার উঠ তো।' সকলই নীরব, কেহ তাহার উত্তর দিল না। প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রদীপ প্রায় নির্ব্বাণোন্মুখ, অতি অল্পমাত্র আলোক যেন প্রকোষ্ঠ মধ্যে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাতে গৃহ যেন আরও অন্ধকারময় হইয়াছে। রমেশ বাবু শিশুর ক্রন্দনে অস্থির হইয়া পুনঃ পুনঃ স্ত্রীকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনই উত্তর নাই। তিনি অন্ধকারে শয্যার চারিদিকে হাতড়াইয়া দেখিলেন শয্যায় স্ত্রী নাই। এদিকে শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি কর্ণে আসিতেছে, ওদিকে স্ত্রী শয্যায় নাই। রমেশ বাবু লম্ফ দিয়া উঠিলেন। সত্বর গিয়া প্রদীপ উসকাইয়া দিলেন। সমস্ত ঘর অমনি আলোকিত হইয়া গেল। সেই আলোকে রমেশ বাবু দেখিলেন তাঁহার পালঙ্কের পার্শ্বে প্রকোষ্ঠের ঠিক মধ্যস্থলে এক খানি সুন্দর পীড়ির উপর একটী মনোহর শয্যায় একটী ক্ষুদ্র শিশু শায়িত,—শিশুর বোধ হয় অদ্য কি কল্য এক মাস পূর্ণ হইয়াছে মাত্র। তিনি মুহূর্ত্তমাত্রে দেখিলেন যে তিনি স্বপ্নে যে সুন্দর শিশুটীকে ক্রোড়ে করিয়া স্বর্গসুখ উপলব্ধি করিতেছিলেন,—এ শিশু, সেই শিশু। তিনি ব্যাকুল হইয়া গিয়া শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া তুলিলেন,—তাঁহার

ক্রোড়ে আসিয়া শিশুও ক্রন্দন হইতে নিরস্ত হইল। তখন তিনি ডাকিলেন, "সরলা, সরলা" সরলা প্রকোষ্ঠ মধ্যে নাই; তিনি এবার চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "সরলা, সরলা।" তত্রাচ কেহ তাঁহাকে উত্তর দিল না। তখন তিনি দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাসীকে ডাকিলেন,—তাঁহার ডাকাডাকিতে একে একে বাড়ী শুদ্ধ লোক জাগরিত হইয়া তাঁহার প্রকোষ্ঠে আসিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সরলা নাই। সকলেই শিশুকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছিল,—তিনি বলিলেন, "আমি ছেলের কান্না শুনে জেগে উঠে দেখি এই ছেলেটা! এ ছেলে এখানে কে আনিল; এ কথার উত্তর দিতে কেহই পারিল না,—সকলে বাড়ীর কর্ত্রীর অনুসন্ধানে গেল! স্ত্রীকে না দেখিয়া রমেশ বাবুর মনে মনে নানা উদ্বেগের উদয় হইতেছিল,—তিনিও স্ত্রীর অনুসন্ধানে গেলেন, কিন্তু তিনি বাটীর কোথাও নাই। তখন আলো লইয়া ভৃত্যগণ চারিদিকে ছুটিল, বাটীর আশে পাশে সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিল, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও পাওয়া গেল না। রমেশ বাবু স্ত্রী বিহনে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সরলা কি হইল তাহা তিনি জানিতে না পারিয়া আরও অধিক কাতর হইলেন। কত অনুসন্ধান করিলেন। কোথাও সরলা নাই,—তবে কি সরলা মরিল, তবে কি সরলা আত্মহত্যা করিল? তাহা হইলে তো তাহার মৃত দেহ পাওয়া যাইত! তিনি মাসাবধি স্ত্রীর অনুসন্ধানে দিবারাত্রি কাটাইলেন, কিন্তু কোনই সন্ধান পাইলেন না। এই গোলযোগে তিনি শিশুর কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার পর এক মাস কাটিয়া গিয়াছে। একদিন তিনি বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যানে বসিয়া বিষণ্ণমনে চিন্তা করিতেছেন,—সহসা মস্তক তুলিয়া দেখিলেন একজন দাসী একটী শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া উদ্যানের অন্য প্রান্তে বেড়াইতেছেন। শিশুকে দেখিয়া তাঁহার শিশুর কথা স্মরণ হইল,—তিনি একেবারে তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি দাসীকে ডাকিলেন,—সে নিকটে আসিলে তিনি অনিমিষনয়নে শিশুর মুখের দিকে চাহিলেন, তৎপরে শিশুকে ক্রোড়ে করিলেন। আবার বহুক্ষণ শিশুর মুখের দিকে চাহিলেন; এ শিশু কোথা হইতে আসিল! ইহার মুখের সহিত সরলার কি কোন সৌসাদৃশ্য আছে! রমেশবাবু কোনই সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বলিলেন "এ শিশু কে ও কোথা হইতে আসিল এ সন্ধান আমি এতদিন করি নাই। ইহা আমার পক্ষে নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। হয়তো ইহার পিতা-মাতা ইহাকে না পাইয়া কত কষ্ট পাইতেছে। আর হয়তো ইহার পিতামাতার অনুসন্ধান করিতে করিতে সরলারও অনুসন্ধান পাইব।" এই ভাবিয়া রমেশবাবু অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। সমস্ত সম্বাদপত্রে, তাহার শয্যাগৃহে শিশু আগমন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন, গ্রামে গ্রামে ঢেড়া পিটিয়া দিলেন, নানাস্থানে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু কোথা হইতে কোন সম্বাদ আসিল না। তখন তিনি এই রহস্যভেদের আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন।

শিশুটী একটী পরম লাবণ্যময়ী কন্যা ;—কেহ কন্যা লইতে আসিল না দেখিয়া রমেশ বাবু কন্যাকে আপনার কন্যার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন, মহাসমারোহে তাহার অন্নপ্রাশনক্রিয়া সমাপন করিলেন। তাহার নাম রাখিলেন লাবণ্যবতী। যতই সময় অতীত হইতে লাগিল ততই রমেশ বাবুর স্নেহ গাঢ় হইতে লাগিল, অন্যান্য লোকেরাও ভুলিয়া যাইতে লাগিল যে লাবণ্যবতী রমেশ বাবুর নিজের কন্যা নহে। আর লাবণ্য! সে যে রমেশ বাবুকে পিতা বলিয়া ডাকিত, তাহাকেই পিতা বলিয়া জানিত; সে তো আর কাহাকেও দেখে নাই চিনে নাই।

৮।৯ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। লাবণ্য যতই বড় হইতে লাগিল ততই তাহার লাবণ্য শত সহস্র প্রকারে বিস্তারিত হইতে লাগিল। তাহার হাসি তাহার আধ আধ স্বর, তাহার রূপ, সরলতা রমেশবাবুর বাড়ীর শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

একদিন লাবণ্যবতী একাকিনী দুই প্রহরের সময় বাড়ীর সম্মুখস্থ উদ্যানের মধ্যে খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন, কখন বা ফুল তুলিতেছিল, কখন বা আবার প্রজাপতির পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহা ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল! দূর হইতে এই দৃশ্য দুই জনে দেখিতেছিলেন। একজন সন্ন্যাসিনী, অপর একটী ১৪।১৫ বৎসর বয়স্ক বালক। সন্ন্যাসিনী বালিকাকে দেখাইয়া দিয়া বালককে বলিতেছিলেন, "যাও সরল, ওর সঙ্গে খেলা কর গে।" সরলকুমার যাইতে সঙ্কুচিত হইতেছিল, বোধ হয় সে লজ্জিত হইতেছিল। অপরিচিত বালিকার সহিত সে কেমন করিয়া অযাচিত হইয়া ক্রীড়া করিবে। কিন্তু সন্ন্যাসিনী তাহাকে ঠেলিয়া পাঠাইতেছিলেন। এদিকে বালিকাও খেলা

করিতে করিতে সেই দিকে আসিতেছিল, সহসা একটী গোলাপ শাখার কণ্টকে তাহার অঞ্চল বাধিয়া গেল, সে ফিরিয়া অঞ্চল মুক্ত করিতে গিয়া কাপড় কণ্টকে আরও জড়াইয়া ফেলিল। তখন সে ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিতেছিল, কিন্তু সহসা তাহার চক্ষু সরলকুমারের প্রতি পড়িল। বালক, বালিকার বিপদ দেখিয়া আপনাআপনি তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, সন্ন্যাসিনীও বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। সরল লাবণ্যের নিকট আসিলে বলিল "আমার আঁচল গাছে বেধে গেছে।"

সরল। ভয় কি, তুমি নড়ো না। আমি ছাড়িয়ে দিচ্চি, নড়্লে আরও জড়িয়ে যাবে।

লাবণ্য। না আমি নড়ব না।

অতিকষ্টে সরলকুমারএকটী একটী করিয়া কণ্টক হইতে বস্ত্র উন্মুক্ত করিতে লাগিলেন। লাবণ্য বলিল, দেখো ভাই, যেন আমার কাপড় ছেঁড়ে না। তা হলে ঝিমা মারবে।

সরল। ঝিমা কে?

লাবণ্য। কেন তুমি জান না? যে আমায় মানুষ করেছে।

সরল। কেন? আমার কি মা নাই?

লাবণ্য। সেই যে আমার মা। তোমার ঝি-মা নেই?

সরল কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া বলিল, "আছে বই কি?"

লাবণ্য। এই দেখ এইখানটী ছিঁড়ে গেল! তুমি ভাই কোন কাজের নও।

ক্ষুদ্র বলিকার দ্বারা ভর্ৎসিত হইয়া সরলকুমার লজ্জিত হইলেন, বলিল, "তোমাকে কি তোমার ঝি-মা মারে?

লাবণ্য। না বড় বেশী মারে না। দুষ্টুমি কল্লে মারে,—কিন্তু সে আমায় বড় ভালবাসে।

এই সময় সরলের কার্য্য সম্পূর্ণ হইল। লাবণ্য মুক্তিলাভ করিয়া অঞ্চল কটিতে জড়াইয়া লইল, তৎপরে বলিল, "আমাদের বাড়ী এস না?"

সরল। তোমাদের বাড়ীতে গেলে আমায় হয়তো বক্‌বে আমি এখন বাড়ি যাই।

লাবণ্য। তোমার বাড়ী কোন্ দিকে?

সরল। আমরা ঐ ঘর খানায় থাকি।

লাবণ্য। তোমাদের ঐ রকম খোড়ঘরবাড়ী!

সরল। আমরা যে গরিব।

লাবণ্য। তুমি কেন আমাদের বাড়ী থাক না?

সরল। আমাকে তোমাদের বাড়ী থাক্‌তে দেবে কেন?

লাব। কেন দেবে না? আমি বাবুকে বল্‌ব। এস এই বলিয়া লাবণ্য সরলকুমারের হাত ধরিল। সরল তাহাকে ভুলাইবার জন্য বলিল, "এস তোমায় ফুল তুলে দি।"

লাবণ্য ইহাতে যেন বড় আহ্লাদিত হইল, বলিল "ফুল কাজ নেই। আমায় একটা প্রজাপতি ধরে দাও।" তখন ফুলে ফুলে প্রজাপতি সকল উড়িয়ে উড়িয়ে খেলা করিতেছিল, কত রঙ্গের,—কত রকম, কেমন সুন্দর সুন্দর দেখিতে। ফল সুন্দর বটে, কিন্তু ফুলের তো জীবনী শক্তি নাই। তাই ফুল অপেক্ষা প্রজাপতি পাইবার জন্য বালিকা এত অধীরা হইল। তখন সরল কুমার প্রজাপতি ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সংসারে সে কার্য্য সহজ কার্য্য নহে। তিনি যত দৌড়িতে থাকেন

প্রজাপতি ও তত উড়িয়া পালায়। তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে বালিকাও ছুটিতেছে। তিনি যেই একটী ধরিতে পারেন না অমনি সে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠে। ইহাতে সরলকুমার লজ্জিত ও উৎসাহিত হইয়া প্রজাপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আরও দৌড়িতে লাগিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরিশ্রম করিলেন কিন্তু তত্রাচ একটীকে ও ধরিতে পারিলেন না। এই সময়ে পশ্চাতে লাবণ্য আনন্দে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল,—সে বলিল "দেখ, তুমি পার্ল্লে না, আর আমি একটাকে কেমন ধরেছি।" সরলকুমার বালিকার নিকট হারিলেন দেখিয়া লজ্জিত হইয়া ফিরিলেন,—দেখিলেন সত্য সত্যই সে একটী সুন্দর প্রজাপতি ধরিয়াছে। সরল জিজ্ঞাসা করিলন "কেমন করে ধর্ল্লে?"

লাবণ্য। কেন? আমার গায় এসে বসেছিল। আমার বে হবে।

সরল! কেন?

লাবণ্য। কেন? প্রজাপতি গায় বস্‌লে বে হয় ঝি-মা বলেছে। আমি ঝি-মাকে বলে আসি।

এই বলিয়া বালিকা দৌড়াইবার উপক্রম করিল। সরল তাহার হাত ধরিলেন, "তোমার নাম কি আমায় বল্লে না।"

লাবণ্য। তা তুমি জান না, কেন সকলে তো আমায় ডাকে।

সরল। আমি তো কখন কাকেও তোমাকে ডাক্‌তে শুনি নি।

লাবণ্য। কেন?

সরল। আমি যে এখানে কাল এসেছি।

লাবণ্য। আমার নাম লাবণ্য। তোমার নাম কি?

সরল। আমার নাম সরল কুমার।

লাবণ্য। ছেড়ে দেও, আমি ঝি-মাকে বলে আসি। এই বলিয়া বালিকা ছুটিয়া পলাইল। সরলকুমারও ধীরে ধীরে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রমেশ বাবু আর বিবাহ করেন নাই। কতলোক তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি কাহারই অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। সরলার অন্তর্দ্ধানের পর এই ৯ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তিনি এই ৯ বৎসর সরলার ধ্যানে জীবনাতিপাত করিয়াছেন, এক মুহুর্ত্তের জন্যও সরলাকে ভুলেন নাই। যে দিন সরলকুমার ও লাবণ্য উদ্যানে ক্রীড়া করিয়াছিল সেদিন কেমন আপনাআপনিই রমেশ বাবুর মন অস্থির হইয়া উঠিতে ছিল। কেন তাঁহার মন এরূপ বিষণ্ণ হইতেছিল তাহা তিনি স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। নয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে,—এখন তাঁহার মনে সরলার কথা কেবল মধ্যে মধ্যে উদিত হইত মাত্র,—কিন্তু আজ যেন সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ে তাঁহার কথা উদিত হইতে লাগিল,—যেন চারিদিকেই তিনি সরলার সুন্দর মুখ খানি দেখিতে লাগিলেন। তিনি কি করিবেন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বাটী হইতে বহির্গত

হইলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাগানে বাগানে বেড়াইলেন,— তৎপরে বাটী আসিয়া আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন।

নয় বৎসর পূর্ব্বে একদিন তিনি যে স্বপ্ন দেখিয়া জাগরিত হইয়াছিলেন অদ্যও ঠিক সেই স্বপ্ন দেখিয়া সেই শিশুর কণ্ঠ নিঃসৃত মধুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া তিনি চমকিত হইয়া জাগরিত হইলেন। তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া "সরলা সরলা" বলিয়া ডাকিলেন। কে যেন তাঁহাকে উত্তর দিল,—কে যেন সরলার মধুর স্বরে বলিল "কেন নাথ!" রমেশ বাবু একেবারে লম্ফ দিয়া উঠিলেন। প্রকোষ্ঠ মধ্যে আলোক ছিল না,—কিন্তু গবাক্ষ উন্মুক্ত থাকায় গৃহ নিতান্ত অন্ধকারও ছিল না। রমেশ বাবু সেই ঈষৎ আলোকিত গৃহে স্পষ্ট দেখিলেন, একটী রমণী ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে যাইতেছে। সে হাবভাব, সে চলন,—সে গঠন, রমেশবাবু তো জন্মেও বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনি সেই ধীরে ধীরে অপসারিত মূর্ত্তির দিকে ধাবিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই মূর্ত্তিদ্বয় উত্তীর্ণ হইয়াছে! তিনিও দ্রুতবেগে প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিলেন, কিন্তু মূর্ত্তি মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন বাতাসে মিশাইয়া গিয়াছে। তিনি ভৃত্যদিগকে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, বাটীতে একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। স্ত্রীলোকগণ চীৎকার করিয়া উঠিল, ভৃত্যগণ ঘুমঘোরে ছুটাছুটী করিতে গিয়া এ ওর ঘাড়ে পড়িতে লাগিল। আলো জ্বালিতে বিলম্ব হইল। যখন আলো জ্বালা হইল, তখন সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া এ গোলযোগের কারণ কি তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু রমেশবাবু কোন কথাই বলিতে পারেন না। তিনি হয় তো স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তবে কি তিনি সামান্য

স্বপ্ন দেখিয়া এইরূপ গোলযোগ করিতেছিলেন। লোকে এ কথা শুনিলে বলিবে কি? তিনি কেবলমাত্র বলিলেন, "ঘরে কে একজন আসিয়াছিল; হয় তো চোর হবে। তোমরা সকলে বাটীর চারিদিকে বেশ করে করে দেখ!" চোরের নাম হইলে সকলেই কেমন আপনা আপনি ভয় পায়, ভৃত্যগণও ভয় পাইল! তিন চারি জনে দলবদ্ধ হইয়া লাটী ও লণ্ঠন লইয়া বাহির হইল। তাহারা চারিদিক অনুসন্ধান করিয়া দেখিল কিন্তু কোথায়ই কাহাকে দেখিতে পাইল না। এইরূপে সমস্ত রাত্রি গোলযোগে কাটিয়া গেল, সে রাত্রে রমেশ বাবুর বাড়ীতে কেহ নিদ্রিত হইতে পারিল না। তিনিও আর নিদ্রা যাইতে পারিলেন না, যেন কে তাঁহার সম্মুখে বেড়াইতে লাগিল, তিনি চক্ষু মুদিলেই যেন দেখেন কে সেইরূপ ধীর পাদক্ষেপে চলিয়া যাইতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—oooo—

পর দিবস একখানি কুটীর মধ্যে দুইটী রমণী কথোপকথন করিতেছিলেন। একজন আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সন্ন্যাসিনী। অপরকে দেখিলে বৈষ্ণবী বলিয়া বোধ হয়। বৈষ্ণবী বলিলেন "তার পর?"

সন্ন্যাসিনী। তার পর আর কি! আমি ঘরে যাবার পরে তিনি জেগে উঠ্‌লেন; তখন আমার আর সেখানে থাকা উচিত নয় ভেবে আমি সে ঘর থেকে বেরুলেম; কিন্তু তিনি লম্ফ দিয়া

আসিয়া আমাকে ধরিবার উদ্যম করিলেন। আমি তখন অন্ধকারে লুকাইলাম, তিনি চীৎকার করিয়া ভৃত্যদিগকে ডাকিতে লাগিলেন, বাড়ীতে একটা মহা গোল পড়িয়া গেল, সেই গোলযোগে আমি পলাইলাম।

বৈষ্ণবী। তোমার পালিয়ে আসা উচিত হয় নি। দেখা কল্লেই হতো।

সন্ন্যাসিনী। কেমন আমার বুক কেঁপে উঠ্‌ল! আমি তাঁর সম্মুখে দাঁড়াতে পাল্লেম না।

বৈষ্ণবী। আর এমন করে কত দিন থাক্‌বে?

সন্ন্যাসিনী। যত দিন বিধাতা অদৃষ্টে লিখেছেন, ততদিন থাক্‌তে হবে তা কে কবে খণ্ডাতে পারে।

বৈষ্ণবী। তবে আর দু চার দিন থাক, কিন্তু দেখা তো কর্ত্তেই হবে।

সন্ন্যাসিনী। তা না হলে আর কোথায় যাব। আর মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই তো এত কষ্ট সহ্য করিলাম।

বৈষ্ণবী। লাবণ্য তোমায় চিন্তে পারে?

সন্ন্যাসিনী। কেমন করে চিন্‌বে?

বৈষ্ণবী। সরলে আর লাবণ্যে বড় ভাব হয়েছে! দুটীতে যখন বাগানে খেলা করিয়া বেড়ায় তখন কেমন সুন্দর দেখ্‌তে যেন দুটীর জন্যেই দুটীর জন্ম হয়েছে।

সন্ন্যাসিনী। সকলই বিধাতার ইচ্ছা।

বৈষ্ণবী। তুমি কিছুই বল নি! তুমি তো সরলকে আমাকে দেবার পর দুবছর বাড়ীতে ছিলে! একদিনও কি তুমি তাকে কিছু বল নি?

সন্ন্যাসিনী। তুমি সরলকে যখন নিয়ে যাও, তখন আমার জ্ঞান ছিল না। আমি পরে শুন্‌লেম যে সরল বাঁচিয়া নাই ; দাই তার মৃতদেহ নিয়ে গেছে। মনে একটু আশা হ'ল। তুমি বলেছিলে যে তুমি ছেলেটীকে নিয়ে যাবে, কিন্তু যখন সকলেই বলিতে লাগিল যে, আমার মরা ছেলে হয়েছে,—যখন সেই অবধি আর কোথায় দেখ্‌তে পেলাম না, তখন আমার হৃদয়ে যে আশা টুকু হয়েছিল সে টুকু গেল। তখন আর তাঁকে তোমার সঙ্গে আমার যে যে কথা হয়েছিল, তা বলে আর ফল কি ভেবে তাঁকে আর কিছুই বলি নি।

বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিলেন, "তোমার অঙ্গীকারের কথা তো ভুলি নি ?"

সন্ন্যাসিনী। সে কি ভুলিবার কথা ? তুমি আমাকে আমার হৃদয়ের রত্ন ফেরত দিয়েছ, তোমার কাছে যে অঙ্গীকার করেছি তা ভুলিবার নয়। কিন্তু অনেক দিন থেকে তোমার সব কথা জান্‌তে আমার বড় ইচ্ছা যায়।

বৈষ্ণবী। যদি সময় হয় তো অবশ্য বলিব।

সন্ন্যাসিনী। এখনই কেন বল না।

বৈষ্ণবী। না, এখন নয়। এখনও সময় হয় নি।

সন্ন্যাসিনী। এবিষয়ে অধিক তোমাকে আমি অনুরোধ কর্ত্তে পারি না।

বৈষ্ণবী। তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে দেখা কর।

সন্ন্যাসিনী। দেখা কর্ত্তেই তো চাই, কিন্তু কেমন যেন ভয় হয়। না জানি তিনি কত আমাকে দূষিবেন।

বৈষ্ণবী। কেন দূষিবেন ? যখন সকল জানিতে পারি-

বেন, তখন আর দূষিবেন না? বরং তোমাকে প্রশংসা করবেন।

সন্ন্যাসিনী। আজই তাঁর সঙ্গে দেখা করিব।

বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিলেন, দেখো যেন ভয়ে আজও আবার পালিয়ে এস না।

সন্ন্যাসিনী। না।

তখন বৈষ্ণবী অন্য কার্য্যে চলিয়া গেলেন, সন্ন্যাসিনী নিজ মনে কি ভাবিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০০০০—

বৈষ্ণবী কুটীর হইতে কিয়ৎদূর আসিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া প্রান্তর দিয়া চলিলেন। তখন দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, আকাশে সূর্য্যদেব অগ্নি বর্ষণ করিতেছেন, রৌদ্রোত্তাপে উৎপীড়িত হইয়া পক্ষীগণ বৃক্ষ পত্র মধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছে, গাভিগণ ক্লান্ত হইয়া সুশীতল বটবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া রোমন্থন করিতেছে,—প্রান্তরের কোথায়ও জন মানবের চিহ্ন নাই। কেবল সেই সূর্য্যোত্তাপকে অগ্রাহ্য করিয়া বৈষ্ণবী সেই প্রান্তরের মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে যাইতেছিলেন।

প্রান্তরের ঠিক মধ্যস্থলে একটী বটবৃক্ষ শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া দণ্ডায়মান—দুই একটী গরু তাহার নিম্নে অর্দ্ধ নিদ্রিত, একটা কুকুর এক পার্শ্বে বসিয়া জিহ্বা বহির্গত করিয়া হাঁপাইতেছে। বহু সংখ্যক পাখী শাখায় শাখায় উপবিষ্ট হইয়া কোলাহল করিতেছে। সহসা বৈষ্ণবীর সেই স্থানে আগমনে

যেন তথাকার নির্জ্জনতা ভগ্ন হইল। গাভিদ্বয় একবার ক্লান্ত নয়নে বৈষ্ণবীকে দেখিল, কুক্কুর উঠিয়া দাঁড়াইল, পক্ষীগণ যেন চমকিত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য নীরব হইল। বৈষ্ণবী এ সকলের কিছুই দেখিলেন না, তিনি একবার বৃক্ষোপরি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ডাকিলেন, "রাখাল, রাখাল!" এক ব্যক্তি সেই বিস্তৃত বটবৃক্ষের ঘন পল্লবের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া একটী বৃহৎ শাখার উপর উপবিষ্ট ছিল, সে বোধ হয় নিদ্রিত হইয়াছিল, তাই বৈষ্ণবীর ডাক শুনিতে পাইল না। কিন্তু বৈষ্ণবী পুনর্ব্বার তাহাকে ডাকিতে না ডাকিতে সে চমকিত হইয়া উঠিল, পর মুহূর্ত্তে লম্ফ দিয়া ভূমে অবতীর্ণ হইল তাহার হস্তে এক বৃহৎ বংশ লাঠি। তাহার কাপড় মালকোচা দিয়া পরিধান; মস্তকে বাবরি চুল, গণ্ডে লম্বমান শ্মশ্রু, লোকটাকে দেখিলে ভয় হয়। একাকী এই নির্জ্জন প্রান্তরে লোকটাকে দেখিলে সকলেরই মনে ভীতির সঞ্চার হয়, কেবল বৈষ্ণবীর হইল না। বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিলেন, "মানুষের ভাল বিছানায় শুয়ে ঘুম হয় না, আর তোমার ডালের উপর ঘুম হয়! আশ্চর্য্য!" সেই ভীমকায় ব্যক্তি উত্তর দিল, "মানুষ সুখী নয়, আমি সুখী।"

বৈষ্ণবী। ও কথা শুনিলে যথার্থই আমার সন্তোষ হয়। আমি দিন রাত মনে করি, না জানি তোমার কত কষ্ট হচ্চে।

লোক। কষ্ট আবার কি! যার এই সমস্ত ছিল, যার ভয়ে লোক সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত, যার খেয়ে শত শত লোক এক সময় প্রাণ ধারণ করেছে, তার আবার কষ্ট কি! আমার কিছু কষ্ট নেই। তোমারই কষ্ট।

বৈষ্ণবী। প্রায় ১৩। ১৪ বৎসর হয়ে গেল, এখনও কি

তারা তোমায় ধর্‌বে, এখন কেন এসে বাড়ীতে থাক না। আমরা যা পাইব তাতেই সুখে থাকিতে পারিব।

লোক। ইংরেজ রাজত্বে দোষের ক্ষমা নেই। আমি হরিশপুরের জমিদার, দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া লোক খুন করেছি, তা তাদের খাতায় লেখা আছে। যেদিন আমাকে পাবে, বিশ বছর পরে হউক না, সেই দিনই তারা আমাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলাবে। তুমি কি তা দেখ্‌তে চাও?

বৈষ্ণবী। তোমায় এখন আর চিন্তে পার্‌বে না। তোমার সে মূর্ত্তি আর নেই।

এই কয়টী কথা বৈষ্ণবী এত কাতরে, এত প্রেমময় স্বরে কহিলেন যে তাহাতে সেই ব্যক্তির হৃদয় যেন আর্দ্র হইল। সে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "কমলা, সুখের আশা ত্যাগ কর।"

বৈষ্ণবী। অনেক দিন ত্যাগ করেছি।

লোক। তবে আর কেন? মেয়েটী কেমন আছে?

বৈষ্ণবী। ভাল আছে।

লোক। তাকে একবার দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে করে।

বৈষ্ণবী। একবার চল না। তারা দুজনে এই সময়ে বাগানে খেলা করে।

লোক। তুমি রমেশের ছেলেটিকে না বাঁচাইলে হয়তো আমাদের মেয়ের বে পর্য্যন্ত হ'ত না। তুমি তো আমাদের আর পরিচয় দিতে পারিতে না। কে অপরিচিতা বৈষ্ণবীর মেয়ে বে করিত!

এই বলিয়া সে আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। বৈষ্ণবী বলিলেন, "সকলই বিধাতার ইচ্ছা! যাবে! এস।"

লোক। না, কমলা, আজ আর যাব না। আজ আমার মনটার মধ্যে কেমন ভয় ভয় কর্চ্চে।

বৈষ্ণবী। আবার কবে আস্‌বে?

লোক। জানই তো, এদিকে আস্‌তে আমার প্রাণ হাতে করে আস্‌তে হয়।

বৈষ্ণবী। কবে আস্‌বে?

লোক। আবার এক মাস পরে আসিব।

বৈষ্ণবী। আমার কুঁড়েয় যেও না কেন? আমি লাবণ্যকে সেইখানে রাখ্‌ব।

লোক। যদি যেতে পারি ভালই,—না হয় তুমি এখানে এস।

বৈষ্ণবী। এই নেও,—আমি ৩০ টাকা এনেছি।

লোকটী ব্যগ্রভাবে টাকা কয়টী লইয়া বলিল, "তুমি আমার লক্ষ্মী! আমার মরণ হয় না? মরিলে আমাকে এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না!"

বৈষ্ণবী। আমি তো তোমার দাসী, চিরদাসী! দাসী সেবা করিবে না কেন?

এই কয়টী কথায় তাহার হৃদয়ে যেন দারুণ আঘাত লাগিল; আর একটী কথাও না কহিয়া সেই লোকটী সে স্থান পরিত্যাগ করিল। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল বৈষ্ণবী এক দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেই দিন রাত্রে রমেশ বাবু নিদ্রা যাইতেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার স্ত্রী গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। যেন তিনি তাঁহার পা ধরিয়া কত কাঁদিতেছেন, যেন তিনি কত অনুনয় বিনয় করিয়া কাতরে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। বহুকাল পরে হৃদয়রত্ন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া রমেশ বাবুর হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, তাঁহারও যেন হৃদয় ফাটিয়া ক্রন্দন বহির্গত হইবার উদ্যম করিল,—তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। সেই ক্রন্দনে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, তিনি দেখিলেন তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন, কিন্তু ঠিক এই সময়ে তাঁহার বোধ হইল যেন দুই তিন বিন্দু চক্ষের জল তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইল,—তিনি বুঝিলেন যেন কে তাঁহার পদতলে উপবিষ্ট, তাঁহার ভয় হইল,—বিস্ময় জন্মিল,—তিনি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" আবার সেই উষ্ণ অশ্রু বিন্দু। তিনি কি তখনও স্বপ্ন দেখিতেছেন। তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কে?" উত্তর নাই, কিন্তু তিনি অস্পষ্ট অর্দ্ধস্ফুট ক্রন্দনের ধ্বনি স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, তিনি লম্ফ দিয়া উঠিলেন! সত্বর পদে দ্বার উন্মুক্ত করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু কে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল,—তিনি আজি কালি সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতেন,—অন্ধকারে এইরূপ কোমল অথচ মৃদু হস্তস্পর্শে তিনি চমকিত হইয়া ভয়ে চীৎকার করিবার উদ্যম করিলেন, তখন যিনি

তাঁহার হাত ধরিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "নাথ, আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?" ৯।১০ বৎসর অতীত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু স্বামী কখন স্ত্রীর স্বর ভুলিতে পারে? ৯।১০ বৎসর অতীত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এখনও ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় রমেশ বাবুর কর্ণে স্ত্রীর স্বর ধ্বনিত হইতেছিল। তিনি চমকিত হইয়া বলিলেন, "তুমি! এতদিন কোথা ভুলে ছিলে। একবারটী কি আমাদের কথা মনে পড়ে নি?"

স্ত্রী দুই হস্তে স্বামীর দুইটী হাত ধরিয়া বলিলেন, "নাথ দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন,—সকল শুনিলে আর রাগ করিবেন না।

স্বামী। তোমার উপর আমার কবে রাগ হয়? যখন তুমি আমাকে ভাসাইয়া গিয়াছিলে, না বলিয়া কহিয়া একটা অপোগণ্ড শিশু আমার গলায় দিয়া চলিয়া গিয়াছিলে, তখন তোমার উপর রাগ করি নি। আর এখন তুমি আমার বাড়ী আবার আলো করিতে আসিয়াছ, এখন তোমার উপর রাগ করিব?

স্ত্রী। এ কথা না জানিলে দাসী আর গৃহে ফিরিত না।

স্বামী। দাঁড়াও; আমি আলো জ্বালি,—একবার হৃদয় ভরিয়া তোমায় আমি দেখি।

স্ত্রী। আলো জ্বালা তো তোমার কাজ নয়, নাথ! তবে তোমায় সে কাজ করিতে দিব কেন?

এই বলিয়া আমাদিগের পরিচিত সন্ন্যাসিনী আলো জ্বালিবার জন্য প্রদীপের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কোথায় কি আছে রমেশ বাবু বলিয়া দিলেন। আলো জ্বালা হইলে তিনি

দেখিলেন যে তাঁহার সম্মুখে এক সন্ন্যাসিনী! সন্ন্যাসিনীর ধীর মূর্ত্তি দেখিলে হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়। মূর্ত্তি দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য রমেশ বাবু স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন,—তৎপরে স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার গণ্ডে শত সহস্র চুম্বন করিলেন।

দুই জনে গিয়া পালঙ্ক উপরে উপবিষ্ট হইলেন। ১০ বৎসরের কত কথা;—সে কথার কি শেষ আছে। কেবল কোন্ কথাটী আগে বলিবেন, কোনটী পরে বলিবেন,—তাহাই উভয়ে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কে কোন্ কথা আগে বলিবেন, কথার যে শেষ নাই। অবশেষে সন্ন্যাসিনীই কথা কহিলেন, বলিলেন, "নাথ,—এতদিন কোথায় ছিলাম, কোথায় গিয়াছিলাম, এ সকল আমার আগে বলা উচিত আপনি বলেন তো বলি।"

রমেশ। কত কথা আছে তাহা বলিতে পারি না। তোমাকে কি আগে বলিব বা আগে জিজ্ঞাসা করিব, তাহা ঠিক কর্ত্তে পাচ্চি নে। আমার মাথা ঘুরচে। তুমি বল, আমি শুনি।

তখন স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া সন্ন্যাসিনী তাঁহার বিবরণ বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার ছেলে হইয়া হইয়া মরিয়া যায়,—তুমি কত চেষ্টা করিলে আমি কত ঔষধ খাইলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, তুমি হতাশ হইলে, আমিও নিরাশ হইলাম। তোমাকে সকলে বিবাহ করিতে পরামর্শ দিতে লাগিল, তুমি তাহাতে সম্মত হইলে না,—কিন্তু আমার মনে মনে বড় বেদনা লাগিল। এই সময়ে সহসা এক দিন আমাদের ফুলের বাগানে একজন বৈষ্ণবীর সঙ্গে দেখা

হ'ল, তার সঙ্গে আলাপ হ'ল, তাঁকে আমার সব কথা খুলে বলিলাম। তিনি বলিলেন আমার কাছে একটা অষুধ আছে, সেটা খেলে তোমার ছেলে এবার হয়ে বাঁচতে পারে, কিন্তু ছেলেকে নিজের মাই খাওয়ালে বা ছেলেকে কাছে রাখ্‌লে ছেলে বাঁচবে না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে আমি কি করিব।" তিনি বলিলেন, আমি এই গ্রামে থাকি, তোমার যখন প্রসব বেদনা হবে, তখন আমাকে ডেকে পাঠিও আমাকে ধাই বোলো। আমি তোমার ছেলে নিয়ে এসে মানুষ কর্ব্বো।" আমি ঔষধ নিলাম;—সেই দিন থেকে এই বৈষ্ণবীর সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হ'ত। ক্রমে আমার ছেলে হবার সময় হ'ল। তোমার বোধ হয় মনে পড়ে যে, আমি তোমায় আমাদের পুরাণ ধাইয়ের বদলে এই ধাইকে ডাক্‌তে বলি। তার পর আমার ছেলে হ'ল ধাই যা যা করেছিল তা তুমি জান।

রমেশ। হ্যাঁ।

সন্ন্যাসিনী। তার পর, প্রায় ৫ বৎসর কেটে গেল, আমি আর বৈষ্ণবীর কোন সন্ধানই পেল'ম না। তখন ছেলের আশাও ত্যাগ করিলাম; এই জন্য এ সব কথা তোমাকেও কিছু আর বলি নি। পাঁচ বৎসর পরে এক দিন হঠাৎ বৈষ্ণবীর সঙ্গে দেখা হ'লো আমি ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বৈষ্ণবী বলিলেন "বেঁচে আছে। কিন্তু একটা কাজ কর তো ছেলে দেখিতে পাও।" আমি বলিলাম "কি?" তিনি বলিলেন, "বেশী কিছু নয়, আজ রাত্রে আমার সঙ্গে চল, আর আমি তোমার স্বামীর নিকট একটী এক মাসের মেয়ে রেখে যাব, সে মেয়েটী আমার। মেয়েটীকে মানুষ করিবার আমার

আর ক্ষমতা নাই। তোমার স্বামী মেয়েটীকে পেয়ে নিশ্চয়ই তাকে মানুষ কর্‌বেন।

রমেশ। তার পর ?

সন্ন্যাসিনী। তারপর তিনি বলিলেন আরও একটী কথা! আমি তোমার ছেলেকে বাঁচিয়েছি; তার জন্যে আমায় তুমি কি দেবে ?” আমি বলিলাম “তুমি যা চাইবে, আমি তাই দিব।” তিনি বলিলেন, “আমি বেশী কিছু চাইনে, অঙ্গীকার কর যে তুমি তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বে দেবে! তাতে কোন রকম আপত্তি কর্ব্বে না ?” আমি তখন ছেলের জন্য পাগল, তাহাতেই সম্মত হইলাম। রাত্রি দুই প্রহরের সময় তিনি একটী ক্ষুদ্র বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া আনিলেন, আমি তাহার জন্য অপেক্ষা করিলাম। তার পর মেয়েটীকে তোমার কাছে রেখে আমরা বাড়ী ত্যাগ কল্লেম।

রমেশ। তারপর ?

সন্ন্যাসিনী। তার পর আমি তার সঙ্গে একটী কুটীরে এলাম। সেখানে একটী লোক ছিল, একটী ছেলেও ছিল। আমি ছেলেটীকে কোলে কোরে মুখে চুমো খেলাম,—আমাকে কারও বলে দিতে হ’ল না, আমার প্রাণ আমাকে বল্লে “এই তোর হৃদয় ধন।”

রমেশ। সে কোথা, সে কই ?

সন্ন্যাসিনী। সব বল্‌চি। তার পর সেই লোকটী বল্লে, আর এখানে আমরা দেরি কর্ত্তে পারি নে। পুলিশ আমার সন্ধান পেয়েছে। এখনই চল। “বৈষ্ণবী আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, “তবে তুমি যাও, সময় হ’লে ছেলে নিয়ে আসব।

বের কথা যেন ভুল না।" ছেলেটী আমার কোল থেকে যেতে চায় না, অথচ বৈষ্ণবী ছেড়েও থাকতে পারে না, তাহারা সকলে চলিয়া গেল,—আমি তখন পুত্রের জন্য পাগল হইলাম, সকল হিতাহিত জ্ঞান আমার লোপ হ'ল। আমি তাদের সঙ্গে চলিলাম। বৈষ্ণবীর কোন বারণ শুনিলাম না। দশ বৎসর তাঁদের সঙ্গে নানা তীর্থে তীর্থে বেড়িয়ে এই ১৫ দিন হ'ল এখানে এসেছি। এই ১৫ দিন তোমার সঙ্গে দেখা করি। করিব করিয়াছি, কিন্তু সাহস হয় নাই। এক দিন তোমার কাছে আসিয়াছিলাম,—কিন্তু ভয়ে পলাইয়া গিয়াছিলাম।

রমেশ বাবু শয়ন করিয়াছিলেন, উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কই, আমাদের হৃদয়ের রত্ন কই?" সরলকুমার মায়ের সঙ্গে আসিয়াছিল, সে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া মাতার অপেক্ষা করিতেছিল,—জননী যখন ডাকিলেন, "সরল, স সে দ্বারের নিকট আসিয়া মুখ বাড়াইল। মা তাহাকে আসিতে আজ্ঞা করিলেন, সে গৃহ প্রবিষ্ট হইতে না হইতে বাবু তাহাকে একেবারে হৃদয়ে তুলিয়া লইলেন।

রমেশ বাবু সমাজের ভয় করিলেন না তিনি বৈষ্ণবী কন্যা লাবণ্যের সহিত পুত্র সরলকুমারের বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। বিবাহ অধিক দিন স্থগিত রাখাও তিনি যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা না করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া সমস্ত আয়োজন আরম্ভ করিলেন। মহাধূম, কত বাজি বাজনা রোসনাই হইবে, কত নাচ গাওনা আমোদ প্রমোদ হইবে, গ্রামের লোকের আর আনন্দ ধরে না। রমেশ বাবু পুত্রের বিবাহে প্রায় দশ সহস্র টাকা ব্যয় করিলেন।

সকল স্থির হইয়াছে ; রমেশ বাবু আপনার বাগান বাড়ীতে লাবণ্য ও লাবণ্যের মাতাকে থাকিতে দিয়াছেন, সেইটী "কন্যার" বাড়ী হইয়াছে। সকলই স্থির, কেবল কে কন্যা সম্প্রদান করিবে তাহাই স্থির নাই। এ কথা বৈষ্ণবীকে কেহ সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেও পারিতেছে না।

বিবাহের দিন আসিল। মহা ধূমধামে বর কন্যার বাটীতে আসিলেন, তথায় লোকের অভাব ছিল না। রমেশ বাবুই সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন। কন্যা সম্প্রদান গৃহে যাইয়া রমেশ বাবুই সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন। কন্যা সম্প্রদান গৃহে যাইয়া রমেশ বাবু দেখিলেন একব্যক্তি পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া উপবিষ্ট। তিনি তাঁহার দিকে চাহিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, তাহার মুখ হইতে একটী কথাও বহির্গত হইল না। তিনি সত্বর স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন। তাঁহার স্ত্রীও তখন সেই বাটীতে ছিলেন,—তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "লাবণ্য কার মেয়ে ? বৈষ্ণবী তোমায় কিছু বলেছেন !"

স্ত্রী। কিছুই না আজ বিবাহের পর বলিয়াছেন।

রমেশ। কন্যা সম্প্রদান করবেন যিনি তাকে দেখেছ ?

স্ত্রী। দেখেছি ; উনি বরাবর বৈষ্ণবীর সঙ্গে ছিলেন, উনি লাবণ্যের পিতা।

রমেশ। উনি আমাদের জমিদার রাজা শশিশেখর !

স্ত্রী। বল কি?

রমেশ। হ্যাঁ,—আমি ওঁকে বেশ চিনেছি। তুমি একবার এ কথা বৈষ্ণবীকে জিজ্ঞাসা কর।

বৈষ্ণবীকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন তিনি আর গোপন করিতে পারিলেন না। বলিলেন উনি রাজা শশিশেখরই বটে। কিন্তু দাঙ্গায় লোক খুন করায় উনি পালান, সেই পর্য্যন্ত আমাদের এই অবস্থা,—এ কথা যেন প্রকাশ না হয়।”

কথা প্রকাশ হইল না। বিবাহ হইয়া গেল। ক্রমে ধূমধাম মিটিয়া গেল, গ্রাম শান্তিলাভ করিল। কিন্তু রাজা বিবাহের রাত্রি হইতেই অন্তর্ধান।

বিবাহের এক মাস পরে রাজা শশিশেখরের প্রাসাদে রাণী দেখা দিলেন। রাজকর্ম্মচারিগণ তাহাকে চিনিল, তিনি নিজ হস্তে বিষয়ের ভার গ্রহণ করিলেন। এক মাস যাইতে না যাইতে রাণী সমস্ত বিষয় কন্যা লাবণ্যপ্রভার নামে লিখিয়া দিয়া, তাহার শ্বশুর রমেশ বাবুকে বিষয়ের তত্বাবধারক নিযুক্ত করিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। সেই পর্য্যন্ত তিনি আর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই।

* * *

১৫ বৎসর অতীত হইয়াছে। সরলকুমারের সংব্যয়ে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করিয়াছেন। লাবণ্যের একটী পুত্র ও কন্যা হইয়াছে।

শ্রীমন্মথ নাথ শ্রীমানি
পোঃ মাকড়দা, পূর্ব্বন ওপাড়া
জেলা হাওড়া।